আর্থার কোনান ডয়েল

হারানো ট্রেন

অনুবাদ/অসিত সরকার

পরিবেশক

দার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকা[redacted]

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩[illegible]৪

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
[illegible] পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ২৯

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

রহস্য কাহিনী

হারানো ট্রেন

অজানা দ্বীপের দানব

গোয়েন্দা কাহিনী

সিলভার ব্লেজ

নাচুনে মূর্তি

অলৌকিক কাহিনী

মমি

আগুন নিয়ে খেলা

বিজ্ঞানকল্প কাহিনী

ইন্দ্রপতন

কুমার অজিতদাকে

মার্সেইলেসে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী হার্বার্ট দ্য লারনাকের স্বীকারোক্তি এ শতাব্দীর সবচেয়ে জটিলতম অপরাধের ওপর আলোক-সম্পাতের ফলে চারদিকে আলোড়ন এনে দিয়েছে। আমার ধারণা এ ধরনের অপরাধের নজীর সারা পৃথিবীতেও খুব বিরল। যদিও ওপরমহল থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছিলো ঘটনাটাকে ধামাচাপা দেবার এবং সংবাদপত্রগুলোকে দাবিয়ে রাখার, তবু ঘটনাটা এমনই অবিশ্বাস্য আর অদ্ভুত ধরনের যে স্তম্ভিত বিস্ময়ে সবাই দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য সারা ইওরোপ জুড়ে প্রচণ্ড রাজনৈতিক দুরবস্থার চাপে জনতা প্রায় ঘটনাটাকে এক রকম ভুলেই গিয়েছিলেন। আট বছর আগেকার লিভারপুল পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, ইঞ্জিনচালক জন স্লাটারের অনুসন্ধান প্রসঙ্গে বিবৃতি, লণ্ডন এবং পশ্চিম উপকূল রেলপথ সংস্থার নথিপত্র ঘেঁটে যতটুকু উদ্ধার করতে পেরেছি, ঘটনাটা সংক্ষেপে এই রকম :

১৮৯০ সালের তেসরা জুনে মঁসিয়ে লুই ক্যারাটাল নামে এক ভদ্রলোক লিভারপুলে লণ্ডন এবং পশ্চিম উপকূল রেলপথ সংস্থার পরিচালক মিস্টার জেমস ব্লাণ্ডের সঙ্গে দেখা করেন। ফরাসী ভদ্রলোকের চেহারা মাঝামাঝি বয়েসের বেঁটেখাটো মানুষ, গায়ের রঙ চাপা, সামনের দিকে এমন ভাবে ঝুঁকে হাঁটেন—স্পষ্টই বোঝা যায় কশেরুকায় কোনো গোলমাল আছে। ওর সঙ্গে ছিলেন আর এক ভদ্রলোক, দৈত্যের মতো বিশাল চেহারা, অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গি, বাঁ হাতের কব্জির সঙ্গে বাঁধা ছোট একটা চামড়ার সুটকেস। এই লম্বা

বা বন্ধু-ভদ্রলোকের কোনো নাম আমি উদ্ধার করতে পারিনি, তবে নিঃসন্দেহে বিদেশী—সম্ভবত স্প্যানিয়ার্ড কিংবা দক্ষিণ আমেরিকান। সেন্ট্রাল দফতরের একজন দক্ষ কর্মচারী জানান মঁসিয়ে ক্যারাটাল যখন মিষ্টার ব্লাণ্ডের সঙ্গে ভেতরে কথা বলছিলেন, সঙ্গী ভদ্রলোক সারাক্ষণই অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গিতে কব্জীর সঙ্গে বাঁধা চামড়ার ছোট সুটকেসটা আগলাচ্ছিলেন।

মঁসিয়ে লুই ক্যারাটাল ভেতরে প্রবেশ করে পরিচালক মিস্টার ব্লাণ্ডকে জানান—এইমাত্র উনি দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এখানে এসে পৌঁচেছেন এবং অত্যন্ত জরুরী একটা প্রয়োজনে এখুনি প্যারিসে রওনা হতে হবে। লণ্ডন এক্সপ্রেসটা উনি ধরতে পারেননি, কিন্তু আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করা ওঁর পক্ষে অসম্ভব। যেখান থেকে যেভাবেই হোক ওঁকে একটা বিশেষ ট্রেণের ব্যবস্থা করে দিতে হবে—তার জন্যে যত টাকাই লাগুক উনি দিতে প্রস্তুত। এখনও যে সময় আছে, সংস্থা যদি দ্রুতগামী একটা ট্রেনের ব্যবস্থা করে দিতে পারে তাহলে উনি ঠিক সময়েই প্যারিসে পৌঁছতে পারবেন।

তখন বিকেল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিস্টার ব্লাণ্ড কি যেন ভাবলেন, তারপর বৈদ্যুতিক ঘণ্টি বাজিয়ে সংস্থার পরিবহণ ম্যানেজার মিস্টার পোটার হুডকে ডাকলেন। নিভৃতে ওঁর সঙ্গে আলোচনা করলেন। ব্যাপারটা মেটাতে মিনিট পাঁচেক সময়ও লাগলো না। ঠিক হলো মিনিট পঁয়তাল্লিশ পরে, লাইন পরিষ্কার এবং নিরাপত্তার জন্যেই এই সময় হাতে নিয়ে বিশেষ একটা ট্রেন লিভারপুল থেকে ছাড়বে। রচডেল নামে শক্তিশালী একটা ইঞ্জিনের সঙ্গে (সংস্থার খাতায় নথিভুক্ত ইঞ্জিনটার নম্বর ২৪৭) দুটো বগি জুড়ে দেওয়া হবে, পেছনে থাকবে গার্ডের কামরা। ইঞ্জিনের পেছনের প্রথম বগিটা থাকবে দ্রুতগতি সম্পন্ন ট্রেনের ঝাঁকুনি এড়ানোর জন্যে। নিয়ম মাফিক দ্বিতীয় বগিতে থাকবে চারটে কামরা—প্রথম শ্রেণীর বসার

কামরা, প্রথম শ্রেণীর ধূমপানের কামরা, দ্বিতীয় শ্রেণীর বসার কামরা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ধূমপানের কামরা। প্রথম শ্রেণীর বসার কামরাটাই যাত্রীদের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হবে, বাকি তিনটে কামরা ফাঁকা যাবে। রেলপথ সংস্থার বহুদিনের পুরনো কর্মচারী জেমস ম্যাকফারসনের হাতে থাকবে বিশেষ এই ট্রেনটার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার। ইঞ্জিনচালককে সাহায্য এবং চুল্লীতে কয়লা জোগানোর কাজে নিযুক্ত থাকবে উইলিয়াম স্মিথ।

মঁসিয়ে ক্যারাটাল এই ব্যবস্থায় রীতিমতো খুশি হলেন। এক্সপ্রেস ট্রেনেই স্বাভাবিক ভাড়া যখন মাইল পিছু পাঁচ শিলিং, তখন এই বিশেষ ব্যবস্থার জন্যে সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী পঞ্চাশ পাউণ্ড পাঁচ শিলিং হিসেবে ভাড়া দিতেও উনি এতটুকু কুণ্ঠিত হলেন না। টাকা পয়সা মিটিয়ে পরিচালকের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই মঁসিয়ে ক্যারাটাল বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হলেন। সেই মুহূর্তে দুজনকে অসম্ভব চঞ্চল বলে মনে হলো। কামরাটা দেখিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুজনে চড়ে বসলেন, যেন আর একটুও তর সইছে না। ওঁদেরকে অনেক করে বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত করা হলো যে লাইন ফাঁকা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেন ছেড়ে দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে আর একটা ঘটনা ঘটলো, যাকে বলা যায় রীতিমতো সমাপতন। হামেশা না হলেও, ব্যবসায়িক বা নিতান্ত জরুরী প্রয়োজনে যে মাঝে মধ্যে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয় না এমন নয়। কিন্তু একই দিনে প্রায় একই সময়ে দু দুটো বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা অসম্ভব।

মঁসিয়ে ক্যারাটাল ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরেই আর এক ভদ্রলোক মিস্টার ব্লাণ্ডকে ঠিক একই অনুরোধ করলেন। ভদ্রলোকের নাম মিস্টার হোরাস মুর, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ কোনো কর্মচারী। লণ্ডনে

ওঁর স্ত্রী হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ায় এখুনি রওনা হতে হবে, যে ভাবেই হোক ওখানে পৌঁছনোর একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ভদ্রলোক এমনই উদ্বিগ্ন আর ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন যে মিস্টার ব্রাণ্ড তাঁকে কোনো মতেই ফেরাতে পারলেন না; অথচ কি করবেন কিছু বুঝে উঠতেও পারলেন না। প্রথমে ভাবলেন মঁসিয়ে ক্যারাটালের যাত্রাই বাতিল করে দেবেন, কেননা একই দিনে দ্বিতীয় বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এমনিতেই প্রথম বিশেষ ট্রেনটার জন্যে স্থানীয় ট্রেনগুলোর যাত্রাপথ এবং সময় কিছু রদবদল করতে হয়েছে। অবশ্য একটাই মাত্র বিকল্প আছে, মঁসিয়ে ক্যারাটাল যদি মিস্টার মুরকে সঙ্গী হিসেবে নিতে রাজি হন। এমন একটা জরুরী প্রয়োজনে অরাজি হবার তেমন কোনো কারণ নেই— এমনিতেই দ্বিতীয় বগির তিনটে কামরা খালি যাচ্ছে, তার ওপর ভাগাভাগি করে নিলে খরচও কিছু কম পড়বে।

কিন্তু পরিবহণ ম্যানেজার মিস্টার পোটার হুড প্রস্তাব করতেই মঁসিয়ে ক্যারাটাল সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। উনি স্পষ্টই জানালেন ট্রেনটা ওঁর, তার জন্যে উনি যথেষ্ট বেশি পয়সা দিয়েছেন এবং বাইরের কাউকে উনি আদৌ প্রবেশ করতে দেবেন না। কোনো যুক্তিতর্ক উনি কানেই নিলেন না, ফলে সে পরিকল্পনা বাতিল করে দিতে হলো। মিস্টার হোরাস মুর রীতিমতো হতাশ হয়েই ফিরে গেলেন, ঠিক করলেন ছটার সময় যে সাধারণ যাত্রী-ট্রেন লিভারপুল থেকে ছাড়বে তাতে করেই লণ্ডনে ফিরবেন।

এদিকে স্টেশনের ঘড়িতে যখন কাঁটায় কাঁটায় ঠিক চারটে একত্রিশ, দু-বগির বিশেষ ট্রেনটা একগুঁয়ে ফরাসী ভদ্রলোক আর তাঁর দৈত্যের মতো বিশাল চেহারার সঙ্গীকে নিয়ে লিভারপুল স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। সারা পথে কোথাও কোনো বাধা নেই এবং ম্যানচেস্টারের আগে থামার কোনো প্রয়োজনও হবে না।

লণ্ডন ও পশ্চিম উপকূলের স্থানীয় কয়েকটি ট্রেনকে অন্য পথে এমনভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো যাতে কোনো ট্রেনই ছটার আগে ম্যানচেস্টারে না পৌঁছতে পারে। কিন্তু ছটা পনেরো নাগাদ ম্যানচেস্টার থেকে অদ্ভুত একটা খবর এসে পৌঁছলো, তারবার্তায় জানানো হলো এখনও পর্যন্ত বিশেষ ট্রেনটা এসে পৌঁছয়নি। সঙ্গে সঙ্গে লিভারপুলের সদরদফতর জুড়ে নেমে এলো আতংকের এক কালো ছায়া।

তখুনি দুই শহরের মধ্যবর্তী সবচেয়ে কাছের স্টেশন সেন্ট হেলেনস্‌কে অনুসন্ধানের জন্যে জানানো হলো।

সেন্ট হেলেনস্‌ জবাব পাঠালো—

"মিস্টার জেমস ব্লাণ্ড, পরিচালক, সেন্ট্রাল এল. অ্যাণ্ড ডব্লু. সি., লিভারপুল।—চারটে বাহান্নয় বিশেষ ট্রেনটা এই স্টেশন অতিক্রম করে যায় এবং এ পর্যন্ত বেশ ভালোই আসে।

ডাউসার, সেন্ট হেলেনস।"

এই তারবার্তা এসে পৌঁছয় ছটা চল্লিশে।

ম্যানচেস্টার থেকে দ্বিতীয় তারবার্তা এলো ছটা পঞ্চাশে—

"আপনাদের নির্দেশ অনুযায়ী বিশেষ ট্রেনের কোথাও কোনো চিহ্ন নেই।"

দশ মিনিট পরে তৃতীয় তারবার্তাটা আরোও বিভ্রান্তিকর—

"আমাদের ধারণা বিশেষ ট্রেনটার নিশ্চয় কোথাও কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। অথচ সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার—সেন্ট হেলেনস্‌ থেকে ছাড়া স্থানীয় ট্রেনটা ঠিক সময়েই এখানে এসে পৌঁচেছে। ওদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি লাইন পরিষ্কারই ছিলো এবং পথে দুর্ঘটনার কোনো চিহ্ন নেই। আমাদের কি করা উচিত জানিয়ে অনুগ্রহ করে এখুনি তার পাঠান।—ম্যানচেস্টার।"

লিভারপুলে এই তারবার্তা এসে পৌছনোর সঙ্গে সঙ্গে দফতরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীমহলে বিষাদের কালো ছায়া নামে। তবু অন্তত এইটুকু সান্ত্বনা, আর যা-ই হোক, বিশেষ ট্রেনটার কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। কেননা তা যদি হতো, তাহলে সেন্ট হেলেনস্ থেকে ছাড়া সাধারণ যাত্রী-ট্রেনটা একই লাইনে কোনো বাধা না পেয়ে ম্যান-চেস্টারে পৌছতে পারতো না। কিন্তু পক্ষান্তরে প্রশ্ন একটা থেকেই যায়—তা-ই যদি হবে তাহলে বিশেষ ট্রেনটা গেলো কোথায়? এক হতে পারে, কোনো পাশ লাইনে সরে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাখ্যা যে একেবারে অসম্ভব তা কিন্তু নয়—বলা যায় না, হয়তো ছোট-খাটো কোনো ত্রুটি সারিয়ে নেবার প্রয়োজনেই বাধ্য হয়ে পাশ-লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে। কিন্তু তা-ই যদি হয় তাহলে কোথায় তা সম্ভব?

সেন্ট হেলেনস্ এবং ম্যানচেস্টারের মাঝের স্টেশনকে তারবার্তা পাঠানো হলো হারানো বিশেষ ট্রেনটা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে এখুনি জবাব পাঠাতে। পরিচালক মিস্টার জেমস ব্লাণ্ড এবং পরিবহণ ম্যানেজার পোটার হুডের সমস্ত জল্পনা-কল্পনা অতিক্রম করে একের পর এক যেসব জবাব এসে পৌছতে লাগলো, আমি সেগুলোকে মোটামুটি সময় এবং স্টেশন অনুযায়ী সাজিয়ে দিলাম—

"বিশেষ ট্রেনটা চারটা বাহান্নয় স্টেশন অতিক্রম করে গেছে।
—সেন্ট হেলেনস্।"

"বিশেষ ট্রেনটা পাঁচটায় স্টেশন অতিক্রম করে গেছে।
—কলিনস্ গ্রীন।"

"বিশেষ ট্রেনটা পাঁচটা ছয়ে স্টেশন অতিক্রম করে গেছে।
—আর্লেস টাউন।"

"বিশেষ ট্রেনটা পাঁচটা দশে স্টেশন অতিক্রম করে গেছে।
—নিউটন।"

"বিশেষ ট্রেনটা পাঁচটা বিশে স্টেশন অতিক্রম করে গেছে।
—কেনিয়ন জাংশন।"

"বিশেষ ট্রেনটা স্টেশন অতিক্রম করে যায়নি।
—বার্টন মস।"

'ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় এমন উদ্ভট ঘটনা এর আগে আর কখনও ঘটেনি।' বিহ্বলতা কাটিয়ে মিস্টার জেমস ব্লাণ্ডই প্রথম মুখ খুললেন।

'হ্যাঁ স্যার, নজীরবিহীন এমন বিদ্‌ঘুটে ঘটনা এর আগে আর কখনও ঘটেনি। তবে আমার মনে হয়,' মিস্টার হুডকে খুব চিন্তিত মনে হলো। 'বিশেষ ট্রেনটার যাই ঘটুক না কেন, ঘটেছে এই কেনিয়ন জাংশন আর বার্টন মসের মাঝখানে।'

'কিন্তু তাই বা কেমন করে সম্ভব! আমার যতটা মনে পড়ছে এই দুই স্টেশনে মাঝে কোথাও কোনো পাশ-লাইন নেই! হয়তো ট্রেনটা কোথাও লাইনচ্যুত হয়েছে।'

'না স্যার, তা আদৌ সম্ভব নয়। তা যদি হতো, চারটা পঞ্চাশের সাধারণ যাত্রী-ট্রেনটা কিছুতেই বাধা না পেয়ে ম্যানচেস্টারে পৌঁছতে পারতো না।'

'কিন্তু এ ছাড়া তো আর কোনো বিকল্পও দেখছি না, মিস্টার হুড। নিশ্চয়ই ট্রেনটা কোথাও লাইনচ্যুতই হয়েছে। আমার মনে হয় যাত্রীবাহী ট্রেনটা হয়তো কিছু লক্ষ্য করে থাকলেও থাকতে পারে। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্যে ম্যানচেস্টারকে আর একটা তারবার্তা পাঠাতে বলুন, আর জানিয়ে দিন কেনিয়ন জাংশন থেকে বার্টন মস পর্যন্ত ওরা যেন রেলপথের দুধার খুব ভালো ভাবে অনুসন্ধান করে ছাখে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ম্যানচেস্টার থেকে জবাব এলো—

"হারানো বিশেষ ট্রেনটার কোথাও কোনো খবর নেই। চারটে পঞ্চাশের যাত্রীবাহী ট্রেনের গার্ড বা ইঞ্জিনচালক কেনিয়ন জাংশন থেকে বার্টন মস পর্যন্ত দুর্ঘটনা তো দূরের কথা, অস্বাভাবিকতার কোনো চিহ্নও লক্ষ্য করেননি। লাইন সম্পূর্ণ পরিষ্কারই ছিলো। —ম্যানচেস্টার।"

'চুলোয় যাগ্ গে গার্ড বা ইঞ্জিনচালক,' দাঁতে দাঁত চেপে মিস্টার ব্লাণ্ড গর্জে উঠলেন। 'নিশ্চয় কোথাও কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে, ওরা লক্ষ্যই করেনি। মূল লাইনকে অক্ষত রেখে বিশেষ ট্রেনটা কোথাও খাদের মধ্যে ছিটকে পড়েছে···যদিও তা খুবই অস্বাভাবিক, তবু তা-ই ঘটেছে। নইলে আর যাই হোক, যাত্রী সমেত গোটা ট্রেনটা হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না। বাঁধের নিচে খুঁজে দেখার জন্যে আমাদের এখুনি কেনিয়ন জাংশন কিংবা বার্টন মসকে জানিয়ে দেওয়া উচিত।'

কিন্তু মিস্টার ব্লাণ্ডের সে ক্ষীণ আশাটুকুও বাতাসে ধোঁয়ার রেখার মতো মিলিয়ে গেলো। অসীম উৎকণ্ঠার মধ্যে আধটা ঘণ্টা কেটে যাবার পর কেনিয়ন জাংশন থেকে খবর এলো—

"বিশেষ হারানো ট্রেনের কোনো চিহ্ন নেই। পাঁচটা বিশে কেনিয়নজাংশন অতিক্রম করে গিয়েছিলো, কিন্তু বার্টন মসে এসে পৌঁছয়নি—এ দুটি ঘটনা অত্যন্ত সুনিশ্চিত। মালবাহী ট্রেন থেকে ইঞ্জিন খুলে নিয়ে আমি নিজে এই দুই স্টেশনের মাঝের রেলপথ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি। কিন্তু লাইন সম্পূর্ণ পরিষ্কার, কোথাও কোনো দুর্ঘটনার আভাষ পর্যন্ত নেই। —স্টেশন-মাস্টার।"

ঘটনার জটিলতায় মিস্টার ব্লাণ্ডের তখন মাথার চুল ছেঁড়ার মতো অবস্থা।

'এ নিতান্তই পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়, মিস্টার হুড!' রাগে দুঃখে হতাশায় থমথম করছে মিস্টার ব্রাণ্ডের সারা মুখ। 'এমন দিন দুপুরে ইংলণ্ডের মতো জায়গা থেকে কেমন করে একটা ট্রেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। একটা ইঞ্জিন, দুটো বগি, একটা ভ্যান, পাঁচজন লোক নিয়ে গোটা একটা ট্রেন স্রেফ লাইন থেকে উধাও হয়ে গেলো! আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সুনিশ্চিত কোনোখবর না পেলে ইনসপেকটর কলিনস্‌কে সঙ্গে নিয়ে আমি নিজেই বেরিয়ে পড়বো।'

শেষ পর্যন্ত সত্যিই সুনিশ্চিত একটা খবর পাওয়া গেলো। কেনিয়ন জাংশন থেকে পাঠানো তারবার্তায় জানা গেলো—

"অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এই মাত্র বিশেষ ট্রেনের ইঞ্জিনচালক জন স্লাটারের মৃতদেহ কেনিয়ন জাংশন থেকে প্রায় সোয়া দু মাইল দূরেএকটা কাঁটাঝোপের মধ্যে পাওয়া গেছে। স্পষ্টই বোঝা যায় ইঞ্জিন থেকে পড়ে খাদের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে কাঁটাঝোপের মধ্যে আটকে যায়। মাথায় প্রচণ্ড আঘাতই মৃত্যুই অন্যতম কারণ। আশপাশের জমি আমি সন্তর্পণে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু হারানো ট্রেনের কোনো হদিশই পাইনি।'

সে দিনই সন্ধ্যেবেলায় সংস্থার তরুণ ডিটেকটিভ অফিসার ইনেসপেকটর কলিনসকে সঙ্গে নিয়ে মিস্টার ব্রাণ্ড কেনিয়ন জাংশনের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। পরের দিন সারাটা রেলপথ ওঁরা তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করলেন, কিন্তু কোনো লাভ হলো না। শুধু যে হারানো ট্রেনটার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেলো না তাই নয়, ওপর-মহলকে ঘটনাটা জানানোর মতো যুক্তি সংগত কোনো ব্যাখ্যাই খুঁজে পেলেন না।

অনুসন্ধান পর্ব শেষ করে ইনসপেকটর কলিনস যে বিবৃতি পাঠিয়েছিলেন, আমি যথাযথ ভাবে তা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

"দুটি স্টেশনের মধ্যবর্তী রেলপথ জুড়ে দেশের বড় বড় কয়েকটা কয়লাখনি অবস্থিত। এগুলোর মধ্যে কয়েকটাতে এখনও কয়লা তোলা হচ্ছে, কয়েকটাতে অনেক আগেই কয়লা তোলার কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কম করেও অন্তত বারোটা কয়লাখনির ট্রলি-কার চলার মতো সরু সরু রেলপথ প্রধান লাইনের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এগুলোকে নিঃসন্দেহে উপেক্ষা করা যায়। এ ছাড়া আরও সাতটা কয়লাখনির উপযুক্ত রেলপথ প্রধান লাইনের সঙ্গে যুক্ত বা, এক সময়ে যুক্ত ছিলো, যাতে করে খাদের মুখ থেকে বগি বোঝাই কয়লা সরাসরি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌছে দেওয়া যায়। কোনো ক্ষেত্রেই কয়লা খাদের এই রেলপথ প্রধান রেলপথ থেকে দু'এক মাইলের বেশি প্রসারিত নয়। এই সাতটার মধ্যে চারটে—রেডগ্যাণ্টলিট, হিরো, স্লাউ অফ ডেসপণ্ড এবং হার্টসিজ খনির কাজ বেশ কয়েক বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে। সম্ভাব্য দুর্ঘটনার জন্যে এই চারটে খনির পাশপথকে আমার খুব সহজেই অনুসন্ধানের আওতা থেকে বাদ দিতে পারি, কেননা প্রধান রেলপথ থেকে এদের সংযোগ অনেক আগেই বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিলো।

প্রধান রেল সড়ক থেকে যাদের পাশপথ এখনও সক্রিয় রয়েছে এমন তিনটে খনি হলো—

(ক) কার্নস্টক আয়রণ ওয়ার্কস্

(খ) বিগ বেন কোলিয়ারি

(গ) পারসিভিয়ারেন্স কোলিয়ারি

বিগ বেন কোলিয়ারির পাশপথ সিকি মাইলের বেশি দীর্ঘ নয়, এবং খাদের মুখে স্তূপীকৃত করে রাখা কয়লার প্রাচীরের সামনে এসে

শেষ হয়েছে। সেখানে হারানো ট্রেনটার কোনো হদিশই পাওয়া যায়নি, অস্বাভাবিক ধরনের কিছু দেখা বা শোনাও যায়নি।

কার্নস্টিক আয়রণ ওয়ার্কসের একটাই মাত্র পাশপথ এবং তেসরা জুনের সকাল থেকেই সারাটা দিন আকরিক লোহা বোঝাই ষোলটা বগি সম্পূর্ণ পাশপথ জুড়ে অপেক্ষা করছিলো। ফলে বিশেষ ট্রেনটার পক্ষে একে কোনো মতেই অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব নয়।

আর পারসিভিয়ারেন্স কোলিয়ারিটা খুবই বড়, এদের দৈনিক উৎপাদনের গড়ও অনেক বেশি, চওড়া দুটো করে লাইন, প্রায় সোয়া দু'মাইল দীর্ঘ। বিশেষ ট্রেনটার পক্ষে প্রধান লাইন থেকে পারসি-ভিয়ারেন্স কোলিয়ারির এই চওড়া পাশপথে ঢুকে পড়া খুবই সম্ভাবনা-ময়। কিন্তু তেসরা জুনের সকাল থেকেই কোলিয়ারির নিজস্ব বগি এই পাশপথে যাতায়াত করেছে, শখানেকেরও বেশি মজুর রেলপথ সারাইয়ের কাজে নিযুক্ত ছিলো। বিশেষ ট্রেনটা সম্পর্কে তারা কিছুই বলতে পারেনি। সবার অজান্তে ট্রেনটা অপ্রত্যাশিত ভাবে পাশপথে ঢুকে পড়লো আর কেউ কিছু জানতে পারলো না, এ কখনই সম্ভব নয়। তাছাড়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইঞ্জিনচালকের মৃতদেহটা যেখানে পাওয়া গেছে তার চাইতে এই পাশপথের সংযোগস্থল সেন্ট হেলেনস্ স্টেশনের অনেক কাছে। সুতরাং আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা অযৌক্তিক হবে না যে দুর্ঘটনা ঘটার আগেই বিশেষ ট্রেনটা এই সংযোগস্থল অতিক্রম করে গেছে।

আর ইঞ্জিনচালক জন স্লাটারের মৃতদেহ আবিষ্কারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা এমন কোনো সূত্রই সংগ্রহ করতে পারিনি যা থেকে বলা সম্ভব প্রকৃতপক্ষে ওঁর কি ঘটেছিলো। আপাতদৃষ্টিতে শুধু এইটুকু বলতে পারি, ইঞ্জিন থেকে পড়ে যাওয়ার ফলেই ওঁর মৃত্যু ঘটেছে। ইঞ্জিন থেকে কেন পড়ে গেলেন, পড়ে যাওয়ার পরে ইঞ্জিনটারই বা কি হলো—এই সব প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।"

পরে লণ্ডন পত্রিকায় অযোগ্যতার অভিযোগে কিছু সরগোল উঠলে এই তরুণ ইনসপেকটর চাকরিতে ইস্তফা দেন।

এক মাস কেটে গেলো, পুলিশ এবং সংস্থার যৌথ অনুসন্ধানেও কোনো লাভ হলো না। উচ্চ মূল্য পুরস্কারের বিনিময়েও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। প্রতিদিনই প্রভাতী সংবাদপত্র খুলে সবাই এই ভৌতিক রহস্যকাণ্ডের সমাধান আশা করতেন, কিন্তু সে আশা সুদূর পরাহত। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেলো অথচ ইংল্যাণ্ডের ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল থেকে যাত্রী সমেত গোটা একটা ট্রেন কেমন করে চোখের সামনে উধাও হয়ে গেলো, সে সম্পর্কে কেউ কোনো ব্যাখ্যাই দিতে পারলেন না। বিভিন্ন পত্রিকার তরফ থেকে নানান উদ্ভট উপদেশ, নির্মম বিদ্রূপ পরিবেশন করা হলো, কেউ কেউ মন্তব্য করলেন—ঘটনাটা সম্পূর্ণ ভৌতিক, কেউ বা আবার জানালেন—অত্যন্ত শক্তিশালী বিস্ফোরক দিয়ে ট্রেনটাকে হয়তো সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্নই করে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এসবই নিতান্ত উপহাস ছাড়া আর কিছু নয়।

হয়তো এমনি ভাবেই কেটে যেতো, কিন্তু দুর্ঘটনার কিছুদিন পরে মিসেস ম্যাকফারসন একটা চিঠি পেলেন। চিঠিটা লিখেছেন ওঁর স্বামী বিশেষ হারানো ট্রেনের গার্ড, জেমস ম্যাকফারসন। ১৮৯০ সালের ৫ই জুলাই তারিখে লেখা চিঠিটা নিউ ইয়র্ক থেকে পোস্ট করা হয়েছিলো এবং মিসেস ম্যাকফারসনের হাতে এসে পৌঁচেছে ১৪ই জুলাই তারিখ। চিঠিতে কোনো ঠিকানা ছিলো না, ছিলো পাঁচ ডলারের কুড়িখানা নোট। চিঠিটা এই রকম :

"প্রিয়তমা,

সবকিছু খুলে বলতে পারছি না বলে সত্যিই খুব দুঃখিত। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি এর বিরুদ্ধে লড়তে। তোমাকে

আমি পরে সব বলবো। কিন্তু আপাতত তোমাকে আমি কাছে পেতে চাই এবং লিজিকেও। চিঠির সঙ্গে কিছু টাকা পাঠালাম, পাউণ্ডে ভাঙিয়ে নিও। আশা করি এতে তোমাদের দুজনের পক্ষে আটল্যান্টিক পেরিয়ে আসতে কোনো অসুবিধে হবে না। আমার ধারণা লিভারপুলের চেয়ে হামবুর্গের কোনো জাহাজ ধরাই অনেক সুবিধেজনক, কিছুটা সস্তাও বটে। তোমরা যদি নিউ ইয়র্কে আসো এবং জনস্টোন হাউসে অপেক্ষা করো, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। আপাতত এর বেশি তোমাকে কিছু জানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভালোবাসা নিও।

তোমার স্বামী—

জেমস ম্যাকফারসন।"

সাময়িক ভাবে ভাবা গিয়েছিলো এই চিঠিটা হয়তো কিছুটা আলোকপাত করতে পারবে। বিশেষ আর কিছু না হোক, অন্তত হারানো ট্রেনের গার্ড মিস্টার ম্যাকফারসনের একটা হদিস পাওয়া যাবে। চিঠির নির্দেশ মতোই ম্যাকফারসন আর তাঁর বোন লিজি ডলটন নিউ ইয়র্কের জনস্টোন হাউসে সপ্তাহ তিনেক অপেক্ষা করেছিলেন, কিন্তু হারানো মানুষটার কোনো খবরই পাওয়া যায়নি। সংবাদপত্রের ধারণা ছদ্মবেশে পুলিশ ওদের পেছনে জোঁকের মতো লেগে থাকার ফলেই উনি দেখা করতে পারেননি। সে যাই হোক না কেন, মিস্টার ম্যাকফারসনের দিক থেকে কোনো সাড়া শব্দ না পেয়েই মিসেস ম্যাকফারসন এবং লিজি ডলটন লিভারপুলে ফিরে আসতে বাধ্য হন।

সেই ঘটনার পর থেকে ১৮৯৮ পর্যন্ত সুদীর্ঘ এই আট বছর ধরে শতাব্দীর সবচেয়ে রহস্যময় ঘটনাটা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে রয়েছে।

হয়তো থাকতোও তাই, যদি না মার্সেইলেস পত্রিকায় সম্প্রতি বনভালৎ নামে একজন বণিককে খুন করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী হার্বার্ট দ্য লারনাকের স্বীকারোক্তি প্রকাশিত হতো। নিচে সেই বিবৃতির যথাযথ তর্জমা তুলে দিলাম :

না, কৃতিত্ব বা তুচ্ছ দাম্ভিকতার মোহে এই স্বীকারোক্তি দিচ্ছি না। তা যদি হতো, আমার নিজের অন্তত ডজনখানেক কাহিনী শোনাতে পারতাম, যা এই ঘটনার চাইতে কোনো অংশেই কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। আমি এই স্বীকারোক্তি দিচ্ছি কেবল একটাই মাত্র কারণে যাতে প্যারিসের বিশিষ্ট কয়েকজন ভদ্রলোক বুঝতে পারেন জীবিতের মধ্যে একমাত্র আমিই বলতে পারি মঁসিয়ে ক্যারাটাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে এবং কাদের স্বার্থেই বা এই কাজ করেছি, তা না হলে মৃত্যুর পরেও আমি কোনোদিন মুক্তি পাব না। আগে থেকেই সতর্ক করে দিচ্ছি, সাবধান হোন মঁসিয়েরা। হার্বার্ট দ্য লারনাককে আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে, আর তার স্বীকারোক্তি মানেই আপনাদের পতন অবধারিত।

না, আপাতত আমি কোনো নাম উল্লেখ করবো না, কেননা আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শুধু এইটুকু বলতে পারি, সে নাম ফাঁস করে দিলে আজ সারা ইয়োরোপ তোলপাড় হয়ে উঠবে।

ঘটনাটা সংক্ষেপেই বলি। ১৮৯০ সালে প্যারিসে একটা অবিস্মরণীয় বিচার শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে রাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফ্রান্সের সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং সম্মানীয় কয়েকজন ব্যক্তির নামে দারুণ কুৎসা রটে, যে কুৎসার সাক্ষী আমি নিজে, যার হাত থেকে আমি ওঁদের বাঁচিয়েছি, যা ফাঁস হয়ে গেলে ওঁদের প্রত্যেকেরই জীবন হয়ে পড়তো বিপন্ন। মনে করুন, এতদিন ধরে যে নটা দেবদারু শক্ত মাটির ওপর রাজকীয় ভঙ্গিতে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, হঠাৎ একদিন কামানের গোলায় তা ধুপধাপ মাটিতে পড়ে গেলো। ফ্রান্সের সবচেয়ে নাম করা মাথা-ওয়ালা ব্যক্তিরা এই নটা দেবদারু,

আর দূর থেকে অতর্কিতে ছুটে আসা কামানের গোলাটা মঁসিয়ে লুই ক্যারাটাল। কর্তাব্যক্তিরা নিশ্চয়ই চাইবেন না কামানের গোলাটা এসে তাঁদের ধরাশায়ী করে দিক, সুতরাং যে ভাবেই হোক তাকে বাধা দিতে হবে।

ওঁদের সবাই, সবাই না হলেও অন্তত কয়েকজন খুব ভাল করেই জানতেন, কেননা অনেক আগেই ওঁদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিলো যে মঁসিয়ে ক্যারাটাল দক্ষিণ আমেরিকা থেকে যাত্রা শুরু করেছেন এবং ওঁর কাছে যে তথ্য-প্রমাণ আছে তা ওঁদের সবাইকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে ওঁরাও খুঁজতে শুরু করে দিলেন এমন একজন মানুষকে যে সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে বিচার বুদ্ধি আর শক্তি দিয়ে, সমস্ত পারিপার্শ্বিকতাকে উপলব্ধি করে, মঁসিয়ে ক্যারাটালের ছায়াটাকে এ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবে—তার জন্যে যত টাকাই লাগুক না কেন, ওঁরা দিতে প্রস্তুত। একথা সত্যি, তেমন মানুষ লাখে মেলাও ভার, তবু বলবো যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে হার্বার্ট দ্য লারনাককে খুঁজে বার করতে ওঁদের কোনো ভুল হয়নি।

অর্থের বিনিময়ে চুক্তি হলো মঁসিয়ে ক্যারাটালকে আমি প্যারিসে ঢুকতে দেব না, ওঁরাও আমার স্বাধীনতায় কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবেন না। চুক্তির পরমুহূর্তেই আমি কোমর বেঁধে কাজে লেগে পড়লাম। আমার একজন বিশ্বস্ত সঙ্গীকে পাঠিয়ে দিলাম দক্ষিণ আমেরিকায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, ও ফিরে আসার আগেই মঁসিয়ে ক্যারাটাল লিভারপুলে এসে পৌঁছলেন। ছোট হলেও, অত্যন্ত শক্তিশালী আগ্নেয় অস্ত্র সব সময়েই আমার কাছে মজুত থাকতো, ওঁকে বা ওঁর বন্ধুদের চোখের পলকে সরিয়ে দেওয়া আমার কাছে আদৌ কিছু কঠিন ছিলো না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওঁর তথ্য-প্রমাণের পুঁজি কোথায়, কতটা, কিভাবে আছে না জেনে আগে-

ভাগে সরিয়ে দেওয়াটা হবে অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতা। তাছাড়া ওঁর সঙ্গী-সাথী কে কে আছেন সেটাও আমার জানা দরকার।

তবে একটুকু বলতে পারি, ওঁরা যতটা সতর্ক ছিলেন, আমি তার চাইতে কোনো অংশে কম সতর্ক ছিলাম না। লিভারপুলে ওঁকে স্বাগত জানাবার জন্যে আমি প্রস্তুতই ছিলাম, এবং আমি জানতাম লণ্ডন ছাড়ার পর থেকেই উনি আরও সতর্ক হয়ে উঠবেন। তাই আমার যাকিছু করণীয় শেষ করে ফেলতে হবে—ওঁর লিভারপুল বন্দর ছেড়ে আসা আর লণ্ডনে গিয়ে পৌছানো, এই দুই মাঝের পথটুকুর মধ্যেই। আমরা ছ-ছ'টা পরিকল্পনা ছকে রেখেছিলাম, এবং প্রতিটা পরিকল্পনাই শেষেরটার চাইতে অনেক অনেক বেশি সুপরিকল্পিত, যা ওঁর গতিবিধি অনুযায়ী আমরা অনায়াসেই ব্যবহার করতে পারতাম। উনি যা-ই করতে চান না কেন, আমরা সব সময়ই প্রস্তুত। উনি যদি লিভারপুলে থেকে যান, আমরা প্রস্তুত। উনি যদি সাধারণ কোনো ট্রেন বা এক্সপ্রেস ধরেন, আমরা তাতেও প্রস্তুত।

না, প্রতিটা পরিকল্পনা আমার নিজের হলেও, সব কৃতিত্ব আমার একার নয়। এর জন্যে, নাম না করলেও, অর্থের বিনিময়ে একজন ইংরেজ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, যাঁর সহযোগিতা ছাড়া এ পরিকল্পনায় সাফল্যলাভ করা আমার পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব হতো না। লণ্ডন ও পশ্চিম উপকূলের রেলপথ সম্পর্কে ওঁর অভিজ্ঞতা অসীম এবং ওঁর নির্দেশেই একদল বিশ্বস্ত কর্মচারী আর মজুর আমাদের হয়ে কাজ করেছেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন গার্ড জেমস ম্যাকফারসন, ইঞ্জিনের কয়লা সরবরাহকারী উইলিয়াম স্মিথ। ইঞ্জিন-চালক জন স্লাটারকে আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, উনি কিন্তু রাজি হননি। অনেক আগে থেকে আমরা সুনিশ্চিত হতে পারিনি যে মঁসিয়ে ক্যারাটাল বিশেষ ট্রেনের শরণাপন্ন হবেন। তবে সে সম্ভাবনার [illegible] যে

আদৌ ভাবিনি তা কিন্তু নয়, কেননা আমরা জানতাম এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে উনি প্যারিসে পৌঁছতে চাইবেন। সে সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই, উনি ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই পরিকল্পনাকে অত্যন্ত তাড়াহুড়োর মধ্যেই রূপ দিতে হলো।

আমরা বুঝতে পেরেছিলাম লিভারপুলে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মঁসিয়ে ক্যারাটাল আর ওঁর সঙ্গী এডুয়ার্দো গোমেজ বিপদের গন্ধ পেয়েছেন। মঁসিয়ে ক্যারাটালের যা কিছু গোপন তথ্য সবই গচ্ছিত ছিলো ওই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির স্প্যানিয়ার্ড গোমেজের কাছে ছোট একটা চামড়ার সুটকেসে। প্রয়োজনবোধে ও কাউকেই ছেড়ে কথা কইতো না। সুতরাং গোমেজ ছাড়া একা মঁসিয়ে ক্যারাটালকে সরিয়ে কোনো লাভ নেই, সরাতে গেলে দুজনকেই একসঙ্গে সরাতে হবে। সুতরাং আমাদের পরিকল্পনাটাকেও ঢেলে সাজাতে হল কিছুটা নতুনভাবে।

আমি আগেই বলেছি আমাদের বেশ কিছু বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলো লণ্ডন ও পশ্চিম উপকুল রেলপথে। লিভারপুলের সমস্ত দায়িত্ব ছিলো সেই ইংরেজ ভদ্রলোকের হাতে, আর আমি অপেক্ষা করছিলাম কেনিয়ন জাংশনের একটা সরাইখানায়। বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভদ্রলোক আমাকে তার করে জানালেন যেন সমস্ত ব্যবস্থা প্রস্তুত থাকে। উনি নিজেও সঙ্গে সঙ্গে হোরাস মুর নামে সংস্থার কাছে বিশেষ একটা ট্রেনের জন্যে আবেদন জানালেন, যদি কোনো কারণে আমাদের পরিকল্পনা যথাযথভাবে কার্যকরী না হয় তাহলে উনি যেন সমস্ত কাগজপত্র আর ওঁদের দুজনকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। মঁসিয়ে ক্যারাটাল অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন, অন্য কোনো যাত্রীকে উনি আমলই দিলেন না। ফলে আমার বন্ধুকে তখন অন্য উপায় অবলম্বন করতে হলো। অন্য দিক দিয়ে ঘুরে গার্ডের কামরায় ঢুকে উনি মিস্টার ম্যাকফারসনের সঙ্গে যাত্রা শুরু করলেন।

বুঝতে পেরেছি, তারপর কি হলো জানার জন্যে মনে মনে আপনারা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আগেই বলেছি, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছুই ছকে রাখা ছিলো, বাকি ছিলো কেবল শেষ তুলির টান। যে পাশ-পথটা আমরা নির্বাচন করে রেখেছিলাম, এক সময়ে তা প্রধাণ লাইনের সঙ্গেই যুক্ত ছিলো, পরে সেটাকে কেবল বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিলো। স্লিপার পাতাই ছিলো, আমরা কেবল পরিত্যক্ত অঞ্চল থেকে লাইন, ফিসপ্লেট আর রিভেট সংগ্রহ করে এনে ঠিক আগের মতো করে সারিয়ে নিয়েছিলাম। সুযোগ্য একদল কর্মী দিয়ে কাজটা করিয়ে নিতে আমার কোনো অসুবিধে হয়নি, কেবল কড়া নজর রাখতে হয়েছিলো যাতে কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে এবং সমস্ত পরিকল্পনাটাই এমন নিখুঁতভাবে তৈরি রাখা ছিলো যে ট্রেনটা পাশ-পথে গড়িয়ে আসার পরেও মঁসিয়ে ক্যারাটাল বা তাঁর সঙ্গী কেউই কিছু বুঝতে পারেননি।

আমাদের পরিকল্পনা ছিলো সহকারী উইলিয়াম স্মিথ ইঞ্জিনচালক জন স্লাটারকে ক্লোরোফর্ম করবে, যাতে অন্যদের সঙ্গে সেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু স্মিথের অযোগ্যতার জন্যেই পরিকল্পনাটা মাটি হয়ে গেলো, নইলে কাকপক্ষীতেও কিছু টের পেতো না। ধ্বস্তাধ্বস্তির সময়েই স্লাটার ইঞ্জিন থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়। ওর মৃতদেহটা না পাওয়া গেলে যে কোনো অপরাধ-বিশেষজ্ঞ নিঃসন্দেহে এটাকে ধ্রুপদী পরিকল্পনা হিসেব স্বীকার করতেন।

যাই হোক, এখন আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষ ট্রেনটা ছুটে চলেছে একদা ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় কয়লাখনি হর্টাসিজ মাইনের পাশপথ ধরে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে—পরিত্যক্ত একটা লাইনে ট্রেন গেলো, অথচ কেউ দেখতে পেলো না? এ প্রশ্নের জবাবে বলবো—দেখবে কেমন করে, দুপারে উঁচু পাড় আর গভীর একটা খাদের মধ্যে দিয়ে লাইনটা চলে গেছে একেবারে খনি গহ্বরের মুখ পর্যন্ত। তবে পাড়ের ওপরে কেউ যে ছিলো না, তা কিন্তু

নয়, সাক্ষী হিসেবে ছিলো কেবল একজনই মানুষ। আর সে হলো—আমি। এবার নিজে চোখে যা যা দেখেছি সেই কথাই বলি।

আমার কেবল একটাই মাত্র ভয় ছিলো, গতি কিংবা মরচে পড়ে থাকার জন্যে যদি ট্রেনটা ঠিক মতো পাশপথে প্রবেশ না করে হয়তো উলটে যেতে পারে। অবশ্য তার জন্যেও আমরা প্রস্তুত ছিলাম, আমার সঙ্গীরা সবাই ছিলো সশস্ত্র। পাশপথে প্রবেশ করার আগে স্মিথ গাড়ির গতি কমিয়ে দিয়েছিলো, তারপর সন্তর্পণে পাশপথে প্রবেশ করার পর গাড়ির গতি আবার আগের মতো বাড়িয়ে দিলো। স্মিথ, ম্যাকফারসন আর আমার লেফটেন্যাণ্ট বন্ধু আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন, সময় বুঝে লাফিয়ে পড়তে ওঁদের কোনো অসুবিধে হয়নি। আমার মনে হয় গাড়ির গতির মন্থর হওয়াতেই যাত্রীরা সন্দিহান হয়ে ওঠেন, কেননা জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে আমি ওঁদের বিহ্বল বিস্ময়ে চারদিকে লক্ষ্য করতে দেখেছি। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে—ঢালু পথ বেয়ে গাড়ি তখন তীব্র বেগে ছুটে চলেছে, দুপাশে কয়লার গুঁড়োয় ভরা উঁচু উঁচু কালো পাড়, নিচে কিছুটা শিথিল মরচে পড়া লাইনের সঙ্গে চাকার ঘর্ষণের কর্কশ আর্তনাদ। দৃশ্যটা একবার চোখ বুজিয়ে কল্পনা করার চেষ্টা করুন। মুহূর্তের জন্যে হলেও, খুব কাছ থেকে আমি ওঁদের মুখ দেখার অবকাশ পেয়েছিলাম। আতঙ্কে শুকিয়ে যাওয়া পাংশুল মুখের অভিব্যক্তি দেখে আমার মনে হলো ওঁরা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছেন—এ মৃত্যু, ম্যানচেস্টারের পথ নয়! মঁসিয়ে ক্যারাটালের ঠোঁটদুটো তখন থরথর করে কাঁপছে, শরীরের সমস্ত রক্ত চলকে উঠে জমাট বেঁধে গেছে সারা মুখে। আর গোমেজ কসাইখানার রক্তের গন্ধ পেয়ে খ্যাপা ষাঁড়ের মতো ক্রুদ্ধ গর্জন করছে। সম্ভবত পলকের জন্যে ওঁরাও আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন, সাহায্যের জন্যে পাগলের মতো চিৎকার করে হাতের ছোট ব্যাগটা ছুঁড়ে দিলেন আমার দিকে—যেন ঠিক এই কথাগুলোই বলতে চাইলেন, এই নাও যাকিছু তথ্য

প্রমাণ, কেবল ফিরিয়ে দাও আমাদের জীবন! তা পারলে হয়তো সত্যিই খুশি হতাম, কিন্তু কোনো উপায় নেই। সবকিছুই তখন আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

গভীর খাদের মুখ থেকে বিরাট বিরাট তক্তাগুলো সরিয়ে রেল-পথটাকে একেবারে খাদের মুখ পর্যন্ত টেনে এনেছিলাম। এখন বিশালকায় দৈত্যের মতো গহ্বরের সেই কালো মুখটা হাঁ করে রয়েছে। আমার তো রীতিমতো ভয় হচ্ছিলো গতির জন্যে ট্রেনটা গর্তের মধ্যে না পড়ে আবার অন্য কোথাও ছিটকে যায়। সত্যি বলতে কি, আর একটুর জন্যে হতোও তাই। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তেমন কোনো দুর্ঘটনা ঘটলো না। প্রথমে ইঞ্জিনটা তীব্র বেগে ছুটে এসে প্রচণ্ড শব্দে ধাক্কা মারলো খাদের অন্য পাড়ে, তারপর ইঞ্জিন, বগি, গার্ডের কামরা সব এক সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ভয়ংকর ক্রুদ্ধ একটা ময়ালের মতো গর্জন করতে করতে খাদের মধ্যে তলিয়ে গেলো। কালো ধুলোর মেঘের মধ্যে থেকে আমরা তখনও ইঞ্জিনের ধুকপুকানি শুনতে পাচ্ছি। বেশ কয়েক মিনিট পরে হঠাৎ বিভৎস একটা শব্দে আমাদের পিলে চমকে গেলো। আমরা বুঝতে পারলাম ট্রেনটা এবার শেষ বারের মতো খাদের নিচে জলের অতলে তলিয়ে গেলো। পরমুহূর্তেই বয়লার ফাটার প্রচণ্ড শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে খাদের নিচে থেকে ঝলকে ঝলকে উঠে এলো বাষ্প আর ধোঁয়ার ঘন কালো মেঘ, ঢেকে গেলো মাথার ওপরের নীল আকাশ, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মতো আমাদের চারপাশে ঝরে পড়তে লাগলো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা। অবশ্য তা খুব একটা বেশিক্ষণের জন্যে নয়, গ্রীষ্মের এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে গেলো সেই মেঘমালা। হার্টসিজ কয়লার খনি আবার তার সেই নিটোল নিস্তব্ধতায় চুপচাপ একা পড়ে রইলো।

এদিকে আমরা যখন খনির মুখটা তক্তা দিয়ে বন্ধ করার কাজে ব্যস্ত ছিলাম, আমার সুদক্ষ কর্মীরা তার আগেই সংযোগস্থলের লাইন

তুলে সরিয়ে ফেলেছিলো। কাজ মেটার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সরে পড়েছিলাম। আমি আর স্মিথ চলে এসেছিলাম প্যারিসে, আমার ইংরেজ সহকর্মী ফিরে গিয়েছিলেন ম্যানচেস্টারে আর ম্যাকফারসন প্রথমে কয়েকদিন সাউথহ্যামটনে ছিলেন, তারপর আমেরিকায় পালিয়ে এসেছিলেন। সে দিনের ইংরেজী পত্রিকা থেকে নিশ্চয়ই আপনাদের সংগ্রহ করতে অসুবিধে হবে না কেমন করে আমরা সব চেয়ে ধুরন্ধর গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে কাজটাকে নিপুণ ভাবে শেষ করেছিলাম।

এ প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই বলার দরকার হবে না, ট্রেনের জানলা দিয়ে ফেলে দেওয়া গোমেজের ব্যাগটা আমি সংগ্রহ করে নিতে ভুলিনি। পরে ব্যাগটা যথারীতি প্যারিসে কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। স্মারকচিহ্ন হিসেবে তার থেকে সরিয়ে রেখেছিলাম দু একটা মূল্যবান দলিল। ভয় নেই, পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে পাঠাইনি, পাঠালে অনেক আগেই তা পারতাম। সাবধান মঁসিয়েরা, আপনাদের কারুর নামই আমার অজানা নয়! আপনাদের স্বার্থে, আপনাদের হয়ে যে কাজ করছি, সে তথ্য ফাঁস করে দিলে আমার এই দুর্ভাগ্য নেমে আসতো আপনাদেরও ওপর। নিউ ক্যালেডোনিয়া নিয়ে আপনারা যা যা করেছেন, জনসাধারণের সামনে তা তুলে ধরলে গিলোটিনের হাত থেকে আপনারা কেউই মুক্তি পেতেন না। তবে একটা জিনিস জানবেন, হার্বার্ট দ্য লারনাক কারুর সঙ্গে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

পুনশ্চ—বিবৃতিটা পড়ার সময় দেখলাম একটা জিনিস আমি বেমালুম ভুলেই গেছি। তা হলো হতভাগ্য ম্যাকফারসন প্রসঙ্গে, যে বোকামি করে তার স্ত্রীকে নিউ ইয়র্কে আসার জন্যে লিখেছিলো। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বলার অর্থই হলো আমাদের সবার জীবন বিপন্ন হওয়া। দলের সঙ্গে একবার

যে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে আমরা আর দলের কেউ বলে ধরি না। তখন আমরা ঠিক করলাম স্ত্রীর সঙ্গে ওকে দেখা করতে দেওয়া চলবে না। পরে অবশ্য আমি নিজে মিসেস ম্যাকফারসকে চিঠিতে জানিয়েছিলাম আপনি আবার বিয়ে করতে পারেন।

ঢল বেয়ে নামা নদীটা এমনই খরস্রোতা যে ইঅট ধরনের ছোট স্টীমারটাকে দ্বীপের গায়ে এনে ভেড়ানো খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া নদীটা যেখানে আটলান্টিকের সঙ্গে মিশেছে সেই নদী-মোহনাটা এত চওড়া যে দুপারের তীর প্রায় দেখা যায়ই না, অজানা আতঙ্কে বুক দুরদুর করে কাঁপে, তার ওপর আবার প্রচণ্ড ঘূর্ণী। আমাদের এখন উজানে পাড়ি দিতে হবে, অত্যন্ত সন্তর্পণে এগুতে না পারলে যে কোনো মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। মাঝে মাঝে জল এত কম যে নিচের কাঁকুরে-বালির চড়ায় স্টীমার আটকে যাবার সম্ভবনাও রয়েছে প্রচুর। তবু তালিকার নির্দেশ অনুযায়ী খুব সন্তর্পণে আমরা বাঁ তীর ঘেঁসে এগুতে লাগলাম। কিন্তু খুব বেশি দূর যাওয়া গেলো না, অগভীরতার জন্য দ্বীপ থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে স্টীমার থামতে হলো। ভাবছি কি করবো, এমন সময় দেখি ছোট একটা শালতি চালিয়ে একজন নিগ্রো ছোকরা আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। দূর থেকেই ও ইঙ্গিতে জানালো ওখানেই নোঙর ফেলতে, এর বেশি আর এগুনো যাবে না।

যাক্, দ্বীপটাতে তাহলে মানুষ আছে!

চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। সমুদ্রের নীল জল এই খাঁড়ির মুখ পর্যন্ত এসে বাদামী আকার ধারণ করেছে। বড় বড় ঢেউগুলো এসে আছড়ে পড়েছে দ্বীপের গায়ে। আর বিস্তীর্ণ নদীমোহনা জুড়ে বিরাট বিরাট সব কাঠের গুঁড়ি ভাসছে। দূরে ঘন জঙ্গল। চারদিক কেমন যেন থমথমে আর বিষণ্ণ। বাতাসে একটা স্যাঁতস্যাঁতে ভিজে ভাব রয়েছে। প্রথম থেকেই কেন জানি একটা বিপদের গন্ধ পেলাম। কিন্তু কোনো উপায় নেই, মিষ্টি পানীয় জল

সংগ্রহ না করতে পারলে কোনো মতোই সেণ্ট পল দ্য লোয়ান্দায় পৌঁছনো যাবে না।

আমার একমাত্র সঙ্গী বৃদ্ধ নাবিক প্যাটারসনকে নোঙর ফেলতে বলে আমি বড় একটা কাঠের পিপে নিয়ে নিগ্রো ছোকরার শালতিতে উঠলাম। মিনিট দশেক বাদে খাড়াই কয়েকটা ধাপ বেয়ে দ্বীপে পা দিতেই চোখে পড়লো 'আর্মিটেজ অ্যাণ্ড উইলসন' কম্পানীর প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র। সামনে সাদা চুনকাম-করা টানা বারান্দাওয়ালা নিচু একটা ঘর। দু পাশে স্তূপাকার করে রাখা বড় বড় সব কাঠের পিপে। সৈকতের কাছে সার দিয়ে সাজানো তালগাছের গুঁড়ির ডিঙি আর ছোট ছোট কয়েকটা শালতি। নদীমুখো ছোট একটা জেঠিও চোখে পড়লো। সাদা পোশাকপরা দুজন বৃটিশ আমাকে স্বাগত জানাবার জন্যে এগিয়ে এলেন। দশাসই চেহারার একজন পেল্লাই মানুষ, প্রায় পেকে আসা ধূসর দাড়ি। অন্যজন লম্বা ছিপছিপে চেহারার মুখচোরা গোছের মানুষ, ব্যাঙের ছাতার মতো বিরাট একটা টুপিতে মুখের অর্ধেকটাই প্রায় ঢেকে গেছে।

'আপনাকে দেখে সত্যিই খুব খুশি হলাম।' টুপি মাথায় ভদ্রলোকই প্রথম যেচে আলাপ শুরু করলেন। 'আমি আর্মিটেজ অ্যাণ্ড উইলসন সংস্থার প্রতিনিধি, ওয়ালকার। আর ইনি এই সংস্থার ডাক্তার, মিস্টার সেভারাল। বহুদিন নিজস্ব কোনো ইঅট আমরা চোখে দেখিনি।'

'ওর নাম গেমকক। আমিই ওই ইঅটটার মালিক। আমার নাম মেলড্রাম।'

'শখের ভ্রমনে বেরিয়েছেন বুঝি?' ওয়ালকারই প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, আমি একজন প্রজাপতি সংগ্রহকারক। সেনেগ্যালের পশ্চিম উপকূল ধরে যাত্রা শুরু করেছি।'

'যাই বলুন, স্থান নির্বাচনে কিন্তু আপনার কোনো ভুল হয়নি ক্যাপটেন মেলড্রাম।' আমার দিকে তাকিয়ে স্মিথ হেসে ডাক্তার সেভারাল আস্তে আস্তে বললেন।

'হ্যাঁ, ইতিমধ্যে আমার প্রায় চল্লিশটা বাক্স ভরে গেছে। আসলে আপনাদের দ্বীপে এসেছি পানীয় জল নিতে...অবশ্য তার সঙ্গে যদি নতুন ধরনের কোনো প্রজাপতির খবর পাই...'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, পাবেন বইকি। ওগোওয়াই নদীর মুখে এখন প্রচুর গুটি কেটে বেরুনো প্রজাপতি পাবেন। কিন্তু অনুগ্রহ করে আমাদের দ্বীপে এলেনই যখন আগে একটু বিশ্রাম নিন। আসলে কি জানেন, গল্প-গুজব করা তো দূরের কথা, সাদা চামড়ার মানুষ দেখার সৌভাগ্য আমাদের প্রায় হয় না বললেই চলে।'

কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলেছিলাম। নিগ্রো ছোকরাটা ইতিমধ্যে জেঠিঘাটে শালতি বেঁধে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আমি এবার ডাক্তারকে প্রশ্ন করলাম, 'আপনাদের এখানে খুব নিঃসঙ্গ লাগে, তাই না?'

'নিশ্চয়ই, লাগে বইকি। এখন অবশ্য অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। তা ছাড়া কাজ নিয়ে আমাদের দুজনকে সারা দিন খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়। তবু সন্ধ্যের পর অবসর সময়টুকু কাটানোই হয়েছে সবচেয়ে মুশকিল।'

'কি করেন তখন?'

'সাধারণত পান আর গল্প-গুজব করি। ওয়ালকারের আবার রাজনীতির ওপর ঝোঁক বেশি, এ নিয়ে ও পড়াশোনাও করে প্রচুর।'

এর পর নানান প্রসঙ্গে টুকরো টুকরো আলোচনা হলো। সারা বছর আবহাওয়া প্রায় একই রকম থাকে—দিনের বেলায় অসম্ভব গরম, রাতে ভীষণ ঠাণ্ডা, যখন তখন ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি নামে। হঠাৎ করেই হাড়-কাঁপানো জ্বরে একেবারে কুপোকাৎ করে দেয়। সিয়েরা লোন থেকে উপকূল ধরে যত এগিয়েছি এই জ্বরের প্রকোপ দেখেছি তত বেশি।

'আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের রাতের খাবার প্রস্তুত হয়ে যাবে ক্যাপটেন মেলড্রাম।' ডাক্তার সেভারাল বিনীত ভঙ্গিতে জানা-

লেন। 'এ সপ্তায় ভাঁড়ারের ভার পড়েছে ওয়ালকারের ওপর, ও-ই সবকিছু দেখা-শোনা করবে। ইতিমধ্যে, অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে, দ্বীপটা একবার ঘুরে দেখতে পারেন।'

'অনুগ্রহ করে যদি সাহচার্য দেন সত্যিই খুব খুশি হবো।'

সারি সারি তালের ওপারে সূর্য তখন অস্ত গেছে, রাঙা হয়ে রয়েছে পশ্চিমের আকাশ। ঝিরঝির করে মিষ্টি একটা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ডাক্তার আর আমি সরু একটা পায়ে চলা পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। ডাক্তার আমাকে বুঝিয়ে চলেছেন তাঁদের দৈনন্দিন কাজের পদ্ধতি।

সভ্যতা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে একঘেয়ে নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতি আমার মন্তব্যের উত্তরে ডাক্তার বললেন, 'নিঃসঙ্গতা আছে ঠিকই, তবে রোমান্সেরও খুব একটা অভাব নেই···বলতে পারেন আমরা বাস করছি অজানা যত রহস্যের এক প্রান্তে। দূরে ও-ই যে গভীর অরণ্য দেখছেন,' উত্তর-পুবের দিকে আঙুল উঁচিয়ে উনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাইলেন, 'ওটা হলো তু চাইলু, ওখানে প্রচুর পরিমাণে গরিলা পাওয়া যায়। আর এ দিকের এই অরণ্য—গাবুন, অতিকায় ভল্লুক আর বনমানুষের জন্যে বিখ্যাত। আর দূরে ওই যে অরণ্য দেখছেন', দক্ষিণ-পুবের দিকে আঙুল দিয়ে উনি দেখালেন, 'যে দিক থেকে আমাদের এই নদীটা বয়ে এসেছে, আজও গভীর রহস্যে মোড়া। এখনও পর্যন্ত কোনো ইউরোপীয়ান সেখানে পদার্পন করতে পারেনি। নদীমোহনার চারপাশে এই যে বড়বড় গাছের গুঁড়ি দেখছেন, এগুলো সবই স্রোতে ভেসে এসেছে ওই অজানা দেশ থেকে। আপনি হয়তো ঠিক জানেন না, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের ওপর আমার আবার বিশেষ আকর্ষণ আছে···মাঝে মাঝে এমন অদ্ভুদ অদ্ভুদ ধরনের সব অর্কিড আর গাছের ভাঙা ডালপালা ভেসে আসে যা সভ্য পৃথিবীর কাছে কল্পনারও অতীত।' ডাক্তার সেভারাল চাপা ঠোঁটে মুচকি মুচকি হাসলেন। তবু ওই অজানা দ্বীপটাই

আমাদের ব্যবসাকে আজও টিকিঁয়ে রেখেছে। পিপে তৈরির জন্যে যে ধরনের শক্ত কাঠের প্রয়োজন, তার প্রায় সবটাই আমরা সংগ্রহ করি ওই ভেসে আসা গাছের গুঁড়ি থেকে।

'কি গাছ ওগুলো ?'

'নানা ধরনের গাছ আছে, তার মধ্যে সেগুনই বেশি। এই যে, এদিকে আসুন।'

সাদা চুনকাম করা সেই লম্বা ঘরটার সামনে আমরা এসে দাঁড়ালাম। দুপাশেই স্তূপাকার করে রাখা সরু সরু লোহার পাত আঁটা নতুন তৈরি কাঠের পিপে।

'এইটে আমাদের পিপে তৈরির কারখানা। আচ্ছা, এই ঘরটা দেখে আপনার কি কিছু মনে হচ্ছে···মানে অশুভ কিছু ?' ডাক্তার আবার সেই রহস্যময় ভঙ্গিতে ঠোঁট চেপে মুচকি মুচকি হাসলেন।

অবাক হয়ে আমি সাদা কাঠের দেওয়াল, উঁচু টিনের চালওয়ালা ঘরটার দিকে তাকালাম। মেঝেটা সুন্দর করে মাটি দিয়ে লেপা। ঘরের এক কোণে মাদুরের ওপর কম্বল বিছিয়ে একটা বিছনা পাতা, একটা টেবিল, গোটা দুই চেয়ার ছাড়া আর কিছুই নেই।

বললাম, 'কই না, তেমন কিছু তো চোখে পড়ছে না!'

'তবু এ ঘরটায় এমন একটা কিছু আছে যা অন্য আর পাঁচটা সাধারণ ঘরের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঘরের কোণে ওই যে বিছনাটা দেখছেন, ভেবেছি আজ রাত্তিরে আমি ওই বিছনায় ঘুমবো। ভীতু আমি নই, তবে একা আবার ঠিক সাহসেও কুলচ্ছে না।'

'কেন বলুন তো ?'

'কিছুদিন ধরে এখানে সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটছে। একটু আগে আপনি একঘেয়ে জীবনযাত্রার কথা বলছিলেন না, কিন্তু দু একদিন এখানে কাটিয়ে গেলেই বুঝতে পারবেন এ দ্বীপে উত্তেজনার অন্ত নেই। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই এখানে অদ্ভুত এক ধরনের

কুয়াশা ওঠে, স্থানীয় লোকেরা বলে জ্বর-কুয়াশা। ওই যে, নদীর ওপারে জলাটার দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী জলাটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ছোট ছোট ঘন ঝোপঝাড় থেকে চাপ চাপ বাষ্প উঠছে এবং চওড়া নদী পেরিয়ে সেই জমাট বাষ্পরাশি ধীরে ধীরে এ দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসছে। বাইরের বাতাস এখন অনেক বেশি ঠাণ্ডা আর স্যাঁতস্যাঁতে।

'চলুন, রাতের খাবারের ঘণ্টা পড়েছে। তাছাড়া এই কুয়াশায় এখন বাইরে থাকাটাও ঠিক নয়। যদি এ ঘরটার ব্যাপারে আগ্রহ থাকে আমি আপনাকে পরে বলবো।'

আগ্রহ মানে রীতিমত আগ্রহে আমি তখন উদগ্রীব হয়ে রয়েছি। কেননা খালি ঘরটায় ওঁর আন্তরিক অথচ মগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি, ভীরুতার পরিবর্তে চোখে মুখে ফুটে ওঠা সেই সতর্ক অভিব্যক্তিই আমাকে আকর্ষণ করেছে সবচেয়ে বেশি। ওঁর শান্ত স্থির চোখের দৃষ্টি দেখে আমার বুঝতে একটুকু অসুবিধে হলো না বিশাল চেহারার এই হৃদয়বান মানুষটার মধ্যে ছলনার কোনো আশ্রয় নেই।

'আচ্ছা ডাক্তার সেভারাল, যদি কিছু মনে না করেন, একটা প্রশ্ন করবো?' ফিরে আসার পথে আমি ওঁকে জিগেস করলাম।

'না না, মনে করবো কেন, আপনি নিঃসংকোচে যা খুশি প্রশ্ন করতে পারেন।'

'স্থানীয় কর্মীদের জন্যে আপনি যে ছোট ছোট কুঁড়েগুলো তখন দেখালেন, কিন্তু কই, আশেপাশে তো ওদের কাউকে দেখছি না?'

'ওরা সবাই ঘুমবার জন্যে ওই পরিত্যক্ত জাহাজটায় চলে গেছে।'

ডাক্তারের নির্দেশ অনুসরণ করে দেখলাম নদীর অন্য পাড়ে খাঁড়ির মুখ থেকে খানিকটা দূরে একটা ভাঙা জাহাজ কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের রেশটা তখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি,

তাই প্রশ্ন করলাম, 'তাহলে তো মিছি মিছি এই কুঁড়েগুলো বানাবার কোনো প্রয়োজনই ছিলো না ?'

'না না, কয়েকদিন আগে পর্যন্তও ওরা ওই কুঁড়েগুলোতে বাস করেছে। খুব সম্প্রতি ওরা জাহাজটাকে রাতের আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। ভয়ে ওদের এমন অবস্থা হয়েছে যে ছেড়ে না দিয়ে কোনো উপায়ও নেই আসলে আমি আর ওয়াল-কার ছাড়া রাত্তিরে এ দ্বীপে কেউই থাকে না।'

'কেন, ওদের ভয়টা কিসের ?'

'এটাও সেই একই কাহিনী ক্যাপটেন মেলড্রাম। চলুন, খাওয়া-দাওয়ার পর আপনাকে সব বলবো।'

এর পর এ সম্পর্কে উনি আর একটা কথাও বললেন না।

এ রকম একটা নির্জন পরিবেশে অচেনা একজন মানুষের সম্মানে যে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে, আমি বলবো তা রীতিমতো রাজকীয়। মরিচ দিয়ে রাঁধা বনতিতিরের মাংস আর রাঙাআলুর চাটনি সত্যিই ভারি উপাদেয়। সিয়েরা লোনের চালাক চতুর ছোকরা পরিচারকটা পরিবেশনও করলো অত্যন্ত নিপুনভাবে। ছেলেটিকে দেখে মনে মনে প্রশংসা না করে পারলাম না—যাক, আর কিছু না হোক, অন্যদের মতো এ অন্তত ভয়ের শিকার হয়নি। খাওয়া-দাওয়ার পর টেবিল পরিষ্কার করে ও মদ পরিবেশ করলো। তারপর মাথার পাগড়িটা ঠিক করে নিয়ে অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে জিগ্‌গেস করলো, 'আপনাদের কি আর কিছু চাই সাহাব ?'

'না মাউসা, আমাদের আর কিছু চাই না, সব ঠিক আছে।' মিস্টার ওয়ালকারই জবাব দিলেন। 'তবে আজ আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। রাত্তিরটা তুমি আমার কাছে থাকলে ভালো হতো।'

এক দিকে প্রচণ্ড ভয়, অন্য দিকে মনিবের প্রতি আনুগত্য, এই দুয়ের মাঝে টানাপোড়েনে আফ্রিকান ছোকরাটার চোখে মুখে যে

করুণ অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো জীবনে তা আমি কোনোদিনও ভুলতে পারবো না। কালো মুখটা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, আতংকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে ধবধবে সাদা চোখের মণিদুটো।

'না সাহাব, না,' মাউস আর্তনাদ করে উঠলো, আপনি বরং আমাদের ভাঙা জাহাজে চলুন। ওখানে আমি সারা রাত জেগে আপনার সেবাযত্ন করবো।'

'তা হয় না মাউস। ইংরেজরা কখনও কর্তব্যে অবহেলা করে তাদের স্থান ছেড়ে পালায় না।'

'কিন্তু আজ আমায় ক্ষমা করুন সাহাব।' আবার ছেলেটির সমস্ত অবয়বে ফুটে উঠলো সেই করুণ আর্তি। 'গতকাল কিংবা আগামী কাল হলে তবু না হয় চেষ্টা করতুম, কিন্তু আজ তৃতীয় দিন। আজ রাত্তিরে আমি কিছুতেই এ দ্বীপে কাটাতে পারবো না সাহাব।'

মিস্টার ওয়ালকার কাঁধ ঝাঁকালেন। 'যদি না পারো, কি আর করবে…যাও, চলে যাও। তবে মনে রেখো, মেল-বোট আসার সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে সিয়েরা লোনে ফিরে যেতে হবে, কেননা সবচেয়ে প্রয়োজনের সময়ে যার সাহায্য পাওয়া যায় না, তেমন কোনো চাকরের আমার আর প্রয়োজন নেই।'

চাকরি যাওয়ার ভীতি প্রদর্শনে মাউসা কোনো কানই দিলো না, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন—প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ও যেন পালিয়ে বাঁচলো।

'সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন গোলেমেলে। আশা করি ডাক্তার সেভারালের কাছ থেকে আপনি সব শুনেছেন ক্যাপটেন মেলড্রাম?'

'না ওয়ালকার, ওঁকে এখনও সব বলা হয়নি', আমার হয়ে ডাক্তার সেভারালই তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন। 'তবে পিপে তৈরির কারখানাটা ওকে দেখিয়েছি। কিন্তু তোমার চোখ মুখ দেখে তো গতিক খুব একটা সুবিধের মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে বেশ তেড়েই জ্বর আসছে?'

'হ্যাঁ সেভারাল, সারাদিনই আমার অসম্ভব শীত করেছে, মাথার মধ্যে এখন মনে হচ্ছে যেন কামানের গোলা ফাটছে। এর মধ্যে আমার প্রায় দশ গ্রাম কুইনীন্ খাওয়া হয়ে গ্যাছে, এখনও কানদুটো ভোঁ ভোঁ করছে। অবশ্য কথা যখন দিয়েছি, তখন তোমার সঙ্গে আজ কারখানাঘরে আমি নিশ্চয়ই শোবো।'

'না না ওয়ালকার', এমন পাগলামি কোরো না, আমার কথা শোনো তোমার এখনই বিছনায় শুয়ে পড়া উচিত। আশা করি ক্যাপটেন মেলড্রাম এর জন্যে নিশ্চয় তোমাকে ক্ষমা করবেন। কারখানাঘরে আজ রাতে আমি একাই থাকবো, কাল প্রাতরাশের আগেই এসে তোমাকে ওষুধপত্র যা দেবার দেবো।'

মিস্টার ওয়ালকারের ফুলে ওঠা চিবুক, টকটকে লাল চোখ, শীতে ঠকঠক করে কাঁপা দাঁতের শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম—আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলাঞ্চলের এ সেই ভয় কর ম্যালেরিয়া, যা অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষকে একেবারে কাবু করে দেয়।

'চলো চলো, এখানে আর মিছিমিছি সময় নষ্ট না করে সোজা বিছনায় চলো।'

মিস্টার ওয়ালকারের অনিচ্ছা সত্বেও ডাক্তার আর আমি দুজনে ধরাধরি করে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে ওঁকে বিছনায় শুইয়ে দিলাম, পোশাকটা পালটে দিলাম। শেষে ডাক্তার ওঁকে কড়া একটা ঘুমের ওষুধ দিলেন যাতে মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে জ্বরের ঘোরে কষ্ট না পান।

'যাক, আজ রাতের মতো নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো। চলুন ক্যাপটেন মেলড্রাম, আর একটু কিছু পান করা যাক।'

আমরা আবার খাবার ঘরে ফিরে এলাম, নতুন করে গেলাসগুলো ভরে নিলাম। 'বুঝলেন ক্যাপটেন মেলড্রাম, সারা বছর আমাদের এখানে এই-ই চলে, কখনও আমার পালা কখনও ওর। তবে সৌভাগ্য বলতে পারেন, কখনও আমরা দুজনে একসঙ্গে পড়িনি। আজ রাতে ওর কাছে থাকতে পারবো না বলে সত্যিই খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু

কোনো উপায় নেই—আজ আমাকে একটা রহস্যের সমাধান করতেই হবে। আপনাকে আমি আগেই বলেছি আজ রাতে আমি কারখানা-ঘরে ঘুমবো।

'হ্যাঁ।'

'ঘুমবো মানে জেগে পাহারা দেবো। কেননা ঘুম আমার হবে না। আমি জানতে চাই কি এমন আতঙ্ক স্থানীয় কুলিকামীনদের মনে বাস বেঁধেছে যার জন্যে সূর্যাস্তের পর ওরা আর কিছুতেই এই দ্বীপে থাকতে চায় না। অনেক দিন থেকেই এখানে এই রীতি চলে আসছে কেউ না কেউ রাত্তিরে কারখানাঘরে পাহারা দেবে, যাতে পিপে-টিপে কিছু চুরি না যায়। কিন্তু আজ থেকে ঠিক ছদিন আগে যে আফ্রিকান ছোকরাটা রাত্তিরে কারখানাঘর পাহারা দিচ্ছিলো, হঠাৎ করেই সে উধাও হয়ে গেলো। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আমরা তার কোনো হদিস পেলাম না। একটা বিষয়ে আমরা সুনি-শ্চিত, সেদিন রাত্তিরে শলিতি, ডিঙি বা অন্যকোনো জলযান আসেনি যাতে করে সে ফিরে যেতে পারে। আর কারুর পক্ষে সাঁতরে অন্য পারে যাওয়াও সম্ভব নয়, কেননা এখানকার নদীমোহনা প্রায় কুমীরে ভর্তি। ছেলেটার কি হলো কিংবা কেমন করে সে দ্বীপ থেকে উধাও হয়ে গেলো সে রহস্য আজও কুয়াশায় ঢাকা। আমি আর ওয়ালকার ঘটনাটাকে যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখি না কেন, এখানকার স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গরা অসম্ভব ভয় পেয়ে গ্যাছে। ওদের ধারণা এটা ভুডু বা ভৌতিক ব্যাপার। এই ধারণা ওদের মনে আরও বদ্ধমূল হলো যখন আজ থেকে ঠিক তিনদিন আগে আর একজন নতুন প্রহরী উধাও হয়ে গেলো।'

'সে কি! কেমন করে হলো?' আমি রীতিমতো অবাক না হয়ে পারলাম না।

'সেইটেই তো বুঝতে পারছি না। সত্যি বলতে কি মনকে সান্ত্বনা দেবার মতোও কোনো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। কৃষ্ণাঙ্গদের

বিশ্বাস কারখানাঘরের আশেপাশে কোনো ডাইনি বা দানব আছে যে প্রতি তিনদিন অন্তর জ্যান্ত মানুষ চায়। এই ধারণা ওদের মনের মধ্যে গেঁথে যাবার পর থেকে ওরা আর কোনো সর্তেই রাত্তিরে এ দ্বীপে থাকতে রাজি নয়। এমন কি মাউসা, যে দ্বীপের সবচেয়ে বিশ্বাসী আর অনুগত ছোকরা, আপনি তো নিজে চোখেই দেখলেন—সে পর্যন্তও মনিবের প্রয়োজনে রাত্তিরে এখানে থাকতে রাজি হলো না। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, এখানকার ব্যবসা চালাতে গেলে এদের মনে আগে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। আর তা করতে গেলে আমাকে নিজে জেগে পাহারা দিতে হবে। কেননা এর চাইতে সহজ কোনো পন্থা আমার মাথায় ঢুকছে না। আজ তৃতীয় দিন, ব্যাপারটা কি হয়তো আজ জানা যাবে।'

'আচ্ছা, এমন কোনো সূত্র পাননি- মানে ধ্বস্তাধ্বস্তি বা পায়ের চিহ্ন, রক্তের দাগ কিংবা ওই রকম কিছু, যা থেকে অন্তত একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে বিপদটা কোন ধরনের?'

'না, কোথাও কিছু পাইনি। মানুষটা যেন স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। বুড়ো হলে কি হবে, আলি ছিলো যেমন সুদক্ষ কারিগর, তেমনি চালাক-চতুর আর রীতিমতো সাহসী। পাহাড়ের মতো বিশাল চেহারা, আর সারাক্ষণই ও অত্যন্ত সতর্ক ছিলো। কিন্তু পরের দিন ভোর বেলায় তাকে আর কোথাও পাওয়া গেলো না।'

'সত্যি, ব্যাপারটা কিন্তু আমারও মাথায় কিছু ঢুকছে না! আর যাই হোক না কেন, কাজটা কিন্তু আপনার একার পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। আফিমের ঘোরে মিস্টার ওয়ালকার যেভাবে ঘুমচ্ছেন, আপনার কোনো বিপদ-আপদ হলে ওঁর পক্ষে সাহায্য করা আদৌ সম্ভব হবে না। যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আজ রাত্তিরে আপনার সঙ্গে আমি কারখানাঘরে পাহারা দিতে পারি।'

'না না, আপত্তি থাকবে কেন, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য ক্যাপটেন মেলড্রাম!' আন্তরিক ভঙ্গিতে বলে উঠলেন ডাক্তার সেভা

রাল। স্পষ্টই বোঝা গেলো সত্যিই খুব খুশি হয়েছেন উনি। 'সত্যি বলতে কি, আপনি আমাদের সম্মানীয় অতিথি, নিজে থেকে আপনাকে এ ধরনের প্রস্তাব দেওয়াটা আমার পক্ষে অশোভন। কিন্তু আপান যদি সত্যিই কিছু মনে না করেন...'

'বিশ্বাস করুন, আমি আন্তরিক ভাবেই আপনার সঙ্গী হতে চাই ডাক্তার সেভারাল। যদি কয়েক মিনিটের জন্যে অনুমতি দেন, আমি একবার গেমককে যাবো, প্যাটারসনকে জানিয়ে আসবো আজ রাতে আমি ফিরবো না, ও যেন না আমার জন্যে অপেক্ষা করে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাবো।'

আমরা দুজনে যখন অন্য প্রান্ত থেকে ফিরে আসছি, হঠাৎ খেয়াল হলো রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে। পশ্চিম আকাশে ঘন কালো মেঘের ঘনঘটা, এলোমেলো ঝোড়ো বাতাস বইছে। মাঝে মাঝে উত্তপ্ত দমকা বাতাস এসে ঝাপটা মারছে আমাদের চোখে মুখে। প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসে উঠছে দ্বীপের চারপাশের উত্তাল জলরাশি, মাটিতে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে উঠছে সাদা ফেনা।

'অবস্থা বিশেষ সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না ক্যাপটেন মেলড্রাম।' এক সময়ে নিস্তব্ধতা ভেঙে ডাক্তার সেভারাল কিছুটা স্বগত স্বরেই বলে উঠলেন।

আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। 'কেন বলুন তো?'

'মাঝে মাঝে দমকা বাতাসের যে গরম ঝাপটাটা এসে লাগছে, তার মানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে নদীর ওপারে ঘন জঙ্গলে দারুণ বৃষ্টি হচ্ছে। খানিকক্ষণ পরেই এখানকার নদীতে ঢল নামবে। তার ওপর আবার জোয়ার আসছে। মাঝে মাঝে সমুদ্র এমন ভয়ংকর ভাবে ফুলে ওঠে মনে হয় দ্বীপটাকে বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। চলুন, পাহারা দিতে যাবার আগে ওয়ালকারকে একবার দেখে আসি।'

ফিরে এসে দেখলাম অসুস্থ মানুষটা গাঢ় ঘুমের মধ্যে একেবারে

শুতো হয়ে রয়েছেন। ওঁর মাথার সামনে ছোট টেবিলটায় ডাক্তার এক গেলাস লেবুর সরবৎ তৈরি করে রেখে দিলেন, যদি জ্বরের ঘোরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে জল তেষ্টা পায়। তারপর দরজাটা ভালো করে ভেজিয়ে দিয়ে আমরা পথে নামলাম। ভয়ংকর কালো মেঘে আকাশ ঢেকে গেছে, একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না। নদীটা ইতিমধ্যেই ফুলে ফেঁপে উঠেছে, বড় বড় কাঠের গুঁড়িগুলো অন্ধকারে অতিকায় এক একটা কুমিরের মতো ঢেউয়ের মাথায় দুলছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা কারখানাঘরে পৌঁছে গেলাম।

'আসুন। সঙ্গে বই, তামাক সবই আছে, আশা করি আমাদের খুব একটা অসুবিধে হবে না।'

দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে ডাক্তার লণ্ঠন জ্বালালেন। স্বল্প আলোয় অত বড় ঘরটাকে কেমন যেন বিষণ্ণ আর ম্লান মনে হলো। ডাক্তারের বিছনাটা যে প্রান্তে পাতা, তার ঠিক উলটো দিকের কোণে সামান্য কিছু লোহার বেড়ি আর দড়াদড়ি ছাড়া অন্য কিছুই ছিলো না। একটা টেবিল আর মুখোমুখি দুটো চেয়ার সাজিয়ে আমরা দীর্ঘ জাগরণের জন্যে প্রস্তুত হলাম। ডাক্তার আমার জন্যে রিভলভার এবং নিজের জন্যে খুব শক্তিশালী একটা দোনলা বন্দুক বার করলেন, গুলি ভরে টেবিলের ওপর এমনভাবে সাজিয়ে রাখলেন যাতে প্রয়োজনের সময়ে দ্রুত ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধে না হয়।

টেবিল ঘিরে লণ্ঠনের সীমিত আলোর বৃত্ত ঘরের কোণগুলোকে আদৌ আলোকিত করতে পারেনি, বরং আমাদের দীর্ঘ কালো কালো দুটো ছায়া নিয়ে কেমন যেন বিভৎসই দেখাচ্ছে। সম্ভবত আমার নিভৃত মনের ভাবনা পড়তে পেরেই ডাক্তার সোভারাল আরও দুটো মোমবাতি জ্বালালেন। আমার চাইতে ডাক্তারের মনোবল যে অনেক বেশি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবু লক্ষ্য করলাম উনি কিছুতেই মনোযোগ দিয়ে বইটা পড়তে পারছেন না, বারবারই

বইটা হাঁটুর ওপর সাজিয়ে রেখে উদগ্রীব চোখে চারদিকে তাকাচ্ছেন। অবশ্য আমার অবস্থা ওঁর চাইতে আরও সঙ্গীন, আপ্রাণ চেষ্টা করেও দু লাইনের বেশি পড়তে পারলাম না। মনে হচ্ছে সারাটা ঘরের নিটোল নিস্তব্ধতা যেন ভারি একটা দুঃস্বপ্নের মতো আমার বুকের ওপর চেপে বসছে, অশুভ সেই রহস্যটা বারবার ঘুরে ফিরে কালো ছায়া ফেলে যাচ্ছে আমার মনের মধ্যে। ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত! দু দুটো মানুষ ছোট্ট একটা দ্বীপটা থেকে উধাও হয়ে গেলো, অথচ কেউ কিছু জানতে পারলো না, এমন কি সামান্যতম কোনো সূত্রও পাওয়া গেলো না—যা থেকে অন্তত বোঝা যেতে পারে অপরাধটা কোন ধরনের! আর সেই একই জায়গায় অজানা রহস্যের কেন্দ্র-বিন্দুতে বসে আমরা প্রতীক্ষা করছি—কেন, কে বা কাদের জন্যে, আমরা নিজেরাই জানি না। তবে একটা বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিলো না, এই দরুহ কাজ কারুর একার পক্ষে সম্ভব নয়, অন্তত পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও আমি কোনোদিন এই ঘরে বসে সম্পূর্ণ একা পাহারা দিতে পারতাম না।

অন্তবিহীন এই রাত বুঝি আর কোনোদিনও শেষ হবে না। বাইরে চলকে-ওঠা জলস্রোতের প্রচণ্ড গর্জন, খেপার হাওয়ার শোঁ-শোঁ আওয়াজ, তার সঙ্গে শুনতে পাচ্ছি মাঝে মধ্যে ঝুপ-ঝাপ মাটির চাঙন ভেঙে পড়ার শব্দ। ঝিঁঝিঁর ডাক, মশার গুনগুন, আর বইয়ের পাতা ওলটানোর শব্দ ছাড়া চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। এই নিতল নিস্তব্ধতার মাঝে হঠাৎ এক সময়ে ডাক্তারের হাত থেকে বইটা মেঝেতে ছিটকে পড়তেই আমি পাগলের মতো চমকে উঠলাম, সমস্ত রক্তস্রোত যেন এক সঙ্গে চলকে উঠলো আমার বুকের মধ্যে।

দেখলাম চেয়ার থেকে ছিটকে লাফিয়ে উঠে ডাক্তার জানলার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রয়েছেন।

'কি ব্যাপার ডাক্তার সেভারাল?' রীতিমতো অবাক হয়েই আমি প্রশ্ন করলাম।

'আচ্ছা, আপনি কি কিছু দেখতে পেলেন ক্যাপটেন মেলড্রাম?'

'কই, না তো! কেন, আপনি কি কিছু দেখতে পেয়েছেন?'

'না, স্পষ্ট কিছু দেখতে পেয়েছি বললে ভুল হবে…তবে মনে হলো বাইরে কি যেন একটা দ্রুত সরে গেলো!' দোনলা বন্দুকটা শক্ত মুঠোর মধ্যে চেপে উনি জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেন। 'কিন্তু এখন কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। অথচ আমি শপথ করে বলতে পারি, কিছু একটা জানলার সামনে থেকে দ্রুত সরে গেছে।'

'হয়তো মনের ভুলে আপনি অন্ধকারের কোনো তাল গাছের পাতা নড়তে দেখেছেন, কেননা বাইরে তো এখন রীতিমতো ঝড়ের দাপট দেখছি!'

'হুঁ, তা অবশ্য হতে পারে।' গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাক্তার আবার বইটা মেঝে থেকে তুলে নিলেন। কিন্তু একটুও মন দিতে পারলেন না, ক্ষণে ক্ষণে কেবলই উনি জানলার দিকে তাকাচ্ছেন। আমিও লক্ষ্য রাখলাম, কিন্তু তেমন করে কিছুই নজরে পড়লো না।

কিছুক্ষণের মধ্যে আবার নতুন করে বিপর্যয় শুরু হলো। ঝড়ের গতিবেগ অসম্ভব বেড়ে গেলো, মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো, তার সঙ্গে মেঘের গর্জন। পিলে-চমকানো শব্দে কাছেই কোথাও যেন বাজ পড়লো, বিদ্যুতের তীব্র ঝলকে চোখ ঝোলসে গেলো। পর মুহূর্তেই বড় বড় ফোঁটায় ঝমঝম করে আয়ন মণ্ডলের বৃষ্টি শুরু হলো। মাথার ওপরের টিনের চালে মনে হলো কে যেন মাদল বাজাচ্ছে। এতক্ষণের নিটোল নৈঃশব্দ্য ভরে উঠলো রাত্রির সব বিচিত্র শব্দে। কয়েক ঘণ্টা ধরে সমানে চললো অবিরাম বৃষ্টিপাত, তার সঙ্গে ঝড়ের প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব।

'সর্বনাশ, দ্বীপটা বুঝি ভেসেই যাবে বলে মনে হচ্ছে! বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এমন একটানা বৃষ্টি আর কখনও হয়নি। তবু সান্ত্বনা, অভিশপ্ত তৃতীয় রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে দিয়েছি। অন্তত এদের

অন্ধ কুসংস্কারের মুখে ছাই দিয়ে বলতে পারবো—আমরা এখনও বেঁচে আছি!'

সত্যিই তাই! বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আকাশ অনেক পরিষ্কার হয়ে গেছে। সূর্য ওঠেনি বটে, কিন্তু ম্লান ফ্যাকাশে আলোয় জানলাটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বৃষ্টি অনেক আগেই থেমে গেছে। পাহাড়ি ঝরনার মতো কলকল শব্দে বয়ে চলছে কফি-রঙের গাঢ় জলস্রোত।

এতক্ষণ পর হঠাৎ গেমককের কথা মনে পড়তেই মনটা আমার চঞ্চল হয়ে উঠলো। নোঙর ছিঁড়ে মাঝদরিয়ায় কোথাও ভেসে গেলো কিনা তাই বা কে জানে!

কিন্তু সেই মুহূর্তে ডাক্তার সেভারালকে কিছু বলতে পারলাম না। সম্ভবত আমার উদ্বিগ্নতা লক্ষ্য করেই উনি বললেন, 'চলুন ক্যাপটেন মেলড্রাম, একটু কফি পান করা যাক।'

ঠাণ্ডায়, হতাশায় আমাদের দুজনেরই অবস্থা তখন রীতিমতো কাহিল। তাছাড়া ভুতুড়ে এই কারখানাঘর থেকে যেন বেরুতে পারলে বাঁচি। তাই আর দ্বিরুক্তি না করে বললাম, 'সত্যি, এখন একটু কফি পেলে বেশ ভালো হতো।'

অজানা রহস্যটাকে অমীমাংসিত রেখেই আমরা দ্রুত কারখানা-ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বসারঘরে এসে ডাক্তার বললেন,' 'যদি কিছু মনে না করেন ক্যাপটেন মেলড্রাম, অনুগ্রহ করে আপনি ওই স্টোভটা জ্বালান, আমি ততক্ষণে ওয়ালকারকে একবার দেখে আসি।'

'নিশ্চয়ই,আপনি কিচ্ছু ভাববেন না।'

ঘরের ভেতরে তখনও অন্ধকার থাকায় স্পিরিট ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে নিয়ে আমি রান্নাঘরে গেলাম। ডাক্তার চলে গিয়েও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার ফিরে এলেন। কান্না-ভেজা অদ্ভুত ধরা ধরা গলায় বললেন, 'ও আর নেই, ক্যাপটেন মেলড্রাম!'

'কি বলেন!' আতংকে বুকের রক্ত তখন আমার যেন জমাট বেঁধে গেছে। বিস্ফারিত চোখে আমি ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। স্পিরিট ল্যাম্পটা তখনও আমার হাতে ধরাই রয়েছে।

ডাক্তার আনমনে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। 'হ্যাঁ, ঠিক তাই! চলুন, নিজে চোখেই দেখতে পাবেন।'

কোনো কথা না বলে আমি নিঃশব্দে ডাক্তারকে অনুসরণ করলাম। শোবারঘরে প্রবেশ করে প্রথমে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। গতরাত্রে পোশাক পালটিয়ে মিস্টার ওয়ালকারকে যেভাবে শুইয়ে রেখে গিয়েছিলাম, ঠিক সেই ভাবেই উনি শুয়ে রয়েছেন, বড় জোর আরও গাঢ় ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেছেন।

'কেন, উনি কি সত্যিই মারা গেছেন?' রীতিমতো অবাক হয়েই আমি প্রশ্ন করলাম।

'কি বলছেন আপনি!' ঠিক এই মুহূর্তে ডাক্তারকে দারুণ উত্তেজিত মনে হলো। হাতদুটো ওর শুকনো পাতার মতো থরথর করে কাঁপছে। চোখদুটো ছলছল করছে। 'বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই ও মারা গেছে।'

'কিসে মারা গ্যালেন, জ্বরে?'

'ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখুন!'

মিস্টার ওয়ালকারের নিম্নাঙ্গের দিকে চোখ পড়তেই আতংকে মাথার চুল আমার খাড়া হয়ে গেলো। বুকের ভেতর থেকে অস্ফুট একটা আর্তনাদ উঠে আসতে গিয়েও আটকে গেলো গলার কাছে। বিহ্বল বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলাম কোমরের একটু নিচে থেকে পাদুটো সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গেছে, গাঢ় রক্ত চাপ-বেঁধে রয়েছে ঘরের মেঝেতে।

'হা ভগবান, কেমন করে হলো আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

মৃতের বুকটা দেখিয়ে ডাক্তার সেভারাল ফিসফিস করে বললেন, 'ওখানটা হাত দিয়ে দেখুন।'

আমি তাই করলাম। বুকটা তুলতুলে নরম, যেন করাতকলে কাঠের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি একটা পুতুল।

'কি ব্যাপার বলুন তো!' অবাক হয়ে আমি ডাক্তারের মুখের দিকে তাকালাম।

'পায়ের সঙ্গে ওর বুকের হাড়গুলোও উধাও হয়ে গ্যাছে!' ডাক্তার সেই একই স্বগত ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বললেন। তবু অসীম কৃপা, ঘুমের ঘোরে অচেতন ছিলো বলে বেচারি কিছু জানতে পারেনি, নইলে কি কষ্টটাই না পেতো!'

'কিন্তু কে এ কাজ করতে পারে?'

'জানি না, আমি জানি না, আমি কিচ্ছু জানি না! এ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই।' দুহাতে মুখ ঢেকে উনি বাচ্ছাদের মতো ককিয়ে উঠলেন। এই প্রথম আমি ডাক্তারকে তীব্র হতাশায় ভেঙে পড়তে দেখলাম। 'এতদিন স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গদের অহেতুক কুসংস্কারকে আমি হাসিঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমি ওদের চাইতেও আরও আরও ভীরু। আমি আর সহ্য করতে পারছি না···এ দ্বীপে আমি আর এক মুহূর্তও থাকতে চাই না। যদি কিছু মনে না করেন, আপনার স্টীমারে করে কোথাও চলে যেতে চাই।'

'নিশ্চয়ই, স্বচ্ছন্দ্যে।'

'তাহলে চলুন, স্থানীয় কর্মীরা দ্বীপে এসে পড়ার আগেই বেরিয়ে পড়ি।'

আকাশ ততক্ষণ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু ছোট্ট একটা শালতিতে করে এমন ভয়ংকর খরস্রোতা নদী পাড়ি দেওয়া রীতিমতো দুঃসাধ্য ব্যাপার। ঢেউয়ের মাথায় শালতিটা মোচার খোলার মতো দুলছে। ঝলকে ঝলকে জল ঢুকছে খোলের ভেতরে। আমি হাল ধরে আছি, ডাক্তার জল ছেঁচছেন। অতি কষ্টে দুশো গজ

পথ পাড়ি দিয়ে আমরা স্টীমারের ডেকে এসে পৌঁছলাম। স্রোতের টানে খালি শালতিটা ভেসে চললো সমুদ্রের দিকে।

'দাঁড়ান, আগে একটু প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা করি।'

'না না, কোনো দরকার নেই। আসলে আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না। এতদিনের সঙ্গীকে এভাবে একা ফেলে রেখে পালাতে আমার কিছুতেই মন সরছে না···কিন্তু ক্যাপটেন মেলড্রাম,'···হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে ডাক্তার চিৎকার করে উঠলেন, 'দেখুন তো ওটা কি?'

আমার বৃদ্ধ নাবিক প্যাটারসনও, এতক্ষণ যে পাটাতনের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে লম্বা একটা লাঠি দিয়ে ভেসে-আসা বড় বড় কাঠের গুঁড়িগুলোকে অন্যদিকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিলো, যাতে ধাক্কা খেয়ে স্টীমারটার কোনো ক্ষতি না হয়, এবার সেও চকিতে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো। বাতাসেঁর হাত তুলে পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলো, 'দেখুন, দেখুন স্যার।'

চমকে ঘুরে তাকালাম, দেখলাম নদীর ঢল বেয়ে বিশাল একটা কাঁঠের গুঁড়ি ভেসে আসছে, চকচকে কালো পিঠটা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে জলের মধ্যে থেকে। সামনের দিকে পাল-তোলা নৌকার মতো মুখটা জল থেকে প্রায় তিন ফুট উঁচুতে তোলা। ছোটখাটো মদের একটা পিপের মতো চওড়া, চ্যাপটা, ভয়ঙ্কর একটা মুখ ডাইনে বাঁয়ে অল্প অল্প দুলছে। গলার কাছটা ব্যাঙের ছাতার মতো ধূসর। গেমককের দিকে ভেসে আসার মুহূর্তে দেখলাম কাঠের একটা গুঁড়ি থেকে লেজের বিশাল কয়েকটা পাক খুলে গেলো। মাথাটা জল থেকে প্রায় আট-দশ ফুট উঁচুতে তুলে চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। ভয়ঙ্কর কুত কুতে দুটো চোখ। লেজের পাক সম্পূর্ণ খুলে যাবার পর অত বড় গাছের গুঁড়িটা শূন্যে ছিটকে লাফিয়ে উঠলো, আর যার ভয়ে আমাদের বুক এতক্ষণ শুকিয়ে কাঠ হয়ে

গিয়েছিলো, সেই বিকট জন্তুটা ঝপাং করে একটা ডুব দিয়ে আটল্যা-ন্টিকের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

জিনিসটা কি বলুন তো?' শ্বাসরুদ্ধ করা দুরু দুরু আমিই প্রথম জিগেস করলাম।

'এটাই তো আমাদের অজানা দ্বীপের দানব। গাবুন কিংবা অজানা দ্বীপের গভীর অরণ্য থেকে বেরিয়ে অ্যাটল্যান্টিক পেরিয়ে হানা দিয়েছে আমাদের দ্বীপে। সম্ভবত এইটেই সবচেয়ে কাছের দ্বীপ যেখানে মানুষ বাস করে। আসলে ওটা বহুদিনের পুরনো অতিকার একটা অজগর। এসেছিলো মানুষের লোভে, কিন্তু আলোর জন্যে কারখানাঘরের ভেতরে ঢুকতে সাহস পায়নি। তখন হানা দিলো আমাদের শোবার ঘরে। সম্ভবত ঝড়ে ঘরের বাতিটা নিভে গিয়েছিলো···সম্ভবত কেন তাই-ই, নইলে চট করে ঘুরে ঢুকতে সাহস পেতো না।

এতক্ষণ আমি তন্ময় হয়ে শুনছিলাম, এবার প্রশ্ন করলাম, 'তাহলে মিস্টার ওয়ালকারকে সম্পূর্ণ টেনে নিয়ে গেলো না কেন?'

'ওর তাই-ই ইচ্ছে ছিলো, পারেনি আসলে বাজ পড়ার শব্দে ও ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। ক্যাপটেন মেলড্রাম, মিছিমিছি আর দেরি না করে আপনার লোকটাকে চটপট প্রাতরাশ দিতে বলুন, কেউ এসে পড়ার আগেই আমাদের দ্বীপে ফিরে যেতে হবে। আমরা যে সত্যিই ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছি এটা ওদের জানতে দিতে চাই না।'

সিলভার ব্লেজ

সেদিন সকালে প্রাতরাশের টেবিলে বসে হোমস হঠাৎ বলে উঠলো, 'বুঝলে ওয়াটসন, আমার মনে হচ্ছে আমাকে বোধহয় যেতেই হবে।'

'যেতে হবে! কোথায়?'

'ডার্টমুরে—কিংস পাইল্যাণ্ডে।'

আমি তেমন একটা বিস্মিত হইনি। সত্যি বলতে কি যে অসাধারণ ঘটনাটা সবার মুখে মুখে ফিরছে, সারা ইংল্যাণ্ড তোলপাড় করে তুলেছে, সেই ঘটনায় হোমস যে কেন এত-দিন জড়িয়ে পড়েনি সেটাই ভাবতে বরং অবাক লাগছে। সারাটা দিন ও ঘাড় গুঁজে, ভ্রূ কুঁচকিয়ে ঘরময় পায়চারি করে বেড়ালো আর বারবার নলের মুখে নতুন কড়া তামাক ঠেসে কালো কালো ধোঁয়ায় সারা ঘর ভরিয়ে তুললো। আমার কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য যেন ওর কানেই পৌঁছলো না। আমাদের খবরের কাগজওয়ালা প্রতিটা কাগজের নতুন সংস্করণ বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়েছে, অথচ হোমস সে গুলোয় এক ঝলক নজর বুলিয়ে নিয়েই ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। হ্যাঁ, ওর এই অসহ্য নীরবতা সত্ত্বেও আমি খুব ভালো করেই জানি ও কি ভাবছে। লোকের মুখে মুখে ফিরছে যে দুরূহ সমস্যা, যা ওর বিশ্লেষণ-ক্ষমতার ওপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করছে, ব্যাপারটা নিতান্ত তুচ্ছ নয়। ওয়েসেক্স কাপ জেতার মতো সবচেয়ে নামজাদা ঘোড়া সিলভার ব্লেজ হঠাৎ অদ্ভুত রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছে, আর তার প্রশিক্ষকও অত্যন্ত নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। কাজে কাজেই হোমস যখন হঠাৎ ঘটনাস্থলে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলো, তখনই বুঝলুম আমার প্রত্যাশা পূর্ণ হতে চলেছে।

ভেবে চিন্তে আস্তে আস্তে বললুম, 'যদি তোমার কাজের কোনো অসুবিধে না হয় তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যেতে পারি।'

'বিশ্বাস করো ওয়াটসন, তুমি সঙ্গে গেলে আমার পরম সৌভাগ্য বলেই মনে করবো। আর আমার মনে হয়, এতে তোমার সময়ের কোনো অপব্যবহার হবে না। কেননাই তিমধ্যেই এমন কতকগুলো জিনিস ঘটেছে যাকে বলা যায় রীতিমতো অনন্য সাধারণ। কিন্তু যেতে হলে এখনই আমাদের রওনা হতে হবে, নইলে ঠিক সময়ে প্যাডিংটনে পৌঁছে ট্রেন ধরতে পারবো না। যেতে যেতে তোমাকে সব বলবো। রওনা হবার আগে তোমার সেই শক্তিশালী দূরবীনটা নিতে যেন ভুলো না।'

এই ঘটনার প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমরা ট্রেনে এক্সেটারের পথে হু হু করে ছুটে চলেছি। আমি বসে রয়েছি প্রথম শ্রেণীর কামরার এক কোণে, আর হোমস কান-ঢাকা বেড়ানোর টুপি মাথায় এঁটে প্যাডিংটন স্টেশন থেকে কেনা একগাদা নতুন খবরের কাগজের ওপর আগ্রহভরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে চলেছে। রীডিং ছড়িয়ে অনেকটা পথ চলে আসার পর শেষমেষ কাগজপত্র সব আসনের নিচে চালান করে দিয়ে ও আমার দিকে চুরুটের বাক্সটা মেলে ধরলো।

'আমরা বেশ ভালোই চলেছি বলে মনে হচ্ছে,' প্রথমে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে, পরে আড় চোখে ঘড়িটা একবার দেখে নিলো হোমস। 'ট্রেনটা এখন ঘণ্টায় সাড়ে তিপান্ন মাইল বেগে ছুটে চলেছে।'

'মাইলের ফলকগুলো আমি ঠিক লক্ষ্য করিনি।'

'আমিও না। কিন্তু লাইনের ধারে ধারে ষাট গজ অন্তর পোঁতা টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলো থেকে হিসেবটা বার করে নেওয়া খুবই সোজা। আচ্ছা ওয়াটসন, আশা করি জন স্ট্রোকারের মৃত্যু এবং সিলভার ব্লেজের নিখোঁজ হওয়ার খবরটা তুমি নিশ্চই পড়েছো?'

'হ্যাঁ, টেলিগ্রাফ আর ক্রনিক্‌ল পত্রিকায় যতটুকু বেরিয়েছিলো কেবল সেইটুকুই পড়েছি।'

'বুঝলে, এ ঘটনাটা এমনই অদ্ভুত ধরণের যেখানে বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন কোনো মানুষকে নতুন নতুন তথ্য-প্রমান সংগ্রহের চাইতে বিক্ষিপ্ত খুঁটিনাটি বিবরণগুলোকেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে সবার আগে। দুর্ঘটনাটা এতই অসাধারন আর স্বয়ং সম্পূর্ণ যে বিস্ময়, জল্পনা-কল্পনা আর অনুমানের আধিক্যে একেবারে দিশে-হারা হয়ে গেছে। সবচেয়ে মুশকিল কি হয়েছে জানো, সাংবাদিক আর অনুমানকারীদের সাজানো ঘটনা থেকে নির্ভেজাল তথ্যটুকুকে আলাদা করে নেওয়া খুবই কঠিন। সঠিক তথ্যটুকু জানতে পারলে না হয় তার ওপর ভিত্তি করে অনুমান করতে পারতুম কি কি ঘটা সম্ভব এবং বিশেষ কোন কোন কারণের ওপর সম্পূর্ণ রহস্যটা নির্ভর করছে। মঙ্গলবার সন্ধেবেলায় ঘোড়ার মালিক কর্নেল রস এবং তদন্তকারী ইনসপেক্টর গেগরির কাছ থেকে আমি তারবার্তা পেয়েছি। ওঁরা দুজনেই আমার সহযোগিতা কামনা করছেন।'

'মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলায়!' আমি বিস্মিত হলুম। 'আর এখন হলো বৃহস্পতিবারের সকালবেলা। তাহলে গতকাল গেলে না কেন?'

'ভুল ওয়াটসন, আমি একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি। এখন আমার ভয় হচ্ছে, যারা কেবল তোমার লেখা পোড়ে আমার সম্পর্কে একটা মনগড়া ধারণা তৈরি করে নিয়েছে তারা ছাড়া আর সবাই বলবে এমনটাই ঘটা স্বাভাবিক। আসলে উত্তর ডার্টমুরের মতো এমন জনবিরল জায়গায় তামাম ইংলণ্ডে সাড়াজাগানো এ রকম একটা উল্লেখযোগ্য ঘোড়া যে এতক্ষণ লুকনো থাকতে পারে সেটাই আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। কাল প্রতি মুহূর্তেই আশা করছিলাম যে খবর এসে পৌঁছবে ঘোড়াটাকে খুঁজে পাওয়া গেছে, আর ঘোড়াটাকে যে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলো সেই হচ্ছে জন স্ট্রেকারের হত্যাকারী। গোটা একটা দিন কেটে গেলো, অথচ পুলিস

যখন ফিটজরয় সিম্পসন ছোকরাকে গ্রেফতার করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলে না, তখনই বুঝলাম যে এবার আমার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। অবশ্য কতকগুলো কারণে গতকালটা যে সম্পূর্ণ বৃথা গেছে এমন কথা বলা যায় না।'

'তার মানে তুমি নিশ্চয়ই কোনো একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছো?'

'অন্তত ঘটনার মূল্য তথ্যগুলোকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছি বলা যায়। সেগুলো আমি সবিস্তারেই তোমাকে বলবো, কেননা তাতে আমার জট ছাড়ানোর পক্ষে অনেকটা সুবিধে হবে। তাছাড়া কোথা থেকে কি ভাবে শুরু করছি তাই যদি তোমাকে না জানতে দিই, তাহলে তোমার কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা আশা করাটাও অন্যায় হবে।'

চুরুট ধরিয়ে আমি নরম গদি-আঁটা আসনে বেশ আয়েশ করে বসলাম, আর হোমস সামনে দিকে একটু ঝুঁকে এসে বাঁ হাতের তালুতে আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটতে কাটকে আমাদের এই অভিযানের মূল কারণগুলো পর পর বলে যেতে লাগলো।

'সিলভার ব্লেজ হলো সোমোমি বংশজাত। তার বিখ্যাত পূর্ব-পুরুষদের মতো সেও সমান কৃতিত্বের অধিকারী। এখন তার বয়েস পাঁচ বছর। ঘোড়দৌড়ের মাঠের প্রতিটা পুরস্কারই সে ভাগ্যবান মালিক কর্নেল রসকে উপহার দিয়েছে। দুর্ঘটনার আগের দিন পর্যন্ত ওটাই ছিলো ওয়েসেক্স কাপের সবচেয়ে পয়লা নম্বরের ঘোড়া, এবং বাজি উঠেছিলো তিন টাকায় একটাকা। ঘোড়দৌড় পাগল মানুষেরা বরাবরই সিলভার ব্লেজ বলতে অজ্ঞান, আর ঘোড়াটাও ওদের কখনও নিরাশ করেনি। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলেছে তার পেছনে। কাজেই এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আগামী মঙ্গলবার ঠিক সময়ে সিলভার ব্লেজ যাতে মাঠে হাজির হতে না পারে তার জন্যে অনেকেরই স্বার্থ এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে।

'কর্নেল রসের প্রশিক্ষণ-আস্তাবল কিংস পাইল্যাণ্ডও ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতো। তাই ঘোড়াটাকে চোখে চোখে রাখার জন্যে সব রকম কড়া ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছিলো। প্রশিক্ষক জন স্ট্রেকার নিজে ছিলেন একজন জকি, ভারি হয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত কর্নেলের হয়ে বহুবার ঘোড়দৌড় করিয়েছেন। বারো বছর উনি কর্নেলের কাছে কাজ করেছেন। যেমন সৎ, প্রশিক্ষক হিসেবেও তেমনি ওঁর উৎসাহ ছিলো অপরিসীম। ওঁর কাছে মাত্র তিন জন ছোকরা কাজ করতো। কেননা আস্তাবলটা খুব ছোট, সব মিলিয়ে চারটে ঘোড়া থাকতো। ছোকরা তিনজনের স্বভাব-চরিত্রও খুব ভালো। রাতে পালা করে একজন পাহারা দিতো, অন্য দুজন ওপরের ঘরে ঘুমতো। জন ষ্ট্রেকার থাকতেন আস্তাবল থেকে দুশো গজ দূরে নিরিবিলি একটা বাড়িতে। সংসারে স্ত্রী আর একজন ঝি ছাড়া অন্য কেউ ছিলো না। অঞ্চলটা খুব নির্জন, আশেপাশে ঘরবাড়ি প্রায় কিছু নেই বললেই চলে। আধ মাইল উত্তরে ডার্টমুরের মুক্ত বায়ু সেবনের জন্যে ছোট ছোট কয়েকটা স্বাস্থ্যনিবাস আছে। ট্যাভিস্টক গ্রামটা আরও দু মাইল পশ্চিমে। মাঝখানে ধু ধু প্রান্তর। প্রান্তরের ওপারে প্রায় মাইল দুয়েক দূরে ক্যাপলটন নামে লর্ড ব্যাকওয়াটারের বিরাট একটা প্রশিক্ষণ-আস্তাবল। আস্তাবলটার দেখাশোনা করেন সাইলাস ব্রাউন। দু এক দল ভবঘুরে বেদে ছাড়া সারাটা প্রান্তরে আর কোথাও কোনো লোকবসতির চিহ্ন নেই। দুর্ঘটনাটা যেদিন ঘটে, গত সোমবারের রাত পর্যন্ত এই ছিলো ওখানকার মোটামুটি অবস্থা।

'সেদিন সন্ধ্যেবেলায় নিয়মমাফিক ঘোড়াগুলোকে চরিয়ে এনে দানাপানি খাইয়ে রাত নটায় আস্তাবলের তালা বন্ধ করে দেওয়া হলো। তিনজনের মধ্যে নেড হান্টার রইলো পাহারা দেবার কাজে, অন্য দুজন ছোকরা গেলো জন ষ্ট্রেকারের বাড়িতে খেতে। নটা বাজার কয়েক মিনিট পরে বাড়ির ঝি এডিথ ব্যাক্সটার নেডের জন্যে রাতের খাবার নিয়ে এলো—রুটি আর মাংস। নির্জন মাঠের মধ্যে

দিয়ে পায়ে-চলা পথটা ভীষণ অন্ধকার ছিলো বলে ওকে সঙ্গে করে একটা লণ্ঠন নিয়ে আসতে হয়েছিলো।

'আস্তাবলের কাছাকাছি এসে পৌঁছনোর আগেই হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে একজন লোক ওর দিকে এগিয়ে এলো। লণ্ঠনের স্বল্প আলোর পরিধির মধ্যে আসার পর এডিথ দেখলো লোকটার পরনে ধুসর রঙের টুইডের স্যুট, মাথায় কাপড়ের টুপি, বেশ ছিমছাম মার্জিত চেহারা। হাতে গোল মুণ্ডিওয়ালা ভারি একটা লাঠি। অত্যন্ত ফ্যাকাশে মুখ আর মুষড়ে পড়ার ভঙ্গি দেখে ভদ্রলোকের চেহারা এডিথের মনে গভীরে একটা ছাপ ফেলে গিয়েছিলো। বয়েস ত্রিশের কাছাকাছি।

'এ আমি কোথায় এসে পড়েছি বলতে পারেন ?' লোকটাই প্রথম এগিয়ে এসে কথা বললো। 'আমি ভেবেছিলুম রাতটা বুঝি এই জংলা জলাতেই কাটাতে হবে। এমন সময় হঠাৎ আপনার আলোটা আমার চোখে পড়লো।'

'এডিথ বললো, 'আপনি কিংস পাইল্যাণ্ড প্রশিক্ষণ-আস্তাবলের কাছে এসে পড়েছেন।'

"ওমা তাই নাকি ! কি সৌভাগ্য আমার" আগন্তুক যেন খুশিতে চলকে উঠলো। 'শুনেছি একজন ছোকরা রোজ রাতে এখানে একা শোয়। আপনি তারই খাবার নিয়ে চলেছেন বুঝি ? আচ্ছা, আপনাকে যদি নতুন একটা পোশাক কেনার জন্যে কিছু টাকা দিই, আপনি কি কিছু মনে করবেন ? এই বলে লোকটা ছোট কোটের পাশ-পকেট থেকে এক টুকরো ভাজ করা কাগজ বার করলো। 'এটা ওই রাতের ছোকরাটার জন্যে, আর আপনাকে কাল সকালেই বাজারের সবচেয়ে সেরা পোশাকটা কিনে দেবো।'

'লোকটার গায়ে-পড়ে আলাপ জমাবার ভঙ্গি দেখে এডিথ ভয় পেয়ে দৌড়ে ছোট জানলাটার কাছে চলে এলো। রোজকার মতো নেড হাণ্টার ওখানে ছোট একটা টেবিলের সামনে বসে ছিলো।

খাবারটা খোলা জানলা দিয়ে গলিয়ে দিয়ে এডিথ যা যা ঘটেছে সব ওকে বললো। এমন সময় আগন্তুকও সেখানে এসে হাজির।

'জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আগন্তুক নেডকে শুভেচ্ছা জানালো, 'আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিলো।' এডিথ দিব্যি গেলে বলেছে যে কথা বলার সময় লোকটার মুঠোর মধ্যে থেকে কাগজের ছোট একটা মোড়কের কোণা বেরিয়ে থাকতে দেখেছে।

'নেড জিগেস করলো, 'এখানে আবার আপনার কি দরকার মশাই ?'

"দরকার আপনার পকেটে যাতে দুচার পয়সা আসে, এই আর কি ? ওয়েসেক্স কাপের জন্যে আপনাদের তো দুটো ঘোড়া ছুটবে—সিলভার ব্লেজ আর বেয়ার্ড, তাই না ? আমাকে পাকা খবরটা দিলে আপনাকে আমি পুষিয়ে দেবো। আচ্ছা, এটা কি সত্যি, পাঁচ ফার্লং-এর দৌড়ে বেয়ার্ড সিলভার ব্লেজকে একশো গজে মেরে দিতে পারে ?'

"ও, তুমি তাহলে ওই বদমাস দালালদেরই একজন ?' নেড চেঁচিয়ে উঠলো। 'দাঁড়াও, কিংস পাইল্যাণ্ডে ঢোকা তোমার আমি বার করে দিচ্ছি !' ঝট করে লাফিয়ে উঠে ও কুকুরটাকে খুলে দিতে ছুটলো। এডিথ দৌড়ে বাড়ি পালিয়ে এলো। ছুটতে ছুটতেই ও একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো আগন্তুক জানলা দিয়ে ভেতরে ঝুঁকে রয়েছে। মিনিট খানেক পরে শিকারী কুকুরটাকে নিয়ে নেডকে ছুটে আসতে দেখে লোকটা সটকে পড়লো। চারদিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোথাও তার টিকির সন্ধান পাওয়া গেলো না।'

'আচ্ছা, একটা কথা,' হোমসের কথার মাঝেই আমি বাধা দিলাম। 'কুকুরটাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবার সময় নেড কি দরজাটা খুলে রেখে গিয়েছিলো ?'

'বাঃ ওয়াটসন, বাঃ ; ভারি চমৎকার প্রশ্ন করেছো তো !' হোমস যেন খুশিতে চমকে উঠলো। 'গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারটা আমাকেও

দারুণ নাড়া দিয়েছিলো। আমি গতকাল সঙ্গে সঙ্গে ডার্টমুরে বিশেষ জরুরী একটা তারবার্তা পাঠিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিয়েছি। না, নেড বাইরে যাবার আগে দরজাটা বন্ধ করেই গিয়েছিলো। আর জানলাটা এত ছোট যে মানুষ গলতে পারে না।

'রাতের খাবার খেয়ে সঙ্গীরা ফিরে না আসা পর্যন্ত নেড় অপেক্ষা করে, তারপর তাদের একজনকে দিয়েই প্রশিক্ষক জন স্ট্রেকারের কাছে খবর পাঠায়। সব শুনে স্ট্রেকার উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে ঘটনার গুরুত্ব উনি ঠিক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। যাই হোক, প্রথম রাতটা বেশ অস্বস্তির মধ্যেই কেটে গেলো। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে শ্রীমতী স্ট্রেকার ছাখেন যে স্বামী জামা-কাপড় পরছেন। প্রশ্নের জবাবে স্ট্রেকার জানালেন ঘোড়াগুলোর চিন্তায় ওঁর ঘুম হচ্ছে না, আস্তাবলটা একবার ঘুরে দেখে আসতে যাচ্ছেন। স্ত্রী ওঁকে ওই বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে বাইরে বেরুতে মানা করেন। কিন্তু করুণ কাকুতিমিনতি সত্ত্বেও উনি ভারি বর্ষাতিটা টেনে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যান।

'পরের দিন ভোরে উঠে শ্রীমতী স্ট্রেকার দ্যাখেন স্বামী তখনও ফিরে আসেননি। তাড়াতাড়ি পোশাক পালটে এডিথকে নিয়ে উনি আস্তাবলের দিকে বেরিয়ে পড়েন। গিয়ে দ্যাখেন আস্তাবলের দরজাটা খোলা, নেড হান্টার একটা চেয়ারে জড়সড় হয়ে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, সবচেয়ে প্রিয় ঘোড়াটাই আস্তাবলে নেই, না তার প্রশিক্ষকেরও কোনো চিহ্ন।

'ওপরে, ঘোড়ার সাজসরঞ্জাম রাখার ঘরে ঘুমিয়ে-থাকা ছোকরা-দুজনকে ডেকে তোলা হলো। গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে ওরা নাকি রাতে কিছুই শোনেনি। এদিকে নেড কড়া ঘুমের ওষুধের ঘোরে আচ্ছন্ন। ওর কাছ থেকে কিছু হদিশ পাওয়া সম্ভব নয় দেখে শ্রীমতী স্ট্রেকার ছোকরা দুজন আর ঝিকে নিয়ে ছুটলেন স্বামীর খোঁজে। তখনও ওদের আশা ছিলো জন স্ট্রেকার হয়তো ভোরবেলায়

সিলভার ব্লেজকে দৌড় করাতে নিয়ে গ্যাছেন। বাড়ির সামনে উঁচু একটা টিলা, ওখান থেকে প্রান্তরের সবটাই স্পষ্ট চোখে পড়ে। টিলার ওপর উঠে ঘোড়াটার কোনো চিহ্ন তো চোখে পড়লোই না, উপরন্তু এমন কিছু জিনিস ওদের নজরে পড়লো যাতে সন্ত্রস্ত না হয়ে পারলো না।

'আস্তাবল থেকে সিকি মাইলটাক দূরে একটা কাঁটাঝোপে জন স্ট্রেকারের ভারি ওভারকোটটা ঝুলছে। ঠিক তার পেছনেই ছোট একটা জলার ধারে হতভাগ্য প্রশিক্ষকের মৃতদেহটাকেও খুঁজে পাওয়া গেলো। ভারি ধরনের কোনো অস্ত্রের প্রচণ্ড আঘাতে মাথাটা একেবারে গুঁড়িয়ে গ্যাছে, উরুর কাছেও ধারালো ছুরির গভীর একটা ক্ষতচিহ্ন। স্পষ্টই বোঝা যায়, জন স্ট্রেকার তাঁর আততায়ীর সঙ্গে সমানে যুঝে গ্যাছেন, কেননা তাঁর ডান হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা ছোট ছুরিটায় বাঁট পর্যন্ত রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। বাঁ হাতের মুঠোয় শক্ত করে আঁকড়ে রয়েছেন লাল-কালোয় মেশানো একটা রেশমী গলাবন্ধ। গলাবন্ধটা দেখেই এডিথ চিনতে পরলো যে ওটা আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় আস্তাবলের সামনে দেখা সেই অচেনা আগন্তুকের।

'পরে নেড়ও ওই রেশমী গলাবন্ধটাকে সনাক্ত করে জানিয়েছে যে লোকটা জানলার সামনে ঝুঁকে তার মাংসের মধ্যে ঘুমের কড়া ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছে যাতে আস্তাবলে পাহারার কোনো ব্যবস্থা না থাকে।

'ধস্তাধস্তির সময় নিরুদ্দিষ্ট ঘোড়াটা যে ছিলো, জলার ধারের কাদাতেই তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু তারপর থেকে ওটার আর কোনো সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না। বড় রকমের পুরস্কার ঘোষণা করা এবং ডার্টমুরের জিপসিদের সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত ঘোড়াটার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত আস্তাবলের টেবিলে পড়ে থাকা নেড হান্টরের খাবার পরীক্ষা করে

জানা গেছে তাতে প্রচুর পরিমাণে অফিমের গুঁড়ো মেশানো হয়েছে, অথচ সেদিন রাতে একই খাবার খেয়ে বাড়ির আর কেউ অসুস্থ হয়নি।

'যতটা সম্ভব জল্পনা-কল্পনা বাদ দিয়ে এই হলো মূল ঘটনার মোটামুটি সারমর্ম। এ ব্যাপারে পুলিস কতটা কি করছে এবার আমি তোমাকে সংক্ষেপে তাইই শোনাবো।

'এই দুর্ঘটনার ভারপ্রাপ্ত পুলিসকর্মচারী, ইনস্‌পেক্টর গ্রেগরি নিঃসন্দেহে যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু তদন্তের ব্যাপারে আর একটু কল্পনা-শক্তি থাকলে উনি চাকরিতে যথেষ্ট উন্নতি করতে পারতেন। ঘটনা-স্থলে পৌঁছেই উনি সন্দেহভাজন লোকটাকে খুঁজে বার করে গ্রেফতার করলেন। লোকটাকে খুঁজে পেতে ওঁর খুব একটা কষ্ট হয়নি, কেননা ওই অঞ্চলে সে খুবই পরিচিত। নাম ফিটজ্‌রয় সিম্পসন, বনেদী বংশের ছেলে, শিক্ষিত। যাকিছু বিষয়-সম্পত্তি সব ঘোড়ার পেছনে উড়িয়ে দিয়ে এখন লণ্ডনের রেস-ক্লাবগুলোর হয়ে বুকির কাজ করছে। সিম্পসনের কাগজপত্র সব পরীক্ষা করে জানা গ্যাছে ঘোড়াটার নামে পাঁচ হাজার পাউণ্ডের বাজি সে সংগ্রহ করেছে।

'ধরা পড়ার পর সিম্পসন স্বেচ্ছায় জানিয়েছে যে সে ডার্টমুরে এসেছিলো কিংস পাইল্যাণ্ডের দু নম্বর ঘোড়ার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে। আগের রাতের ঘটনা সম্পর্কে সে কিছুই অস্বীকার করেনি, কিন্তু বার বার করে বেশ জোর দিয়ে বলেছে সরাসরি ঘোড়ার খবর সংগ্রহ করা ছাড়া তার আর অন্য কোনো দূরাভিসন্ধিই ছিলো না। রেশমী গলাবন্ধের ব্যাপারটা জিগেস করতেই সে ফ্যাকাসে হয়ে গেলো, এবং নিহত ব্যক্তির হাতে ওটা কি করে গেলো তার যুক্তি-সঙ্গত কোনো কারণই দেখতে পারলো না। তার ভিজে জামাকাপড় দেখে স্পষ্টই বোঝা গেলো সেদিন বৃষ্টি-বাদলার রাতে সিম্পসন বাইরেই ছিলো। আর তার সীসে-বাঁধানো ভারি পেনাং ছড়িটা

এমনই এক মারাত্মক ধরনের অস্ত্র যার প্রচণ্ড আঘাতে প্রশিক্ষকের মাথাটা গুড়িয়ে দেওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।

'অন্য দিকে আবার স্ট্রোকারের হাতের ছুরি দেখে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে অততায়ীদের অন্তত একজন আহত হয়েছে, কিন্তু সিম্পসনের শরীরে কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনাটা এই। এখন ওয়ানটসন এ সম্পর্কে তুমি যদি কিছু আলোকপাত করতে পারো, সত্যিই খুব খুশি হবো।'

এতক্ষণ হোমস তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরপর গুছিয়ে বলে যাচ্ছিলো, আর আমি তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। যদিও ঘটনাটা মোটামুটি আমার সবই জানা ছিলো, তবু এর আগে সেগুলোর মধ্যে পারস্পরিক কোনো যোগসূত্র আমি খুঁজে পাইনি বা প্রকৃত গুরুত্বটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারিনি।

'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে,' আমি মন্তব্য করলাম। 'মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ার ফলে যন্ত্রণায় জন স্ট্রেকার নিজেই নিজের ছুরিতে আহত হয়েছেন?'

'হয়তো নয় ওয়াটসন, সে সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। আর অভিযুক্তের স্বপক্ষে এই একটাই মাত্র সবচেয়ে জোরালো যুক্তি।'

'কিন্তু পুলিস কোন সূত্র ধরে এগিয়ে চলেছে আমি এখনও সেটাই বুঝতে পারছি না!'

একটু চুপ করে হোমস কি যেন ভাবলো। 'এখন তো আমার রীতিমতো ভয় হচ্ছে, আমরা যেকোনো সিদ্ধান্তেই আসি না কেন, তা অভিযুক্তের বিরুদ্ধেই যাবে। আমার ধারণা, পুলিস মনে করছে যে নেডকে ঘুমের কড়া ওষুধ খাইয়ে সিম্পসন অনুরূপ চাবির সাহায্যে আস্তাবলের দরজা খুলেছে, খুলে হাফিস করে দেবার মতলবেই ঘোড়াটাকে বাইরে বার করে নিয়ে গ্যাছে। ঘোড়ার লাগামটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, নিশ্চয় সিম্পসনই ওটাকে পরিয়েছে। তারপর দরজাটা খোলা রেখেই সে ঘোড়াটাকে প্রান্তরের দিকে

নিয়ে যাচ্ছিলো, হঠাৎ প্রশিক্ষকের মুখোমুখি হয়ে গেলো, কিংবা প্রশিক্ষকই তাঁকে ধরে ফেললেন। যাই ঘটুক না কেন, স্বাভাবিক ভাবেই দুজনের মধ্যে বচসা শুরু হয়ে গেলো...সিম্পসন ভারি ছড়ি ঘুরিয়ে স্ট্রেকারের মাথায় ঝাড়লো প্রচণ্ড এক আঘাত। স্ট্রেকার মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলেন, হাতে ছুরি থাকা সত্ত্বেও আত্মরক্ষার কোনো রকম সুযোগই পেলেন না, ফলে সিম্পসনেরও কোনো চোট লাগলো না। এর পর হয় সিম্পসন ঘোড়াটাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে, নয় তো দুজনে ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় ঘোড়াটা নিজেই ছুটে প্রান্তরে পালিয়ে গ্যাছে। এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা পুলিসের কাছে অসম্ভব। যাই হোক, সরে জামিনি তদন্ত না করা পর্যন্ত আপাতত এগুবার কোনো উপায়ই দেখছি না।'

ট্যাভিস্টকে পৌঁছতে পৌঁছতে আমাদের প্রায় বিকেল গড়িয়ে গেলো। ট্যাভিস্টক শহরটা খুবই ছোট, ডার্টমুরের বিশাল বৃত্তের মধ্যে ঢালের উঁচু মধ্যবিন্দুটার মতো। দুজন ভদ্রলোক স্টেশনে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। একজন খুব লম্বা, ভারি সুন্দর দেখতে, কেশর-ফোলানো সিংহের মতো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল দাড়ি, আশ্চর্য মর্মভেদী হালকা নীল দুটো চোখ। অন্যজন ছোটখাটো, ছিমছাম, বেশ সতর্ক চেহারার মানুষ, গায়ে ফ্রক-কোট, পায়ে পটি বাঁধা, চওড়া জুলফি, চোখে চশমা। ইনিই বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ কর্নেল রস। অন্যজন ইনসপেক্টর গ্রেগরি, সম্প্রতি ইংরেজ গোয়েন্দা-মহলে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

'আপনি আসায় সত্যিই খুব খুশি হয়েছি মিস্টার হোমস।' কর্নেল রস হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। 'এখানে যাকিছু করা সম্ভব, ইনসপেক্টরসাহেব সবই করেছেন। তবু স্ট্রেকারের হত্যার প্রতিশোধ নিতে আমি কোনোকিছুতেই পেছপাও হবো না মিস্টারর হোমস। অবশ্য ঘোড়াটাকেও আমার ফিরিয়ে পাওয়া দরকার।'

হোমস জিগেস করলো, 'এখানে আর নতুন কিছু ঘটেছে নাকি?'

'সত্যি বলতে কি, আমরা খুব বেশি দূর এগুতে পারিনি মিস্টার হোমস।' ইনসপেক্টর গ্রেগরি দুঃখ প্রকাশ করলেন। আশা-করি, আলো থাকতে থাকতে আপনি নিশ্চয়ই জায়গাটা দেখতে চান ? চলুন, গাড়িতে যেতে যেতেই কথা হবে।'

একটু পরেই আমরা আরামে ছাদখোলা ল্যাণ্ডো চেপে ডেভন-শায়ারের পুরনো শহরটার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললাম। ঘটনার সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় কণ্ঠস্থ থাকায় ইনসপেক্টর গ্রেগরি অনর্গল বকে চললেন, আর হোমস মাঝে মধ্যে তুএকটা ছোটখাটো বিস্ময়উক্তি প্রকাশ করা ছাড়া প্রায় সারাক্ষণই শক্ত কাঠ হয়ে বসে রইলো। বুকের ওপর হাতে হাত জড়িয়ে কর্ণেল রস মাথাটা আসনের পেছনে হেলিয়ে দিয়েছেন, টুপিটা নেমে এসেছে চোখের কোল পর্যন্ত। আর আমি মন দিয়ে গোয়েন্দা তুজনের কথাবার্তা শুনছি। ট্রেনে আসার পথে হোমস যা বলেছিলো, দেখলুম ইনসপেক্টর গ্রেগরির ধারণাও ঠিক অনুরূপ।

উনি বললেন, 'ফিটজরয় সিম্পসনকে ঘিরে জাল আমি গুটিয়েও তুলেছি। কিন্তু তবু আমার মনে হচ্ছে, ওর বিরুদ্ধে যাকিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ সবই পারিপার্শ্বিকতার ওপর নির্ভর করছে, নতুন কিছু ঘটলেই সব ওলোট পালট হয়ে যাবে।'

'জন স্ট্রেকারের ছুরিটা সম্পর্কে কিছু ভেবেছেন ?'

'আমাদের ধারণা পড়ে যাবার সময় উনি নিজেই নিজের ছুরিতে আহত হন।'

'ট্রেনে আসতে আসতে আমার বন্ধু ডাক্তার ওয়াটসনও ঠিক এই কথাই বলছিলেন। কিন্তু যদি তাই হয়, তাহলে তো সমস্ত ঘটনাটা সিম্পসনেরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে।'

'অবশ্যই। ছুরি তো দূরের কথা, তার গায়ে আঘাতেরও কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। তার বিরুদ্ধে প্রমাণটা নিঃসন্দেহে খুব জোরালো। কিন্তু অন্য দিকে আবার ঘোড়াটাকে এখনও পর্যন্ত খুঁজে না পাওয়ার সঙ্গে তার স্বার্থ জড়িত রয়েছে। আস্তাবলের ছোকরাটাকে বিষ

প্রয়োগের জন্যে তাকে সন্দেহ করা চলে। নিঃসন্দেহে সেদিন ঝড়-জলের রাতে সে বাইরে বেরিয়ে ছিলো, হাতে ছিলো সীসে বাঁধানো ভারি ছড়িটা। তাছাড়া তার গলাবন্ধটা মৃত ব্যক্তির হাতের মুঠোর মধ্যেই পাওয়া গেছে। এসব কিন্তু তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর পক্ষে যথেষ্টই বলে আমার ধারণা।'

হোমস ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। 'চতুর কোনো অধিবক্তা হলে এগুলোকে খুব সহজেই নস্যাৎ করে দেবেন মিস্টার গ্রেগরি। ঘোড়াটাকে সে আস্তাবলের বাইরে নিয়ে যেতে চাইবে কেন? ক্ষতি করা ইচ্ছে থাকলে সে সেখানেই করলো না কেন? তার কাছে কি অনুরূপ কোনো চাবি পাওয়া গেছে? কোন ওষুধের দোকান সে থেকে আফিমের গুড়ো কিনেছে? সবচেয়ে বড় কথা, এ রকম একটা জনবিরল জায়গায় অপরিচিত আগন্তুক হয়েও অমন একটা নামজাদা ঘোড়াকে সে কেমন করে লুকিয়ে রাখতে পারলো? আস্তাবলের ছোকরাটাকে দেবার জন্যে যে কাগজটা সে পরিচারিকাকে দিতে চেয়েছিলো সেটা সম্পর্কে তার নিজের বক্তব্যই বা কি?'

সে বলেছে ওটানাকি একটা দশ পাউণ্ডের নোট। তার টাকাপয়সা রাখার ব্যাগে অবশ্য একটা দশ পাউণ্ডের নোট পাওয়া গ্যাছে। কিন্তু আপনার অন্যান্য সমস্যাগুলো কাটানো খুব একটা কঠিন কিছু নয়। সিম্পসন এ অঞ্চলে একেবারে অপরিচিত নয়। গত গ্রীষ্মে সে দু-দুবার ট্যাভিস্টকে কাটিয়ে গ্যাছে। আফিমের গুঁড়ো সে সম্ভবত এনেছে কিনে লণ্ডন থেকেই। আর চাবিটা, কাজ মিটে যাবার পর সেটাকে সে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে কোথাও। ঘোড়াটাকে হয়তো প্রান্তরের মধ্যে পুরনো কোনো খনির খাদে লুকিয়ে রেখেছে।'

'গলাবন্ধের কথাটা।ক তাকে কিছু জিগেস করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, সে স্বীকার করেছে যে ওটা তারই, এবং ওটাকে সে হারিয়ে ফেলেছিলো। আর একটা কথা, যেটা আপনাকে বলা হয়নি— আমরা জানতে পেরেছি যে গত সোমবার রাত্রে জিপসিদের একটা

দল ঘটনাস্থলের মাইল খানেকের মধ্যে আস্তানা গে.
মঙ্গলবারই ওরা উধাও হয়ে যায়। হয়তো ওদের সঙ্গে যোগস।
সিম্পসন ঘোড়াটা সরিয়ে দিয়েছে, এবং সেই জন্যে হয়তো সে ঘো.
টাকে আস্তাবলের বাইরে নিয়ে গিয়েছিলো।'

'এটা অবশ্য খুবই সম্ভব।'

'জিপসিদের সন্ধানে সারা প্রান্তর তন্নতন্ন করে খোঁজা হচ্ছে। তাছাড়া ট্যাভিস্টকের দশ মাইলের মধ্যে যত আস্তাবল আর বাগান-বাড়ি আছে, আমি নিজে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখেছি।'

'খুব কাছেই তো আর একটা প্রশিক্ষণ আস্তাবল আছে, তাই না?'

'হঁ্যা, ক্যাপলটনে। নিশ্চয়ই, ওটার কথাও আমরা ভুলিনি মিস্টার হোমস। বাজি জেতার দিক থেকে ওদের ডেসবরো ছিলো দু-নম্বরের ঘোড়া, পয়লা নম্বরের ঘোড়াটা হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক রয়েছে। শুনেছি ওদের প্রশিক্ষক সাইলাস ব্রাউন নাকি ওই দৌড়ে অনেক টাকার বাজিও ধরেছেন। তাছাড়া কিংস পাইল্যাণ্ডের সঙ্গে ওঁর আদৌ কোনো সদ্ভাব নেই। তবে আস্তবল খুঁজে ওর বিরুদ্ধে আমরা কোনো রকম কিছুই পাইনি।'

'তাহলে সিম্পসনের সঙ্গে ক্যাপলটন-আস্তাবলের কোনো সম্পর্ক নেই?'

'আদৌ না।'

হোমস গা এলিয়ে দিলো। সবই নিশ্চুপ। কয়েক মিনিট পরেই দেখলাম কোচোয়ান গাড়িটাকে রাস্তার বাঁ ধারে লাল-রঙের ছোট একটা বাড়ির সামনে দাঁড় করালো। এক ফালি ছোট মাঠের ওপারে ধূসর টালি দিয়ে ছাওয়া লম্বা একটা বার-বাড়ি। এর চারপাশ থেকেই ঢালু হয়ে নেমে গেছে হলদে-রঙের ঘাস-পাতায় ছাওয়া বিস্তীর্ণ প্রান্তর, গিয়ে মিশেছে একেবারে দিগন্তের গায়ে। সেই দিগন্ত-রেখার গায়ে অস্পষ্ট চোখে পড়লো ট্যাভিস্টকের গির্জার চূড়া, আর

তার পশ্চিমে ক্যাপলটন আস্তবলের একসারি ঘর-বাড়ি। হোমস ছাড়া আমরা সবাই গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে এলাম। দেখলাম গির্জার চূড়ার দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে ও সম্পূর্ণ নিজের ভাবনার অতলে তলিয়ে গেছে। গায়ে হাত দিতেই ভীষণ ভাবে চমকে উঠলো ও, তারপর লজ্জা পেয়ে নিজেই গাড়ি থেকেই নেমে এলো।

কর্নেল রসকে অবাক বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকাতে দেখে হোমস মৃদু হেসে বললো, 'ক্ষমা করবেন, আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।'

ওর হাবভাব আমার খুব ভালো জানা থাকায় চোখের উজ্জ্বল চাউনি আর চাপা উত্তেজনা দেখে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম ও নিশ্চয়ই কোনো সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছে। অবশ্য সে সূত্রটা কি এবং কেমন করে আবিষ্কার করলো তা আমি জানি না।

'হয়তো আপনি এখনই ঘটনাস্থলে পৌঁছতে চান, তাই না মিস্টার হোমস?' গ্রেগরি প্রশ্ন করলেন।

তার আগে এখানেই দাঁড়িয়ে আমি দু একটা কথা বিস্তারিত ভাবে জেনে নিতে চাই। আচ্ছা, জন স্ট্রেকারের মৃতদেহটাকে তো এখানেই নিয়ে আসা হয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, ওপরের তলাতেই রাখা হয়েছে। কাল করোনারের বিচার শুরু হবে।'

'আচ্ছা, কর্নেল রস, উনি তো বেশ কিছুদিন ধরে আপনার কাছে চাকরি করেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ মিস্টার হোমস, কর্মচারী হিসেবে ও বেশ ভালোই ছিলো।'

'আশা করি আপনি নিশ্চয়ই মৃতের পকেট থেকে পাওয়া জিনিস পত্রের একটা তালিকা প্রস্তুত করেছেন, ইনসপেক্টর গ্রেগরি?'

'হ্যাঁ, জিনিসপত্রগুলো সব বসার ঘরের টেবিলেই রাখা আছে। ইচ্ছে করলে আপনি দেখতে পারেন।'

'দেখতে পেলে সত্যিই খুব খুশি হতাম।'

সামনের ঘরে প্রবেশ করে আমরা একটা গোল টেবিল ঘিরে বসলাম। টিনের চৌকো ছোট একটা বাক্স খুলে ইনসপেক্টর ভেতরের জিনিসপত্র সব টেবিলের ওপর স্তূপাকার করে ঢাললেন। এক বাক্স মোম-মাখানো দেশলায়ের কাঠি, চর্বির ছোট একটা মোমবাতি, বুনো গোলাপকাঠের তৈরি তামাকের নল, শীলের চামড়ার থলেতে লম্বা করে কাটা আধ আউন্সটাক ক্যাভেনডিস তামাক, সোনার ছিকলি-লাগানো একটা রূপোর ঘড়ি, পাঁচটা স্বর্ণমুদ্রা, পেনসিল রাখার অ্যালুমিনিয়ামের একটা বাক্স, কিছু কাগজপত্র আর 'উইস অ্যাণ্ড কোঃ লণ্ডন' খোদাই করা হাতির দাঁতের বাঁট-বাঁধানো খুব সূক্ষ্ম ধারালো একটা ছুরি।

'বাঃ, ছুরিটা ভারি সুন্দর দেখতে তো!' ছুরিটা তুলে নিয়ে হোমস খানিক্ষণ নিঃশব্দে পরীক্ষা করে দেখলো। 'রক্তের দাগ দেখে মনে হচ্ছে এটাই মৃত ব্যক্তির হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া গিয়েছিলো। ছুরিটা বোধহয় তোমাদের ডাক্তারিবিদ্যার আওতার মধ্যে পড়ে, তাই না ওয়াটসন?'

'হ্যাঁ, অস্ত্রোপ্রচারের ভাষায় একে বলে ছানি-কাটা ছুরি।'

'আমারও তাই ধারণা। ফলার মুখটা খুব তীক্ষ্ম হওয়ায় সুক্ষ্ম কাজের উপযুক্ত। ব্যাপারটা কিন্তু খুবই অদ্ভুত. পকেটে মুড়ে রাখার কোনো জোই নেই, অথচ এ রকম মারাত্ম অভিযানে এ ধরনের ছুরি বয়ে বেড়ানোর কোনো মানেই হয় না!'

ইনসপেক্টর গ্রেগরি জানালেন, 'ওঁর স্ত্রী বলেছেন গত কয়েকদিন ধরে মুখে একটুকরো সোলা লাগানো অবস্থায় ছুরিটা ওঁদের ঘরের সাজগোজের টেবিলের ওপরেই পড়েছিলো, জন স্ট্রেকার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ওটা তুলে নেন। অস্ত্র হিসেবে ওটা তুচ্ছ হলেও সেই মুহূর্তে হাতের কাছে যা পেয়েছেন তাই নিয়েই রওনা হয়েছেন।'

'হ্যাঁ, সেটা অবশ্য সম্ভব। কিন্তু এই কাগজগুলো কিসের?'

'এই তিনটে হলো ঘাস-বিক্রোতাদের হিসেব। এটা কর্নেল রসের

নির্দেশ-পত্র। এটা হচ্ছে উইলিয়াম ডার্বিশায়ারের নামে কাটা বণ্ড স্ট্রীটে মাদাম লেসারিয়ার-এর দোকানের একটা পোশাকের জন্যে সাঁইত্রিশ পাউণ্ড পনেরো শিলিং-এর বিল। শ্রীমতী স্ট্রেকার বলছেন উলিয়াম ডার্বিশায়ার নাকি ওঁর স্বামীর বিশেষ বন্ধু, এখানকার ঠিকানায় প্রায়ই ওঁর চিঠিপত্র আসে।'

'নাঃ, মাদাম ডার্বিশায়ারের রুচি আছে বলতে হবে।' বিলটার ওপর আর একঝলক নজর বুলিয়ে হোমস মন্তব্য করলো। 'শুধু মাত্র একটা পোশাকের জন্যে সাঁইত্রিশ পাউণ্ড পনেরো শিলিং দামটা রীতিমতো বেশিই। যাই হোক, আপাতত এখানে আর কিছু জানার নেই। চলুন, এবার জায়গাটা একবার দেখে আসা যাক।'

সবে বসার ঘর থেকে বাইরে পা বাড়িয়েছি, বারান্দায় অপেক্ষা-রত এক ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে ইনসপেক্টর গ্রেগরির পথ আটকে দাঁড়ালেন। শীর্ণ চেহারা, চোখের কোলে কালি। হাঁপাতে হাঁপাতে উদগ্রীব হয়ে জিগেস করলেন, 'আপনি কি ওদের ধরতে পেরেছেন ইনসপেক্টরসাহেব?'

'না, এখন পারিনি মিসেস স্ট্রেকার। তবে আমারা আপ্রাণ চেষ্টা করছি। এই দেখুন, লণ্ডন থেকে মিস্টার হোমস এসেছেন আমাদের সাহায্য করার জন্যে।'

অবাক হয়ে তাকানোর জবাবে হোমস মোলায়েম স্বরে জিগেস করলো, 'আচ্ছা মিসেস স্ট্রেকার, আপনাকে কি আমি কয়েকদিন আগে প্লাইমাউথের কোনো উৎসবে দেখেছি?'

'না না, আপনি বোধহয় ভুল করেছেন মিস্টার হোমস।'

'আমার কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে আপনি সেদিন উটপাখির পালক লাগানো খুব সুন্দর ধূসর রঙের একটা রেশমী পোশাক পরেছিলেন।'

ভদ্রমহিলা রীতিমতো অবাক হলেন। 'আমার ওরকম কোনো পোশাকেই নেই, কোনোদিন ছিলোও না।'

'তাহলে বোধহয় আমিই ভুল দেখেছি।' ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ও ইনস-

পেক্টরের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলো। প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা যেখানে মৃতদেহটা পাওয়া গিয়েছিলো সেই খাদটার সামনে এসে পেঁছিলাম। পাশেই হলদে ফুলের ঘন একটা কাঁটা-ঝোপ।

'আমর ধারণা সে রাতে বাতাস খুব একটা জোরালো ছিলো না, তাই না মিস্টার গ্রেগরি ?'

'না। তবে দারুণ বৃষ্টি হয়েছিলো।'

'তাহলে কোটটা উড়ে এসে কাঁটা-ঝোপের ওপর পড়েনি, ওটা ওখানেই খুলে রাখা হয়েছিলো।'

'হ্যাঁ, ঝোপের গায়েই ওটা ঝুলছিলো।'

'ভারি মজার ব্যাপার তো! আমার মনে হয় সোমবার রাত থেকে বহু লোকের পায়ের ছাপে ওখানকার মাটি একেবারে নষ্ট হয়ে গ্যাছে।'

'না মিস্টার হোমস, ধারের দিকে একটা মাদুর বিছিয়ে তার ওপর দিয়ে আমরা যাতায়াত করেছি।'

'বাঃ, চমৎকার!'

'আমার এই থলেটার মধ্যে মিস্টার স্ট্রেকারের একপাটি বুট, সিম্পসনের জুতোর একটা পাটি আর সিলভার ব্লেজের পা থেকে খুলে আসা একটা নাল রয়েছে।'

'সত্যি, আপনাকে প্রশংসা করার কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না ইনসপেক্টর!'

গ্রিগরির হাত থেকে থলেটা নিয়ে হোমস খাদের মধ্যে নেমে মাদুরটাকে আর একটু মাঝামাঝি জায়গায় টেনে আনলো। তারপর উপুড় হয়ে দু কনুইয়ের ওপর থুতনির ভর রেখে তার সামনের পদ-দলিত মাটি খুব সন্তর্পণে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো।

হঠাৎ এক সময়ে অস্ফুট স্বরে সে প্রায় চিৎকারই করে উঠলো, 'আরে, এটা আবার কি!'

আধ-পেড়ো মোম-মাখানো একটা দেশলাইয়ে কাঠি সে তুলে নিলো। কাদায় মাখামাখি হয়ে সেটাকে একটা সরু কাঠের টুকরোর মতো মনে হচ্ছে।

'কিন্তু ওটা কি করে আমার নজর এড়িয়ে গেলো আমি সেটাই বুঝতে পারছি না!' ইনসপেক্টর তাঁর কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন বিরক্তিকে কিছুতেই চেপে রাখতে পারলেন না।

'কি, করে দেখতে পাবেন, এটা যে কাদার মধ্যে পুঁতেছিলো। আমি এটাকে খুঁজছিলাম বলেই দেখতে পেলাম।'

'সেকি! আপনি কি ধরেই নিয়েছিলেন যে এটাকে খুঁজে পাবেন?'

'অন্তত অসম্ভব বলে মনে করিনি।'

থলে থেকে দুরকমের দুটো জুতো বার করে নিয়ে হোমস প্রতিটা ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখলো, তারপর খাদের পাড় আঁকড়ে ওপরে উঠে গুঁড়ি মেরে ফার্ণের ঝোপের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললো।

'চারদিক আমি তন্নতন্ন করে খুঁজেছি মিস্টার হোমস, ওর মধ্যে দিয়ে পায়ে-চলা পথের কোথাও কোনো চিহ্ন নেই।'

'আমারও তাই মনে হচ্চে!' হোমস সোজা হয়ে দাঁড়ালো। 'তাছাড়া আপনি যখন বলছেন, এরপর আমার খোঁজা আর সাজে না। অন্ধকার হয়ে আসার আগেই প্রান্তরের আশপাশটা একবার চট করে ঘুরে দেখে আসি, এখানকার মাটি কাল সকালে দেখলেও চলবে। শুভলক্ষণের জন্যে ঘোড়ার নালটাকে আমি সঙ্গে রাখলাম।'

আমার বন্ধুর সুশৃঙ্খল অথচ অদ্ভুত কর্মকাণ্ড দেখে কর্ণেল রস স্বভাবতই মনে মনে অধীর হয়ে উঠেছিলেন, এবার নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলুন ইনসপেক্টরসাহেব, এবার ফেরা যাক। তাছাড়া কয়েকটা ব্যাপারে আপনার পরামর্শেরও প্রয়োজন, বিশেষ করে ঘোড়াদৌড়ের নামের তালিকা থেকে আমাদের ঘোড়ার নামটা বাদ দেওয়া উচিত হবে কি না ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কক্ষোনো না!' হোমস দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করলো। 'আমার মনে হয় নামটা যেমন আছে ঠিক তেমনিই রেখে দিন।'

কর্ণেল আভিবাদন জানালেন। 'আপনার অভিমত পেয়ে সত্যিই খুব খুশি হলাম মিস্টার হোমস। আমরা আস্তাবলে বেচারি স্ট্রেকারের ঘরেই অপেক্ষা করছি, আপনারা বেড়িয়ে ফিরে এলে আমরা একসঙ্গে ট্যাভিস্টকের দিকে রওনা হবো।'

ইনসপেক্টরকে নিয়ে কর্ণেল ফিরে চললেন, আমরা দুজনে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করলাম প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে। ক্যাপেলটন আস্তাবলের পেছনে দিনান্তের রাঙা সূর্যটা সবে পাটে বসার তোড়জোড় শুরু করেছে। আমাদের সামনের ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া বিস্তীর্ণ প্রান্তর হালকা সোনালী আর গাঢ় গোলাপী রঙে রঙিন হয়ে রয়েছে। যেখানে যেখানে বিশীর্ণ পর্ণমী আর কাঁটা-লতাগুল্মেরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সেখানেই পড়েছে গাঢ় বাদামী রঙের ছোপ। অথচ সারাটা দৃশ্যালী জুড়ে এই যে মোহময় দুর্লভ রঙের খেলা, আমরাই পাশাপাশি হেঁটে চলা গভীর তন্ময় মানুষটার কিছুই নজরে পড়লো না।

'বুঝলে ওয়াটসন', এক সময়ে নিস্তব্ধতা ভেঙে হোমসই প্রথম বলে উঠলো, 'এই মুহূর্তে জন স্ট্রেকারের হত্যাকারী কে এ প্রশ্নের মীমাংসা করার আগে ঘোড়াটার কি হলো সেইটেই সবার আগে বিবেচনা করে দেখতে হবে। ধরো, দুর্ঘটনার সময়ে কিংবা পরে ঘোড়াটা যদি ছুটে পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে কোথায় যেতে পারে? ঘোড়ারা সাধারণত দলবদ্ধ ভাবেই থাকতে ভালোবাসে। ফলে, হয় সে কিংস পাইল্যাণ্ডে ফিরে আসবে, নয়তো ক্যাপেলটনে যাবে। কেন সে মিছিমিছি উন্মুক্ত প্রান্তরে ছুটে মরতে যাবে? তা যদি হতো, এতদিনে নিশ্চয়ই তাকে খুঁজে পাওয়া যেতো। আর জিপসিরাই বা তাকে মিছিমিছি চুরি করতে যাবে কেন বলো? পুলিসি ঝামেলা হবার সম্ভাবনা থাকলে ওরা তার ধারে কাছেও ঘেঁসে না। তাছাড়া ওরকম একটা নামজাদা ঘোড়া বিক্রি করতে গেলে যে বিপদের ঝুঁকি

নিতে হবে, সে তুলনায় লাভ প্রায় কিছু নেই বললেই চলে। সুতরাং এটা স্পষ্ট জিপসিরা ঘোড়াটাকে চুরি করেনি।'

'তাহলে ঘোড়াটা গেলো কোথায়?'

'ওই তো বললাম, হয় সে কিংস পাইল্যাণ্ডে ফিরে গ্যাছে, নয় তো ক্যাপেলটনে। কিংস প্যাইল্যাণ্ডে যখন ফেরেনি, তখন সে নিশ্চয় ক্যাপেলটনেই আছে। এই কল্পনার ভিত্তিতে কাজ শুরু করে দেখিই না কি ফল দাঁড়ায়। ইনসপেক্টর ঠিকই বলেছেন, প্রান্তরের এদিকটা দেখছি শুকনো খটখটে আর রুক্ষ ধরনের। কিন্তু ক্যাপেলটনের দিকে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া জমিটায় দেখছি বেশ একটা জলার মতো সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার রাত্তিরে নিশ্চয় খুব বৃষ্টি হয়েছিলো। যদি আমাদের অনুমান সত্যি হয়, ঘোড়াটাকে তাহলে ওদিক দিয়েই যেতে হবে এবং খুঁজলে হয়তো ওখানে তার পায়ের ছাপও পাওয়া যাবে।'

কথা বলতে বলতেই আমরা দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিলাম, কয়েক মিনি-টের মধ্যে সেই জলার ধারে এসে পৌঁছলাম। হোমসের নির্দেশ মতো আমি জলার ডান ধার দিয়ে চললাম, ও চললো জলার বাঁ ধার দিয়ে। পঞ্চাশ পা সবে গেছি কিনা সন্দেহ, হঠাৎ ওর উল্লসিত চিৎকার শুনতে পেলাম। ফিরে তাকাতেই দেখি ও আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে ছুটতে ছুটতে এসে দেখলাম সামনের নরম মাটিতে পরিষ্কার ঘোড়ার খুরের ছাপ ফুটে উঠেছে। হোমস পকেট থেকে নালটা বার করে সেই ছাপের সঙ্গে মেলাতেই দেখা গেলো হুবহু এক।

'কল্পনার মূল্য কতখানি, ছাখো একবার।' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হোমস নালটা আবার সযত্নে পকেটে রেখে দিলো। 'গ্রেগরির শুধু এই ক্ষমতাটাই নেই। আমরা ভেবে নিলাম সাম্ভাব্য কি ঘটতে পারে, সেই অনুযায়ী কাজ শুরু করলাম, দেখলাম ফল খুব একটা খারাপ কিছু দাঁড়ায়নি। চলো, আরও খানিকটা এগিয়ে যাই।'

জলার স্যাঁতসেতে ভিজে জমি পেরিয়ে শুকনো ঘাসের ওপর দিয়ে আমরা আরও সিকি-মাইলটাক হেঁটে গেলাম। ঢালু জমিতে

আবার ঘোড়ার খুরের চিহ্ন চোখে পড়লো। আবার আধমাইলের মধ্যে কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। এবার ক্যাপেলটনের খুব কাছাকাছি আবার সেই খুরের চিহ্ন চোখে পড়লো। হোমসই প্রথম দেখতে পেয়েছিলো, ওর শক্ত দু ঠোঁটের মাঝে ফুটে উঠলো বিজয়ের প্রচ্ছন্ন চাপা একটা হাসি। ঘোড়ার খুরের পাশাপাশি মানুষের পায়ের চিহ্ন দেখে আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে বলে উঠলাম, 'এর আগে তো ঘোড়াটা একলাই ছিলো!'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু এ আবার কি?'

দু জোড়া পায়ের ছাপ খানিকটা এগিয়ে হঠাৎ আবার কিংস পাইল্যাণ্ডের দিকে মোড় ঘুরেছে। আমরা সেই দাগ অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম। দাগগুলোর ওপরেই নজর থাকায় হোমস খেয়াল করেনি, অথচ আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখলাম খানিকটা তফাতে ওই একই পায়ের চিহ্ন আবার উলটো দিকে ফিরে গেছে।

হোমসকে একথা জানাতেই ও আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো। 'উঃ, এবারের জন্যে তুমি খুব বাঁচিয়ে দিলে ওয়াটসন! নইলে একগাদা হেঁটে আবার এই পথেই আমাদের ফিরে আসতে হতো। চলো, এই ফিরতি পায়ের ছাপগুলো অনুসরণ করি।'

আমাদের বেশি দূর যেতে হলো না। ক্যাপেলটন আস্তাবলের ফটকের ঠিক উলটো দিকে, পিচের রাস্তার এপার পর্যন্ত এসে পায়ের চিহ্ন শেষ হয়ে গেছে। রাস্তা পেরিয়ে ফটকের দিকে এগুতেই একজন ছোকরা সহিস দ্রুত ছুটে এলো। 'এদিকে বেশি ঘোরা-ফেরা করবেন না মশাই, সোজা কাটুন তো এখান থেকে।'

'না না, এক্ষুণি চলে যাচ্ছি ··শুধু তোমাকে একটা কথা জিগেস করবো।' সম্ভবত কিছু টাকা-পয়সা বার করার জন্যে হোমস ছোট কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলো। 'কাল খুব ভোরে, ধরো পাঁচ-টায় যদি আসি তোমার মনিব, মিস্টার সাইলাস ব্রাউনের সঙ্গে কি দেখা হতে পারে?'

'হ্যাঁ, উনি তার আগেই ওঠেন। ওই যে, উনি আসছেন···যা জিগেস করার আপনি নিজে বরং ওঁকে জিগেস করুন। না না, ওঁর সামনে আমাকে টাকা-পয়সা কিছু দেবেন না। যদি দিতে চান, না হয় পরেই দেবেন।'

শার্লক হোমস আধ-ক্রাউনটা আবার তার পকেটে পুরে রাখতে না রাখতেই দেখা গেলো ভয়ঙ্কর দেখতে একজন বয়স্ক লোক চাবুক দোলাতে দোলাতে এসে হাজির হলেন।

'এই ডাউসন, এখানে কি হচ্ছে?' থমথমে গম্ভীর গলায় উনি ধমকে উঠলেন! 'বাজে বকবক না করে, যাও নিজের কাজ করো গে! আর আপনারা···আপনারা আবার মরতে এখানে এসে জুটলেন কোথেকে।'

হোমসই প্রথম এগিয়ে এসে অত্যন্ত মোলায়েম স্বরে শুরু করলো। 'এই হুজুরের সঙ্গে শুধু মিনিট দশেক একটু আলাপ করার···'

'দেখুন মশাই, প্রতিটা ভবঘুরে বাউণ্ডুলেদের সঙ্গে কথা বলার সময় আমার নেই। তাছাড়া এ অঞ্চলে উটকো লোকেরা ঘোরাফেরা করুক এটাও আমার পছন্দ নয়! ভালোয় ভালোয় শিগগির সরে পড়ুন, নইলে কুকুর লেলিয়ে দেবো।'

সামনের দিকে একটু ঝুঁকে এসে হোমস প্রশিক্ষকের কানে কানে কি যেন বললো। আর সে কথা শুনে সাইলাস ব্রাউন রীতিমতো চমকে উঠলেন, মুহূর্তের মধ্যে অসম্ভব ক্রোধে তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে গেলো।

'না মিথ্যে কথা! ডাহা মিথ্যে কথা!' উনি চিৎকার করে উঠলেন।

'বেশ ভালো কথা। কিন্তু এ আলোচনা রাস্তার ওপর এই হাটের মধ্যিখানে না দাঁড়িয়ে আপনার ঘরের মধ্যে হলে ভালো হতো না?'

'সে আপনার যা অভিরুচি। চলুন, বরং ভেতরেই যাই।'

হোমস চাপা ঠোঁটে হাসলো। 'তুমি এক মিনিট এখানে অপেক্ষা করো ওয়াটসন, আমি এখুনি ফিরে আসছি। চলুন মিস্টার ব্রাউন।'

এক মিনিটের জায়গায় দেখতে দেখতে কুড়িটা মিনিট কেটে গেলো। দুজনে যখন ফিরে এলো, বিদায়-সূর্যের শেষ রক্তিম আভা মিলিয়ে গিয়ে সারা আকাশ প্রায় সায়ান্ধকারে ভরে উঠেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে সাইলাস ব্রাউনের যে এমন অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে যাবে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। সারা মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, কপালে ফুটে উঠেছে গুঁড়িগুঁড়ি ঘাম, হাতে ধরা চাবুকটা বাতাসে দোলানো শাখার মতো থর থর করে কাঁপছে, ওঁর সেই হম্বিতম্বি আত্মম্ভরি ভাবটা কোথায় উধাও হয়ে গেছে, হোমসের পাশাপাশি বেচারি প্রভুভক্ত কুকুরের মতো গুটিগুটি পায়ে এসে হাজির হলেন।

'আজ্ঞে, নিশ্চয়ই...আপনার কথা মতোই কাজ হবে স্যার।'

'দেখবেন, যেন কোনো ভুল বা নড়চড় না হয়।'

সাইলাস ব্রাউন কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেলেন। 'না না স্যার, কোনো ভুলচুক হবে না···আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আচ্ছা, পরিবর্তনটা কি আমি আগেই করবো, না পরে?'

ক্ষণিকের জন্যে চুপ করে থেকে হোমস কি যেন ভাবলো, তারপর হাসতে হাসতে বললো, 'না, থাক···এ সম্পর্কে আমি আপনাকে পরে চিঠি লিখে জানাবো। কিন্তু দেখবেন, যদি কোনো রকম চালাকি করার চেষ্টা করেন···'

'না না, আপনি বিশ্বাস করুন···'

'ওটাকে কিন্তু আপনি নিজের মতো করেই যত্ন নেবেন মিস্টার ব্রাউন।'

'আপনি আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন স্যার।'

'হ্যাঁ, তা বোধহয় পারি। ঠিক আছে, কাল আপনাকে খবর পাঠাবো।'

ব্রাউনের বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা উপেক্ষা করেই হোমস ঘুরে

দাঁড়ালো, তারপর আমরা দুজনে কিংস পাইল্যাণ্ডের দিকে পা বাড়ালাম।

'সাইলাস ব্রাউনের মতো এমন হামবড়া মেজাজ, ভীরুতা, নীচতা, ছিঁচকেমি—একধারে চরিত্রের এমন বিচিত্র সমাবেশ আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি।' ক্লান্ত, শ্রান্ত পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে হোমস মন্তব্য করলো।'

'তাহলে কি ঘোড়াটা ওঁর ওখানেই আছে?'

'প্রথমে অবশ্য উনি অস্বীকারই করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি যখন সেদিন সকালে ওঁর কার্যকলাপের নিখুঁত বর্ণনা দিলাম, উনি ভাবলেন আমি বুঝি সব লুকিয়ে লুকিয়ে লক্ষ্য করেছি। কাদার মধ্যে তুমি যে চৌকো-গোড়ালি জুতোর ছাপটা লক্ষ্য করেছো, সেটা ওঁরই জুতোর ছাপ। আমি ওঁকে বললুম কেমন করে অভ্যেস-মতো সেদিন খুব ভোরবেলায় বেড়াতে বেরিয়ে একটা নতুন ঘোড়াকে প্রান্তরে চরে বেড়াতে দেখলেন এবং তার কপালের সাদা চিহ্নটা দেখেই উনি পৃথিবীর সবচেয়ে নামজাদা ঘোড়াটাকে চিনতে পারলেন, যে একমাত্র ওঁর ঘোড়াটাকে বাজিতে হারিয়ে দিতে পারে। প্রথমে ওঁর ইচ্ছে ছিলো ঘোড়াটাকে কিংস পাইল্যাণ্ডে রেখে আসার, কিন্তু হঠাৎ মাথায় শয়তানি বুদ্ধি এলো দৌড় শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘোড়াটাকে লুকিয়ে রাখবেন, এবং যখন বললুম উনি কেমন করে সিলভার ব্লেজকে আবার ফিরিয়ে এনে ক্যাপেলটনে লুকিয়ে রাখলেন, তখন নিজের পিঠের চামড়া বাঁচানোর আশায় সব স্বীকার করে ফেললেন।'

'কিন্তু ওঁর আস্তাবলে তো তল্লাসি চালানো হয়েছে?'

'হলেই বা, ওঁর মতো ঘাগী ঘোড়াচোরের পেটে কত রকম যে ফন্দিফিকির আছে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না!'

'কিন্তু তুমি এখন কোন্ ভরসায় ঘোড়াটাকে ওঁর হাতে ছেড়ে দিয়ে এলে, উনি তো কোনো রকম ক্ষতি করতে পারেন?'

'ও হে বন্ধুবর, মানুষ-চরিত্র সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই। উনি খুব ভালো করে জানেন রেহাই পেতে গেলে ঘোড়াটাকে এখন চোখের মণির মতো করে আগলে রাখতে হবে।'

'কিন্তু কর্নেল রসকে দেখে এত সহজে কাউকে ছেড়ে দেবার পাত্র বলে তো মনে হলো না।'

'এ ব্যাপারে কর্নেল রসের কোথাও কোন ভূমিকা নেই। আমি আমার সম্পূর্ণ নিজের পদ্ধতিতে চলি, এবং যতটুকু প্রয়োজন, কেবল ততটুকুই বাইরের লোককে জানতে দিই। শখের সত্যান্বেষী হবার মজাটাই এখানে। তুমি লক্ষ্য করেছো কিনা জানি না ওয়াটসন, কর্নেল কিন্তু আমাকে যথেষ্ট তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতেই গ্রহণ করেছেন। এবার আমি ওঁকে একটু ল্যাজে খেলাব। তুমি যেন ওঁকে আবার ঘোড়াটার কথা কিছু বোলো না।'

'না না, তোমার অমতে আমি কিছুই বলবো না।'

'তাছাড়া, জন স্ট্রেকারের হত্যাকারী কে সে-প্রশ্নের তুলনায় এটা নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার।'

'তুমি কি এখন তাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করবে নাকি?'

'বরং ঠিক তার উলটো। আজ রাতের গাড়িতেই আমরা লণ্ডনে ডেভনশায়ারে ফিরে যাবো।'

ওর কথায় আমার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়লো। সবে কয়েক ঘণ্টা হলো ডেভনশায়ারে এসে পৌঁচেছি, এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন অকল্পনীয় সাফল্যের পর হঠাৎ সমস্ত তদন্ত ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকলো না। এবং কর্নেল রসের বাসায় না পৌঁছনো পর্যন্ত ওঁর মুখ থেকে আর একটাও শব্দ শুনলাম না। বাইরের বসার ঘরেই কর্নেল রস আর ইনসপেক্টর গ্রেগরি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

'আপনাদের ডার্টমুরের এই চমৎকার মিঠে হাওয়া প্রাণ ভোরে উপভোগ করলাম বটে' অদ্ভুত রহস্যময় ভঙ্গিতে হোমস হাসতে হাসতে

বললো। 'কিন্তু এত সৌভাগ্য কপালে টিঁকলো না। আজ রাতের গাড়িতেই আমরা শহরে ফিরে যাচ্ছি।'

ইনসপেক্টর বিস্মিত হলেন, কর্নেলের ঠোঁটদুটো অবজ্ঞায় বেঁকে ছোট হয়ে গেলো। উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে স্ট্রেকারের হত্যাকারীকে গ্রেফতার করার আশা আপনি ছেড়ে দিলেন?'

হোমস কাঁধ ঝাঁকালো। 'হ্যাঁ, বড়রকম কতকগুলো বাঁধা থাকায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। তবে আশা করি আগামী মঙ্গলবার আপনার ঘোড়া মাঠে দৌড়বে, জকি প্রস্তুত রাখবেন। আর আমাকে জন স্ট্রেকারের একটা ছবি দিতে পারেন?'

ইনসপেক্টর সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা খাম বার করে হোমসের দিকে এগিয়ে দিলেন।

'নাঃ, ইনসপেক্টর গ্রেগরি দেখছি সবসময়েই আমাকে সাহায্য করার জন্যে একেবারে প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। যদি কিছু মনে না করেন, আমি এডিথকে একটা প্রশ্ন করে আসি, দু এক মিনিটের বেশি সময় লাগবে না।'

হোমস ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে না যেতেই কর্নেল রস স্পষ্টই বলে ফেললেন, 'নাঃ, লণ্ডন থেকে বিশেষজ্ঞ আনিয়ে কোনো লাভই হলো না। এখন দেখছি ওঁর আসা-না-আসা দুই-ই সমান।'

'কিন্তু আর কিছু না হোক আপনার ঘোড়াটা তো মঙ্গলবার দৌড়বে।' আমি প্রতিবাদ করলাম।

কর্নেল চটে উঠলেন। 'অহেতুক এই আশ্বাসবাণীর চেয়ে ঘোড়াটাকে ফিরিয়ে পেলেই বরং ভালো হতো।'

বন্ধুর সপক্ষে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলুম, এমন সময় হোমস নিজেই ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলো। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে টুপিটা নিয়ে বিদায় জানালো। 'তাহলে অনুমতি দিন, ট্যাভিস্টকের দিকে রওনা হই।'

সবে টমটমে উঠতে যাবো, তার আগেই আস্তাবলের একজন

ছোকরা এসে দরজা খুলে দিলো। হঠাৎ কি মনে পড়ায় হোমস সামনের দিকে ঝুঁকে এলো, ওর কাঁধে হাত রেখে জিগেস করলো, 'আচ্ছা ভাই, তোমাদের খোঁয়াড়ে কতকগুলো ভেড়া রয়েছে দেখছি, ওগুলোকে দেখাশোনা করে বলতে পারো ?'

'আজ্ঞে, আমি।'

'আচ্ছা, খুব সম্প্রতি ওগুলোর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছো ?'

'না, তেমন কিছু নয়···তবে তিনটে ভেড়া হঠাৎ খোঁড়া হয়ে গ্যাছে।'

মুখে অস্ফুট শব্দ করে হাতে হাত ঘষার ভঙ্গি দেখে আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম হোমস ওর জবাব শুনে দারুণ খুশি হয়েছে। কনুই দিয়ে গোঁতা মেরে আমাকে বললো, 'বিরাট খবর ওয়াটসন, দারুণ খবর। আর মিস্টার গ্রিগরি, ভেড়াদের হঠাৎ এই সংক্রামক ব্যাধির ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখবেন, চলি। কোচোয়ান গাড়ি হাঁকাও।'

বন্ধুর অক্ষমতায় কর্নেল রসের মুখ তখনও গম্ভীর হয়ে রয়েছে, কিন্তু ইনসপেক্টরের মুখ দেখলাম চকিতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। অত্যন্ত গভীর আগ্রহে উনি জিগেস করলেন, 'এটাকে কি আপনি খুব একটা দরকারী বলে মনে করেন ?'

'দরকারী মানে, অত্যন্ত দরকারী !'

'আচ্ছা, এ ছাড়া কি আর অন্য কোনো বিষয় আছে যার ওপর আমার বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন ?'

'সে রাতে কুকুরটার অদ্ভুত আচরণের কথাটা একবার বিবেচনা করে দেখবেন।'

'সে রাতে কুকুরটা চেঁচামেচি বা ওই ধরনের কিছুই করেনি।'

'সেটাই তো অদ্ভুত ব্যাপার।'

সেই ঘটনার চারদিন পর হোমস আর আমি আবার ট্রেনে চেপে

উইনচেস্টারের দিকে রওনা হলাম ওয়েসেক্স কাপের ঘোড়দৌড় দেখতে। পূর্ব নির্দেশ মতো আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যে কর্নেল রস স্টেশনে হাজির ছিলেন। ওঁর গাড়িতে করেই আমরা শহর ছাড়িয়ে সোজা মাঠের দিকে পাড়ি জমালাম। কিন্তু কর্নেলের মুখ দেখলাম খুবই থমথমে, গম্ভীর, আর আচরণটাও তদ্রুপ।

উনি বললেন, 'এখনও পর্যন্ত ঘোড়াটার কোনো খোঁজ নেই।'

'দেখলে চিনতে পারবেন তো?' হোমস টিপ্পুনি কাটলো।

কর্নেল রস রীতিমতো রেগে উঠলেন। 'এ লাইনে আজ আমি বিশ বছর কাজ করছি মশাই, এমন প্রশ্ন এর আগে কেউ আমাকে কখনও করেনি। সাদা কপাল আর চিত্রির-বিচিত্রির করা সামনের পা দেখলে একটা বাচ্চাও ঘোড়াটাকে চিনতে পারবে।'

'কি দর যাচ্ছে?'

'সেটাই সবচেয়ে অবাক কাণ্ড। গতকাল পর্যন্তও দর ছিলো পনেরো টাকায় এক টাকা। কিন্তু এখন দর কমতে কমতে এসে দাঁড়িয়েছে তিন টাকায় এক টাকা।'

'হুঁ! পরিস্কারই বোঝা যাচ্ছে কেউ না কেউ ভেতরের খবর সব জানে।'

গাড়িটা গ্র্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের ধারে ঘেঁষে দাঁড়াতেই, প্রবেশ পথের মাথায় টাঙিয়ে দেওয়া তালিকাটা আমাদের চোখে পড়লো। পড়লাম :

> ওয়েসেক্স প্লেট, প্রতি ফুটে পঞ্চাশ সভ্রিন্। চার আর পাঁচ বয়েসীর জন্যে বাড়তি এক হাজার সভ্রিন্। দ্বিতীয় পুরস্কার তিনশো পাউণ্ড! তৃতীয় পুরস্কার দুশো পাউণ্ড। এক মাইল পাঁচ ফারলঙের নতুন দৌড়।
>
> ১. মিঃ হিথ নিউটনের 'দি নিগ্রো' (লাল টুপি, দারুচিনি রঙের পোশাক)
>
> ২. কর্নেল ওয়ার্ডলর 'পিউজিলিস্ট' (গোলাপী রঙের টুপি, নীল-কালো পোশাক)

৩. লর্ড ব্যাকওয়াটারের ‘ডেসবোরো’ (হলদে টুপি, ফিকে হলদে রঙের পোশাক)

৪. কর্নেল রসের ‘সিলভার ব্লেজ’ (কালো টুপি, লাল পোশাক)

৫. ব্যালমোরালের ডিউকের ‘আইরিস’ (হলদে আর কালো ডোরাকাটা পোশাক)

৬. লর্ড সিংগ্‌লফোর্ডের ‘র‍্যাসপার’ (বেগনী রঙের টুপি, কালো হাতা)

কর্নেল বললেন, ‘আপনার আশ্বাস পেয়েই আমরা অন্য ঘোড়াটার নাম বাতিল করে দিয়েছি। কিন্তু, একি ! সবার মুখেই যে সিলভার ব্লেজের নাম শুনছি।’

‘সিলভার ব্লেজ, পাঁচে চার ! সিলভার ব্লেজ, পাঁচে চার !’ বৃত্তের মধ্যে থেকে চিৎকার শোনা গেলো। ‘ডেসবোরো, পনেরোয় পাঁচ ! সিলভার ব্লেজ, মাঠেই পাঁচে চার !’

‘ওই দেখুন, নম্বর টাঙিয়ে দিচ্ছে !’ আমি কর্নেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম ! ‘ছটা ঘোড়াই তো রয়েছে দেখছি !’

‘ছটা ঘোড়া ! তার মানে আমার ঘোড়াটাও দৌড়াচ্ছে !’ উত্তেজনায় কর্নেল রসের গলার স্বর কেঁপে উঠলো। ‘কিন্তু কই, ওকে তো দেখতে পাচ্ছি না ?’

‘পাঁচটা চলে গেছে। এবারে শেষের ঘোড়াটা নিশ্চয় আপনারই হবে।’

কথা শেষ হতে না হতেই ওজন নেওয়ার কাঠগড়া থেকে বাদামী রঙের একটা তেজী ঘোড়া লাফিয়ে নেমে আমাদের পাশ দিয়ে টগবগিয়ে ছুটে গেলো, পিঠে তার কর্নেলের সুপরিচিত কালো টুপি, লাল পোশাকওয়ালা জকি।

‘না না, এটা আমার ঘোড়া নয়···কপালে সাদা লোম নেই !’ কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন।’ ‘এ আপনি কি করলেন মিস্টার হোমস ?’

‘আচ্ছা, দেখাই যাক না ঘোড়াটা কেমন দৌড়োয়।’ শান্ত স্বরে

ছোট্ট করে জবাব দিলো হোমস। আমার হাত থেকে দূরবীণটা নিয়ে দেখলো, তারপর একসময়ে হঠাৎ করেই চেঁচিয়ে উঠলো। 'বাঃ আরম্ভটা ভারি চমৎকার হয়েছে! ওই দেখুন, ওরা এখন ঘুরছে।'

আমাদের গাড়ি থেকে সমস্তটা খুব ভালোই দেখা যাচ্ছিলো। ছটা ঘোড়াই এমন পাশাপাশি ছুটছিলো যে একটা গালচেতেই সব-কটাকে ঢেকে দেওয়া যেতে পারতো। কিন্তু মাঝ বরাবর পৌঁছতেই ক্যাপেলটন আস্তাবলের হলদে রঙের ঘোড়াটা সামান্য এগিয়ে এলো, ডেসবরোর দম গেলো ফুরিয়ে আর কর্নেল রসের ঘোড়াটা দ্রুত ধেয়ে এসে ছ ফার্লং-এর ব্যবধানে বাজি মাত করে দিলো। ব্যালমোরালের ডিউকের ঘোড়াটা বিশ্রী ভাবে পেছিয়ে পড়ে তৃতীয় হলো।

'যদিও আমার ঘোড়াটা বাজিমাত করেছে', দু আঙুলে চোখের কোলদুটো টিপে ধরে কর্নেল হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন। 'কিন্তু আমি এর মাথা-মুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। আর কতক্ষণ আমাকে এই রহস্যের মধ্যে রাখবেন বলুন তো মিস্টার হোমস?'

'এখুনিই সবকিছু জানতে পারবেন কর্নেল রস। চলুন, সবাই মিলে গিয়ে ঘোড়াটাকে দেখে আসি।' আমরা ওজন করার ঘেরা জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানে কেবল ঘোড়ার মালিক আর তাঁর বন্ধুদেরই ঢোকার হুকুম আছে। এগিয়ে এসে হোমস বললো, 'এই নিন আপনার ঘোড়া। এর মুখ আর পা স্পিরিট দিয়ে পরিস্কার করে নিলেই আপনার পরিচিত সিলভার ব্লেজকে দেখতে পাবেন।'

'ভারি তাজ্জব ব্যাপার তো!'

'একজন জোচ্চোরের আস্তাবলে আমি ওকে খুঁজে পেয়েছি, এবং যেমনটি পেয়েছি ঠিক তেমনিভাবেই ওকে মাঠে দৌড়তে দিয়েছি।'

'সত্যি, আপনি ভারি অদ্ভুত মিস্টার হোমস! ঘোড়াটা তো বেশ ভালোই আছে দেখছি। তাছাড়া, জীবনে এত ভালো ও বোধ হয় আর কখনও দৌড়োয়নি। প্রথমে আপনার ক্ষমতা সম্পর্কে যে সন্দেহ হয়েছিলো তার জন্যে আপনার কাছে আমি হাজারবার ক্ষমা চাইছি।

ঘোড়াটাকে উদ্ধার করে আপনি যে আমার কত বড় উপকার করলেন তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। এখন শুধু জন স্ট্রেকারের হত্যাকারীকে যদি খুঁজে বার করতে পারেন তাহলেই আমার সব আশা পূর্ণ হয়।'

'তাও পেরেছি।' হোমস ছোট্ট করে জবাব দিলো।

'কর্নেল রস আর আমি দুজনেই ভীষণ চমকে উঠলাম, স্তব্ধ বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জিগেস করলাম, 'তুমি তাকে ধরতে পেরেছো! কই, কোথায়?'

'এই তো এখানে।'

'এখানে! কই?'

'আপাতত আমাদের সঙ্গেই রয়েছে।'

কর্নেল রস দপ করে জ্বলে উঠলেন, ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'নিঃসন্দেহে আমি আপনার কাছে উপকৃত মিস্টার হোমস। কিন্তু এই মুহূর্তে যা বললেন, হয় অত্যন্ত বাজে ঠাট্টা, নয় তো রীতিমত অপমানকর।'

হোমস হেসে উঠলো। 'বিশ্বাস করুন, জঘন্য এ-হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমি আপনাকে আদৌ জড়াতে চাইনি কর্নেল রস। প্রকৃত হত্যাকারী আপনার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

কথাটা বলেই এগিয়ে এসে ও বনেদী বংশের তেজী ঘোড়াটার মসৃণ গলায় হাত বোলাতে লাগলো।

'সিলভার ব্লেজ খুন করেছে!' আমরা দুজনেই যেন আকাশ থেকে পড়লাম।

'হ্যাঁ, সিলভার ব্লেজই। তবে ওর স্বপক্ষে শুধু এটুকু বলতে পারি, আত্মরক্ষার জন্যে এ-কাজ করতে ও বাধ্য হয়েছে। আর জন স্ট্রেকার আপনার বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য ব্যক্তি। চলুন. ঘণ্টা পড়ছে, এবারের বাজিতে আমার সামান্য কিছু না কিছু জেতা দরকার। পরে সবিস্তারে আপনাকে সব জানাবো।'

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় আমরা তিনজনে পুলম্যান কোচের একটা

নিরিবিলি কোণায় বসে লণ্ডনে ফিরছিলাম। সোমবার রাত্তিরে ডার্টমুর প্রশিক্ষণ আস্তাবলে কি কি ঘটেছিলো এবং হোমস কেমন করে সেই রহস্য উদ্ঘাটন করলো, তারই বর্ণনা শুনতে শুনতে এতটা পথ কখন যে প্রায় ফুরিয়ে এলো টেরই পেলাম না।

হোমস অকপটেই স্বীকার করলো, 'প্রথমে সংবাদপত্রে ঘটনাটা পড়ে যে সিদ্ধান্ত খাড়া করেছিলাম, তা সবই ভুল। অথচ বিশদ বিবরণে কিছু চাপা পড়লেও, ওর মধ্যেই নিহিত ছিলো ঘটনার মূল সূত্র। যদিও ফিটজরয় সিম্পসনের বিরুদ্ধে প্রমাণপত্র আদৌ সম্পূর্ণ ছিলো না, তবু ডেভনশায়রে পৌঁছোনোর আগে পর্যন্ত আমার ধারণা ছিলো ওই অপরাধী।

'গাড়িতে করে প্রশিক্ষকের বাড়িতে যেতে যেতেই আমি মাংসের ঝোলের স্বরূপটা প্রথম ধরতে পারলাম। তোমাদের হয়তো মনে আছে, সে-সময়ে আমি এমনই তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে গাড়ি থেকে সবাই নেমে যাওয়ার পরেও আমি বসে ছিলাম। জলের মতন এমন একটা সহজ সূত্র কি করে আমার নজর এড়িয়ে গেলো, সেইটে ভেবেই আমি অবাক হয়ে গেলাম।'

'কিন্তু আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না,' কর্নেল স্পষ্টই স্বীকার করলেন। 'ওটা আবার আপনাকে কিভাবে সাহায্য করলো!'

'বলতে পারেন আমার চিন্তাধারার ওটাই প্রথম যোগসূত্র। গুঁড়ো আফিমের স্বাদ অত্যন্ত বিশ্রী এবং তেমন কোনো উগ্র গন্ধ না থাকলেও চট করে ধরা পড়ে। সাধারণ কোনো খাবারের সঙ্গে মেশালে যে খাচ্ছে নিঃসন্দেহে সে ধরে ফেলতো, আর খেতোও না। মাংসের ঝোলই হচ্ছে গন্ধ ঢাকার একমাত্র উপযুক্ত জিনিস। কিন্তু ফিটজরয় সিম্পসনের মতো একজন অপরিচিত আগন্তুকের পক্ষে সেদিন রাতে প্রশিক্ষকের বাড়িতে মাংস রাঁধা হচ্ছে কি হচ্ছে না অনুমান করা যেমন কঠিন, তার চাইতেও এটা ভেবে নেওয়া কঠিন হবে যে ঠিক সেদিন রাতেই গন্ধ ঢাকার জন্যে মাংসের ঝোলে মেশাবে

বলে লণ্ডন থেকে গুঁড়ো আফিম সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। সত্যিই ব্যাপারটা অসম্ভব। ফলে স্বভাবতই সিম্পসন এই ঘটনার তালিকা থেকে বাদ গেলো। বাকি রইলো কেবল দুজন যারা সেদিন রাতে মাংসের ঝোলের ব্যবস্থা করতে পারে--জন স্ট্রেকার আর তাঁর স্ত্রী। একটা জিনিস বুঝতে আমার কোনো অসুবিধে হয়নি—আফিম মেশানো হয়েছে নেডের জন্যে খাবার আলাদা করে সরিয়ে রাখার পর, কেননা আস্তাবলের অন্য দুজন পাহারাদার ছোকরাও ওই একই খাবার খেয়েছে, অথচ ওদের কিছু হয়নি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সিম্পসন আর তাঁর স্ত্রীর মধ্যে কে এডিথের অলেক্ষ্যে নেডের মাংসে বিষ মেশানো ?

'এ প্রশ্নের মীমাংসা করার আগে আমাকে কুকুরের নীরব থাকার কারণটা তলিয়ে দেখতে হলো, নইলে এক সত্য থেকে আর এক সত্যে কোনোদিনই উপনীত হওয়া যেতো না। সিম্পসনের বক্তব্যে জানা গ্যাছে আস্তাবলে কুকুর রাখা হয়। কিন্তু কেউ একজন আস্তা-বলে ঢুকলো, ঘোড়াটাকে বাইরে বার করে আনলো অথচ কুকুরটা এমন কোনো চেঁচামেচি করলো না যাতে ওপরের তলায় ছোকরা দুজনের ঘুম ভেঙে যায়। ফলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে নিশুত রাতের অতিথিটি শিকারী কুকুরটার অত্যন্ত পরিচিত।

'তখন থেকেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জন স্ট্রেকারই মাঝরাতে আস্তা বলে গিয়ে সিলভার ব্লেজকে বাইরে বার করে এনেছিলেন। কিন্তু কেন ? নিশ্চয়ই কোনো কুমতলব ছিলো, নইলে উনি নিজের আস্তা-বলের ছোকরার খাবারে বিষ মেশাতে যাবেন কেন ? তবু আসল উদ্দেশ্যটা যে কি আমি তখনও বুঝতে পারিনি। অনেক সময় দেখা গ্যাছে প্রশিক্ষকরা জকি বা ভাড়া করা লোকের মাধ্যমে নিজের ঘোড়ার পেছনে প্রচুর টাকা ঢেলে শেষ পর্যন্ত কোনো অজুহাতে ঘোড়াটাকে দৌড়তে দেয়নি। কিন্তু এখানে কি কারণ থাকতে পারে?

তখন আমি মৃতের হাতে পাওয়া ছুরিটা থেকেই এ' প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম।

'নিশ্চয় কেউ অস্বীকার করবে না, সুস্থ স্বাভাবিক কোনো মানুষ সূক্ষ্ম ধরণের অস্ত্রোপাচার করার মতো অতটুকুন একটা ছুরিকে আত্ম-রক্ষার অস্ত্র হিসেবে বেছে নেবেন। না, সে দিন রাতে জন স্ট্রেকারও ছুরিটাকে আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে বেছে নেননি, নিয়েছিলেন অস্ত্রো-পচার করবেন বলেই। কর্নেল রস, ঘোড়া সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে ঘোড়ার পেছনের দাবনায় রক্তবাহী প্রধান শিরাটা একটু চিরে দিলে ঘোড়াটা সামান্য একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটবে, অথচ বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাবে না। সবাই ভাববে অতিরিক্ত অনুশীলন বা সামান্য একটু বাতেই বুঝি এমনটা হয়েছে।'

'আচ্ছা শয়তান তো!' কর্নেল রস চিৎকার করে উঠলেন।

'এর থেকে খুব সহজেই বোঝা যায় জন স্ট্রেকার কেন ঘোড়াটাকে বাইরে বার করে নিয়ে গিয়েছিলেন। অমন একটা তেজী ঘোড়ার গায়ে ছুরির খোঁচা লাগলেই লাফিয়ে-ঝাপিয়ে সে পাড়া মাথায় করে ছাড়বে। তাই তাকে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিয়ে যাওয়াটা ছিলো একান্তই প্রয়োজন।

'ইশ্, আমি কি অন্ধ!' হোমসের কথার মাঝেই কর্নেল নিজেকে তিরস্কার করে উঠলেন। 'ওঃ, এই জন্যেই বুঝি ওর মোমবাতি আর দেশলাইএর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো!'

'ঠিক তাই।' মুচকি হেসে হোমস ওঁকে সমর্থন করলো। 'মৃতের জিনিসপত্র পরীক্ষা করে আমি শুধু অপরাধের প্রদ্ধতিটাই বুঝতেপারিনি, বুঝতে পেরেছিলাম তার উদ্দেশ্যও। অভিজ্ঞ মানুষ হিসেবে নিশ্চয়ই আপনি অস্বীকার করবে না কর্নেল রস, অন্যের বিল কেউ নিজের পকেটে বয়ে বেড়ায় না। অন্যের তোদূরের কথা, নিজেদের বিল মেটাতে মেটাতেই অনেক সময় আমাদের মাথার চুল পেকে যায়। তাই আমার

মনে হলো জন স্ট্রেকারকে নিশ্চয়ই দুটো সংসার চালাতে হচ্ছে। বিলের ধরণ দেখেই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা নারী ঘটিত, এবং সে নারী অত্যন্ত বিলাসী। প্রশিক্ষককের মতো সাধারণ একজন কর্মচারীকে আপনি যত মোটা মাইনেই দেন না কেন, তাঁর পক্ষে বাড়ির মেয়েদের জন্যে কুড়ি গিনিরও একটা পোশাক কেনা সম্ভব হয় না···অথচ ওঁর একটা মাত্র পোশাকের দাম পড়েছে সাঁইত্রিশ পাউণ্ড পনেরো শিলিং। কোনো রকম বোঝার অবকাশ না দিয়ে শ্রীমতী স্ট্রেকারকে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম ও ধরণের পোশাক উনি কখনও চোখেও দেখেননি। তখন পোশাক-বিক্রোতার ঠিকানাটা টুকে নিয়ে ইনসপেক্টরের দেওয়া জন স্ট্রেকারের ছবিটা নিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করলাম। তখন থেকেই ডার্বিশায়ারের ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মতো পরিস্কার হয়ে গেলো।

'যাতে আলোটা কারুর চোখে না পড়ে সেই জন্যে স্ট্রেকার ঘোড়াটাকে খাদের দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সিম্পসন দৌড়ে পালাতে গিয়ে তার গলাবন্ধটা ফেলে গিয়েছিলো, হয়তো ঘোড়ার পা বাঁধার জন্যেই জন স্ট্রেকার সেটাকে কুড়িয়ে নেন। খাদের মধ্যে গিয়ে ঘোড়ার পেছনে দাঁড়িয়ে উনি আলো জ্বাললেন। কিন্তু হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ভয় পেয়েই হোক আর পশুদের সহজাত অনুভূতির দ্বারা কোনো দুরভিসন্ধি আঁচ করেই হোক, ঘোড়াটা সজোরে চাঁট মারে, বিদ্যুৎবেগে ইস্পাতের নালটা এসে লাগে জন স্ট্রেকারের মাথায়। ওই ধরণের সুক্ষ্ম কাজ খুব তাড়াতাড়ি করতে সুবিধে হবে ভেবে বৃষ্টি সত্ত্বেও উনি ওভারকোটটা খুলে রাখেন, তারপর ঘোড়ার চাঁট খেয়ে ঘুরে পড়ার সময় নিজের ছুরিতেই ওঁর দাবনার বেশ খানিকটা অংশ গভীর ভাবে চিরে যায়। আশা করি সমস্ত ব্যাপারটাই আমি পরিস্কার করে রাখতে পেরেছি।'

'অপূর্ব। সত্যিই, আপনার কোনো তুলনা হয় না মিস্টার হোমস।' অভিভূতের মতো বলে উঠলেন কর্নেল রস। 'মনে হচ্ছে আপনি যেন

সবসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।'

'আমার শেষ চালটা অবশ্য একটু অন্যধরণের, কিছুটা সুদূর-প্রসারীও বলতে পারেন। হঠাৎ করেই আমার মনে হলো, স্ট্রেকারের মতো একজন ধূর্ত লোক রক্তবাহী-শিরা চেরার আগে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও পরীক্ষা চালিয়ে হাত পাকাবেন। কিন্তু কি উপায়ে সেটা সম্ভব? হঠাৎ আপনার খোঁয়াড়ে ভেড়াগুলোর ওপর নজর পড়তেই আমি চমকে উঠলাম, ছোকরা পরিচারককে দু-একটা প্রশ্ন করতে বুঝতে পারলাম আমার ধারণা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত।'

'সত্যি, আপনাকে প্রশংসা জানাবার কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না মিস্টার হোমস! এখন আমার কাছে সবটাই জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গ্যাছে।'

'লণ্ডনে ফিরে গিয়ে পোশাক-বিক্রেতাকে জন স্ট্রেকারের ছবিটা দেখাতেই ওরা সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলো, জানালো উনি একজন রীতিমতো শাসালো খদ্দের, প্রায়ই স্ত্রীর জন্যে খুব দামী দামী পোশাক কেনেন। আমার তখন বুঝতে কোনো অসুবিধে হলো না ওই ভদ্র-মহিলার জন্যেই স্ট্রেকার একগলা দেনায় ডুবে গিয়েছিলেন এবং এই জন্যেই ওঁকে এমন জঘন্য একটা মতলব ভাঁজতে হয়েছিলো।'

'সবই তো বললেন, কিন্তু ঘোড়াটাকে কোথায় পেলেন তা কিন্তু এখনও জানতে পারিনি মিস্টার হোমস!'

'ওহো, বলতে ভুলে গেছি···চাঁট মেরেই ঘোড়াটা ছুটে পালিয়ে যায়। আপনারই একজন প্রতিবেশীর আস্তাবলে এতদিন আদরযত্নে ছিলো। যদি ওঁকে একটু ক্ষমা-ঘেন্না করে নেন ভালো হয়। মনে হচ্ছে আমরা ক্ল্যাপহ্যাম জংশনে পৌঁছে গেছি···হুঁ, ঠিক তাই। তাহলে আর মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌঁছে যাবো। গরিবের আস্তানায় যদি একটু ধূমপান করে যান, সত্যিই খুব খুশি হবো কর্নেল রস। তখন যদি আপনার খুঁটিনাটি আরও কিছু জানার থাকে সবিস্তারে জানাতে পারবো।'

রোগা লিকলিকে দীর্ঘ পিঠখানা বেঁকিয়ে হোমস কয়েক ঘণ্টা ধরে কাচের পাত্রটার দিকে ঠায় তাকিয়ে বসে রয়েছে। পাত্রটায় কি যেন বিশ্রী দুর্গন্ধময় একটা রসায়নিক পদার্থ ফুটছে। বেচারির মাথাটা বুকের কাছে এমনভাবে ঝুঁকে এসেছে, দেখে মনে হচ্ছে অতিকায় একটা বাজ যেন তার শিকারের ওপর ওত পেতে রয়েছে, ধূসর পালকগুলো তার এলোমেলো, মাথায় মস্ত একটা কালো ঝুঁটি।

'তাহলে ওয়াটসন,' হঠাৎ করেই এক সময়ে ও বলে উঠলো, 'দক্ষিণ আফ্রিকার শেয়ার বাজারগুলোতে তুমি টাকা খাটাতে রাজি নও?'

স্তব্ধ বিস্ময়ে আমি চমকে উঠলাম। হোমসের এ জাতীয় অদ্ভুত কর্মদক্ষতার সঙ্গে আমি সুপরিচিত। কিন্তু আমার মনের নিভৃত ভাবনাকে ও হঠাৎ এমন ভাবে নগ্ন করে দেবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

অবাক হয়েই প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু এ খবর তুমি জানলে কেমন করে?'

টুলের ওপরেই ও চট করে ঘুরে বসলো। হাতে ধোঁয়া-ওঠা একটা কাচের নল, কোটরে-বসা চোখদুটোয় অদ্ভুত একটা দীপ্তি।

'তাহলে স্বীকার করছো ভায়া, তোমাকে আমি দারুণ চমকে দিয়েছি?'

'হ্যাঁ হোমস।'

'এটা একটা কাগজে লিখে তোমার সই করে দেওয়া উচিত।'

'কেন?'

'যেহেতু পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই বলবে—আরে, এতো জলের মতো সহজ।'

আমি হেসে ফেললাম। 'ভয় নেই, তেমন কিছু বলবো না।'

'বেশ, তাহলে বলবো এতে তোমারও অবাক হওয়ার মতো তেমন কোনো কারণ নেই।' কাচের নলটা তাকে রেখে ক্লাসে বক্তৃতা দেওয়া অধ্যাপকি ঢঙে সে ঘুরে দাঁড়ালো। 'পর পর কতকগুলো সিদ্ধান্ত খাড়া করা এমন একটা কিছুই কঠিন নয়, তবে প্রতিটা সিদ্ধান্তই হবে পারস্পরিক এবং অত্যন্ত সরল। তারপর মাঝের সিদ্ধান্তগুলো উড়িয়ে দিলে থাকবে শুধু প্রথম আর শেষেরটা। তখন শুধু সামাধান শুনে কেউ যদি চমকে ওঠে আমার কিছু বলার নেই। তবে সব সময় যে চমক থাকবে তেমনও কোনো কারণ নেই। তবে তোমার বাঁ হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মাঝের ফাঁকটুকু লক্ষ্য করে আমার বুঝতে আদৌ অসুবিধে হয়নি যে তুমি তোমার সামান্য পুঁজি সোনার খনিতে খাটাতে রাজি নও।'

'কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে আমি তো কোথাও কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছি না।'

'নিশ্চয়ই না। কিন্তু আমি তোমাকে দেখিয়ে দেবো এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। মাঝখানের হারানো সূত্রগুলো ধরিয়ে দিলে তুমি খুব সহজেই বুঝতে পারবে।

১. গত রাত্তিরে ক্লাব থেকে ফিরে আসার পর তোমার বাঁ হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের ফাঁকে খড়ির দাগ ছিলো।

২. বিলিয়ার্ডের ছড়িটা ঠিক রাখার জন্যে তুমি খড়িটা ওখানেই রাখো।

৩. থার্সটন ছাড়া তুমি আর কারুর সঙ্গেই বিলিয়ার্ড খেলো না।

৪. মাস খানেক আগে একবার বলেছিলে থার্সটন দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার খনিতে কিছু টাকা খাটাতে চায় এবং ওর ইচ্ছে তুমিও ওর সঙ্গে কিছু টাকা খাটাও। এর মেয়াদ শেষ হতে তখন ঠিক মাস খানেকই বাকি ছিলো।

৫. তোমার চেকবই আমার টানার মধ্যে তালা দেওয়া

রয়েছে, গত কয়েকদিনের মধ্যে তুমি আমার কাছে চাবি চাওনি।

৬. সুতরাং এ ব্যাপারে তুমি টাকা খাটাতে চাওনি।'

আমি প্রায় চেঁচিয়েই উঠলাম। 'উঃ, সত্যিই কি সহজ হোমস!'

'হুঁ, তা তো বলবেই!' হোমস গম্ভীর হবার ভান করলো। বুঝিয়ে দেবার পর সব সমস্যাই জলের মতো সহজ হয়ে যায়। বেশ আমার কাছে এমন একটা হেঁয়ালি রয়েছে যার মাথা মুণ্ডু আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। গ্যাখো তো, তুমি যদি এর কিছু সুরাহা করতে পারো।' এই বলে এক চিলতে কাগজ টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে ও আবার নিজের রসায়নিক বিশ্লেষনের কাজে মন দিলো।

কাগজটার ওপর আঁকা নাচুনে কতকগুলো কিম্ভূতকিমাকার মূর্তির দিকে তাকিয়ে আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম।

'কেন, এটা তো ছোট কোনো বাচ্চার আঁকবুকি বলে মনে হচ্ছে!'

'ও, তোমার তাই মনে হচ্ছে বুঝি!'

আমি অবাক হয়ে হোমসের মুখের দিকে তাকালাম। 'কেন, এ ছাড়া আর কি হতে পারে?'

'রিডলিং থোর্প ম্যানরের মিস্টার হিলটন কিউবিটও তাই তো জানতে চান। প্রথম ডাকেই এই খুদে হেঁয়ালিটা এসেছে, ওঁনার আসার কথা পরের ট্রেনে। দরজায় ঘন্টি বাজার শব্দ শুনতে পেলাম বলে মনে হচ্ছে! গ্যাখোতো ওয়াটসন, ভদ্রলোক বোধহয় এসেছেন।'

সিঁড়িতে ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেলো। পর মুহূর্তেই ঘরে প্রবেশ করলেন লম্বা-চওড়া এক ভদ্রলোক। টুকটুকে গায়ের রঙ, ঝকঝকে স্বচ্ছ চোখ, পরিষ্কার কামানো চিবুক। স্পষ্টই বোঝা যায়, বেকার স্ট্রীটের কুয়াশাঘন এই জঘন্য পরিবেশের সঙ্গে ওঁর কোনো সম্পর্ক নেই। যেন পূর্ব-উপকূলের ফুরফুরে খানিকটা তাজা বাতাস সঙ্গে নিয়েই উনি ভেতরে প্রবেশ করলেন। আমাদের দুজনের সঙ্গে করমর্দনের পালা শেষ করে সবে বসতে যাবেন, হঠাৎ নজরে পড়লো

টেবিলের ওপর রাখা অদ্ভুত আঁকিবুকিওয়ালা কাগজটার ওপর।

'তারপর, কি রকম বুঝলেন মিস্টার হোমস?' ভদ্রলোক উৎসুক চোখে তাকালেন। 'শুনেছি আপনি অদ্ভুত অদ্ভুত সব রহস্য ভালো বাসেন, তাই কাগজটা আগে ভাগেই পাঠিয়ে দিয়েছি, যাতে আমি এসে পৌঁছনোর আগে কিছুটা মাথা ঘামাবার সুযোগ পান। আশা করি এ রকম বিদকুটে ধাঁধা এর আগে আর কখনও দেখেননি, তাই না মিস্টার হোমস?'

'হ্যাঁ, কিছুটা বিদকুটে তো বটেই।' হোমস তার আসনে নড়ে-চড়ে বসলো। 'প্রথম নজরে এটা অবশ্য মনে হবে বাচ্চাদের কোনো দুষ্টুমি···খুদে খুদে কতকগুলো আজবমূর্তি কাগজের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু অদ্ভুত এই জিনিসটার ওপর আপনি এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন আমি সেইটেই বুঝতে পারছি না?'

'গুরুত্ব আমি দিচ্ছি না মিস্টার হোমস, দিচ্ছে আমার স্ত্রী। বেচারি ভয়েই প্রায় আধমরা হয়ে গ্যাছে। মুখে আমাকে কিছু বলেনি বটে, কিন্তু আমি ওর দু চোখে দেখেছি নিদারুণ এক আতঙ্কের প্রতিচ্ছবি। আর সেই জন্যেই আমি এর শেষ না দেখে কিছুতেই ছাড়ছি না।'

সূর্যের আলোয় হোমস কাগজটা ভালো করে মেলে ধরলো। ছোট কোনো খাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া একটা পাতা। পেনসিলে আঁকা নাচুনে মূর্তিগুলোকে দেখতে ঠিক এই রকম:

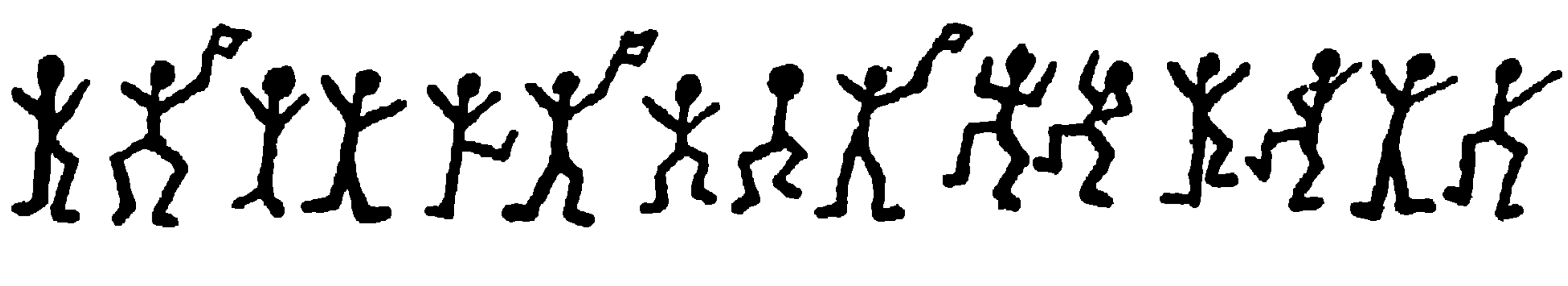

বেশ খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে দেখার পর হোমস কাগজখানা সযত্নে মুড়ে নিজের পকেট-বইয়ের মধ্যে রেখে দিলো। 'দেখে মনে হচ্ছে কেসটা খুবই অসাধারণ। চিঠিতে অবশ্য এ সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিতও

দিয়েছেন মিস্টার কিউবিট, কিন্তু অনুগ্রহ করে ঘটনাটা যদি আর একবার বলেন, আমার বন্ধুবর ডাক্তার ওয়াটসনও খুব খুশি হবেন।'

'নিশ্চয়ই। তবে প্রথমেই জানিয়ে রাখি, আমি ভালো গুছিয়ে বলতে পারি না,' কিছুটা অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে মিস্টার কিউবিট শুরু করলেন। 'কাজেই কোথাও যদি বুঝতে অসুবিধে হয় আমাকে নিঃসংকোচে জিগেস করবেন। এ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে গত বছর আমাদের বিয়ের সময় থেকেই শুরু করতে হয়.. কিন্তু তার আগেই বলে রাখি, ধনী না হলেও রিডলিং থোর্পে আমাদের পাঁচ শো বছরের পুরনো বসবাস এবং সারা নরফোকে এমন কোনো বনেদি পরিবার নেই যাঁরা আমাদের নাম জানেন না। গত বছর জুবিলি-উৎসব উপলক্ষ্যে এসেছিলাম লণ্ডনে,উঠেছিলাম রাসেল স্কোয়ারের একটা মেসবাড়িতে। ওখানেই এলসি প্যাট্রিক নামে আশ্চর্য রূপসী একজন আমেরিকান তরুণীর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। পরে মেয়েটিকে আমি গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলি। মাস খানেক পরে রেজিস্ট্রি অফিসে বিয়ে করে ওকে নিয়ে নরফোকে ফিরে আসি। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন আমাদের মতো বোনেদি বংশের একজন পুরুষের পক্ষে কনের অতীত জীবন বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কোনো কিছু না জেনে এভাবে দুম করে বিয়ে করে বসাটা নিছক পাগলামি। কিন্তু মিস্টার হোমস, আপনি যদি ওকে একবার চোখে দেখতেন বা আলাপ করতেন, তাহলে আমার মনের অবস্থাটা খুব সহজেই অনুমান করতে পারতেন।

'এলসি খুব সরল, ওর কাছে লুকোছাপা বলতে কিছু নেই। বিয়ের আগের দিন ও আমাকে স্পষ্টই বলেছিলো—'অতীতে আমি কয়েকটা বাজে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলাম, সে বড় বেদনাদায়ক, আজ আমি তাকে ভুলতে চাই। ব্যক্তিগত জীবনে, তার মধ্যে কলঙ্কের কিছু নেই হিলটন। কিন্তু তোমাকে কথা দিতে হবে বিয়ের আগে পর্যন্ত আমার জীবনে যা ঘটেছে সে-সম্পর্কে তুমি আমাকে কখনও কিছু জিগেস করবে না। যদি এ সর্ত খুব কঠিন বলে মনে হয় তাহলে

তুমি নরফোকে ফিরে যাও, আমি আবার ফিরে যাবো আমার নিঃসঙ্গ জীবনে। সেদিন আমি ওর সে-সর্ত মেনে নিয়েছিলাম মিস্টার হোমস, এবং আজ পর্যন্ত আমি আমার কথা রেখেছি।

'বিয়ের পর একবছর কেটে গ্যাছে এবং দাম্পত্য জীবনে আমরা সত্যিই খুব সুখী। কিন্তু মাসখানেক আগে, জুনের প্রায় শেষাশেষি এই প্রথম অশান্তি চোখে পড়লো। একদিন আমেরিকা থেকে একটা চিঠি এসে পৌঁছলো আমার স্ত্রীর নামে। চিঠিটা পড়েই ওর মুখ মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেলো, চিঠিখানাকে ও ছুঁড়ে ফেলে দিলো অগ্নি-কুণ্ডের মধ্যে। কিন্তু তার পরেও এ-সম্পর্কে ও আর একটা কথাও বলেনি, আমিও কিছু জিগেস করিনি, কেননা প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই। কিন্তু তার পর থেকে বেচারির একটা মুহূর্তও স্বস্তিতে কাটেনি। সব সময়েই ওর চোখে-মুখে জড়িয়ে রয়েছে একটা আতঙ্কের ছাপ, যেন দুরুদুরু বুকে ভয়ঙ্কর একটা কিছুর জন্যে প্রতীক্ষা করছে। অথচ সত্যিকারের বন্ধুর মতো ও আমার ওপর নির্ভর করতে পারতো। কিন্তু ও নিজে থেকে না বললে আমি জিগেস করতে পারি না। ওর অতীত জীবনে যা-ই ঘটুক না কেন, এলসির সততা সম্পর্কে আমার কিন্তু কোথাও কোনো সন্দেহ নেই মিস্টার হোমস। আমি নরফোকের নিতান্ত সাধারণ একজন মানুষ, কিন্তু বংশমর্যাদার দিক থেকে আমাদের যোগ্য পরিবার সারা ইংল্যাণ্ডে আর একটাও নেই। এলসি তা ভালো করেই জানে, এবং জানতো বিয়ের আগে থেকেই। এ বংশে কলঙ্কের দাগ লাগুক এমন ও কিছুই করবে না মিস্টার হোমস, এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।

'এবার আমি কাহিনীর সবচেয়ে অদ্ভুত অংশটায় আসি। প্রায় সপ্তাখানেক আগে, এক মঙ্গলবারে আমি প্রথম জানলার চৌকাঠে খড়ি দিয়ে আঁকা অদ্ভুত নাচুনে মূর্তিগুলো আবিষ্কার করি, অনেকটা এই কাগজের মূর্তিগুলোরই মতো। তখন ভেবেছিলাম ওটা বুঝি আস্তাবলের ছেলেটারই বদ খেয়াল। ছেলেটা কিন্তু দিব্যি গেলে বললো ও-সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। যেই করুক না কেন, ছবিটা

কিন্তু রাত্তিরে আঁকা হয়েছে। ছবিটা আমি নিজে হাতে মুছে দিলাম। পরে ব্যাপারটা এলসিকে জানাতেই ও রীতিমতো বিস্মিত হলো এবং বার বার মিনতি করে বলতে লাগলো আবার এ ধরনের কোনো মূর্তি চোখে পড়লে যেন ওকে দেখাই। সপ্তাখানের মধ্যে নাচুনে মূর্তিদের আর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেলো না। তারপর গতকাল সকালে দেখলাম এই কাগজখানা পড়ে রয়েছে বাগানে সূর্য-ঘড়িটার ওপরে। এলসিকে দেখাতেই ও জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তারপর থেকে ও যেন আচ্ছন্ন একটা স্বপ্নের ঘোরে রয়েছে, ঠেলে বেরিয়ে আসা দুচোখে নিঃসীম একটা আতঙ্ক। তখনই আমি চিঠি লিখে এই কাগজখানা আপনাকে পাঠিয়ে দিলাম। পুলিসের কাছে গেলে ওরা হয়তো হেসেই উড়িয়ে দিতো, কিন্তু আপনি বলুন এখন আমি কি করবো? বড়লোক আমি নই ঠিকই, কিন্তু এতে যদি এলসির বিপদের কোনো সম্ভাবনা থাকে, ওকে রক্ষা করার জন্যে আমি শেষ কপর্দকটা পর্যন্ত বিসর্জন দিতে রাজি আছি মিস্টার হোমস।'

বনেদি বংশের যোগ্য সন্তানই বটে। ভারি চমৎকার মানুষ এই হিলটন কিউবিট—যেমন সহজ সরল, তেমনি ভদ্র। বড় বড় নীল দুটো চোখ, প্রশান্ত মুখ, স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসও অত্যন্ত নিবিড়। এতক্ষণ হোমস তন্ময় হয়ে শুনছিলো, ভদ্রলোকের কাহিনী শেষ হবার পরেও খানিকক্ষণ সে চুপচাপ গুম হয়ে বসে রইলো।

'আচ্ছা মিস্টার কিউবিট,' এক সময়ে হোমস হঠাৎ করেই বলে উঠলো। 'আপনার কি মনে হয় না এ ব্যাপারে সরাসরি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা এবং ওঁর গোপন রহস্যের অংশীদার হওয়া উচিত?'

'না, তা হয় না মিস্টার হোমস', খানিকটা যেন আনমনেই মাথা নাড়লেন মিস্টার কিউবিট। প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই। এলসির ইচ্ছে হলে ও নিজে থেকেই আমাকে বলবে, তা নাহলে ওর গোপনীয়তায় আমি কোনোদিনই অংশ গ্রহন করতে পারি না। তবে নিজের যুক্তি অনুযায়ী

চলার স্বাধীনতা আমার নিশ্চয়ই আছে, তাই কি না বলুন?'

'অবশ্যই। এবং এ ব্যাপারে আপনি আমার আন্তরিত সহ-যোগিতা পাবেন মিস্টার কিউবিট। কিন্তু একটা কথা, আপনি কি বাড়ির আশেপাশে কোনো অচেনা লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন?'

'না।'

'আমার ধারণা জায়গাটা খুব নিরিবিলি। নতুন মুখ দেখলে নিশ্চয়ই জানা যেতো।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে ছোট ছোট কয়েকটা চটি আছে, গ্রামের চাষীরাই ওগুলো চালায়।'

'আমার মনে হয় চিত্র-বর্ণমালাগুলোর নির্দিষ্ট কোনো অর্থ আছে। তা নাহলে অবশ্য এ প্রহেলিকার জট ছাড়ানো আমার কম্ম নয়। কিন্তু আপনার পাঠানো নমুনাটা এতই সংক্ষিপ্ত যে এর থেকে মর্মোদ্ধার করা খুবই কঠিন, এবং আপনার কাহিনী থেকে এমন কিছুই পেলাম না যার ওপর ভিত্তি করে তদন্ত শুরু করতে পারি। তাই আমার অনুরোধ, আপনি নরফোকে ফিরে যান, এবং চারদিকে কড়া নজর রাখুন। কোথাও কোনো নাচুনে-মূর্তি চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে নকল করে আমাকে পাঠিয়ে দিন। জানলার চৌকাঠে খড়ি দিয়ে আঁকা মূর্তিগুলোর নকল না পাওয়ায় কি যে আফসোস হচ্ছে, আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না মিস্টার কিউবিট। বাড়ির কাছাকাছি অঞ্চলে কোনো আগন্তুকের আগমন ঘটেছে কিনা অনুসন্ধান করুন। নতুন কিছু ঘটলে সোজা চলে আসুন। এছাড়া আপাতত আমার আর কিছু বলার নেই। তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটলে হয়তো দেখবেন আমিই আপনার নরফোকের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছি।'

এই সাক্ষাৎকার শার্লক হোমসের মনে গভীর রেখাপাত করে গেলো। পরের কটা দিন ছোট নোটবইটা থেকে নাচুনে-মূর্তি-আঁকা

কাগজখানা বার করে প্রায়ই ও উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকতো, অথচ এ প্রসঙ্গে একটা কথাও বলতো না। এমনিভাবে দিন পনেরো কেটে গেলো। একদিন সবে বাইরে বেরুতে যাবো, হঠাৎ পিছন থেকে ও ডাকলো, 'আজ বরং নাই বা বেরুলে ওয়াটসন।'

'কেন?'

'হিলটন কিউবিটকে তোমার মনে আছে তো—সেই যে যিনি নাচুনে মূর্তি প্রসঙ্গে এসেছিলেন? আজ সকালে একটা তারবার্তা পেয়েছি, একটা বিশের ট্রেনে ওঁর লিভারপুল স্ট্রীটে পৌছনোর কথা। যেকোনো মুহূর্তে উনি এখানে এসে পড়তে পারেন। তারবর্তা পড়ে মনে হচ্ছে নরফোকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপারই ঘটেছে।'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, কেবল স্টেশন থেকে ভাড়াটে গাড়ি করে আসতে যতটা সময় লাগে। মিস্টার কিউবিটকে দেখে মনে হলো ভদ্রলোক সত্যিই ভীষণ উদ্বিগ্ন, কপালের ভাঁজে চোখের কোলে ক্লান্তির ছাপ পড়েছে।

'আমার শরীরে আর বইছে না মিস্টার হোমস,' বিধ্বস্ত মানুষের মতো মিস্টার কিউবিট আরামকুর্সিতে গা এলিয়ে দিলেন। 'একে আমার চারপাশ ঘিরে বিদকুটে মূর্তি—আঁকিয়ে অজানা অচেনা শত্রু, তার ওপর যখন নিজের স্ত্রীকে তিল তিল করে আত্মহত্যা করতে দেখি, তখন রক্ত-মাংসের শরীরের আর কাঁহাতক সহ্য হয় বলতে পারেন? স্পষ্টই বুঝতে পারছি এলসি আমার চোখের সামনে একটু করে শুকিয়ে যাচ্ছে।'

'উনি এখনও পর্যন্ত আপনাকে কিছু জানাননি?'

'না, মিস্টার হোমস। বার কয়েক বলি বলি করেও বেচারি শেষ পর্যন্ত বলতে পারেনি। আমিও নানান ভাবে ওর ভয় ভাঙাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। কথা প্রসঙ্গে আমাদের বোনেদী বংশ, তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বা মর্যাদা নিয়েও যতবারই আলোচনা করেছে, ততবারই ও সুকৌশলে আসল সমস্যাটাকে এড়িয়ে গেছে।'

'কিন্তু আপনি নিজে থেকে তো অনেক খবরই সংগ্রহ করেছেন মিস্টার কিউবিট ?'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য করেছি। আপনার পরীক্ষার জন্যে নতুন কয়েকটা নাচুনে-মূর্তিও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা লোকটাকে আমি নিজে চোখে দেখেছি।

'কাকে! যে সেই মূর্তিগুলো এঁকেছে তাকে ?'

'হ্যাঁ, আঁকার সময়েই আমি তাকে দেখেছি। কিন্তু এলোমেলো ভাবে শুরু না করে আমি প্রথম থেকেই আপনাকে সব বলতে চাই মিস্টার হোমস। আপনার সঙ্গে দেখা করে ফিরে যাওয়ার পরের দিন সকালেই চোখে পড়লো একদল নতুন নাচিয়ে-মূর্তি। যন্ত্রপাতি রাখার ঘরের কালো দরজার ওপর খড়ি দিয়ে আঁকা। এই নিন, মূর্তিটা আমি হুবহু নকল করে এনেছি।'

ভাঁজ খুলে একটা কাগজ উনি টেবিলের ওপর বিছিয়ে রাখলেন।

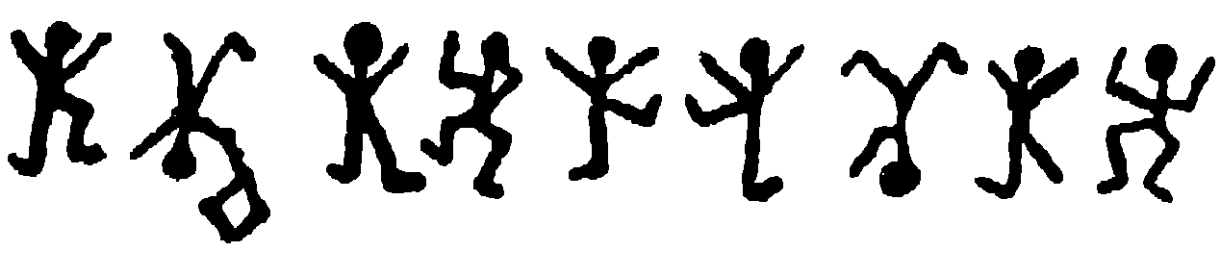

'বাঃ চমৎকার!' হোমস যেন খুশিতে চলকে উঠলো। 'তারপর ?'

'নকল করে নেওয়ার পর ছবিটা আমি মুছে ফেললাম। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই আবার চোখে পড়লো নতুন মূর্তি। এই দেখুন তার নকল···'

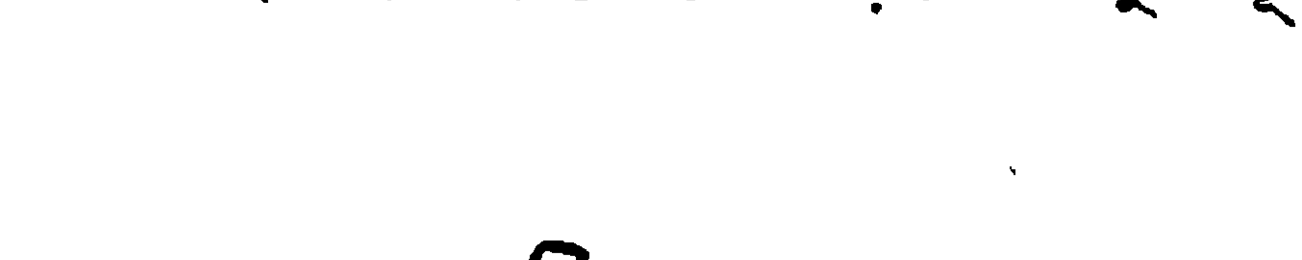

পুলকে হোমসের চোখের মণিদুটো নিঃশব্দে নেচে উঠলো। 'বাঃ, মালমসলাগুলো বেশ দ্রুতই পাওয়া যাচ্ছে দেখছি!'

'তিনদিন পরে সূর্য-ঘড়ির ওপর নুড়ি চাপা দেওয়া এই মূর্তি-আঁকা কাগজটা পেলাম। বুঝতেই পারছেন, নাচের ঢঙটা ঠিক আগেরটারই মতো। তখন ঠিক করলাম এবার থেকে পাহারা দোবো।

রিভলভারটা বার করে নিয়ে পড়ার ঘরের জানলা থেকে নজর রাখলাম। ওখান থেকে সবুজ লন আর বাগানটা স্পষ্ট চোখে পড়ে। জানলার সামনে চুপচাপ বসে আছি, বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না, ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। রাত দুটো নাগাদ হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে চমকে ঘুরে তাকাই, দেখি ঘুমোবার-পোশাক পরে আমার স্ত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুতে যাবার জন্যে ও মিনতি করতে লাগলো। আমি ওকে স্পষ্টই বললাম—কে আমাদের সঙ্গে এই ধরনের বাঁদরামি শুরু করেছে আমি দেখতে চাই। এলসি বললো, "ওগুলো নিতান্তই সাধারণ কোনো ঠাট্টা, এ নিয়ে তোমার এত মাথা ঘামানো উচিত নয়। আর ব্যাপারটা যদি সত্যই তোমাকে উত্যক্ত করে থাকে হিলটন, তাহলে চলো আমরা দুজনে বরং কিছু দিনের জন্যে অন্য কোথাও চলে যাই।'

"তা হয় না এলসি।' শান্ত স্বরেই আমি জবাব দিলাম। 'নিতান্তই সাধারণ কোনো ঠাট্টার জন্যে যদি আমরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাই সবাই হাসবে।'

"ঠিক আছে, এখন শোবে চলো। কাল সকালে বরং এ সম্পর্কে কথা বলা যাবে।'

'হঠাৎ একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখলাম কথা বলতে বলতেই এলসির সারা মুখ ঘড়ির মতো সাদা হয়ে গ্যাছে, হাতের মুঠোটা শক্ত হয়ে চেপে বসেছে আমার কাঁধে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম যন্ত্রপাতি রাখার ঘরের সামনে ছায়ার মতো কি যেন একটা নড়ছে। ভালো করে লক্ষ্য করতেই বুঝলাম ওটা একটা ছায়ামূর্তি। ছায়ামূর্তিটা ধীরে ধীরে গুড়ি মেরে এগিয়ে এসে দরজার সামনে উবু হয়ে বসলো। রিভলভারটা তুলে নিয়ে সবে ছুটে বাইরে বেরুতে যাবো, এলসি বাধা দিলো। প্রাণপণ শক্তিতে ও আমাকে জড়িয়ে ধরে আটকে রাখলো। ঝটকা মেরে ওকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। মরিয়া হয়ে ও আমাকে আঁকড়ে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ছাড়িয়ে নিয়ে

যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম দেখলাম কেউ নেই। অথচ উধাও হয়ে যাওয়ার আগে যন্ত্রপাতি রাখার ঘরের দরজায় সে তার চিহ্ন রেখে গেছে—আগের দুবারের মতো একদল নাচিয়ে-মূর্তি। ছবিটা আমি সঙ্গে সঙ্গে নকল করে নিলাম। তারপর চারদিকে বিস্তর খোঁজাখুঁজি করলাম, কিন্তু কোথাও কারো টিকির সন্ধানও পেলাম না। অথচ সবচেয়ে অবাক কাণ্ড কি জানেন, লোকটা আশপাশেই কোথাও ঘাপটি মেরে ছিলো। কেননা পরের দিন সকালে দরজার গায়ে সেই ছবিটার ঠিক নিচেই দেখলাম আর একটা নতুন ছবি।'

'সেই নতুন ছবিটার কোনো নকল আপনার কাছে আছে নাকি?' হোমস উদগ্রীব হয়ে জিগেস করলো।

'নিশ্চয়ই। যদিও মূর্তির সংখ্যা খুব অল্প, তবু আমি নকল করে নিয়েছি। এই দেখুন।'

আর একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন মিস্টার কিউবিট। নতুন নাচের ধারণাটা এই রকম ঃ

হোমসের চোখদুটো যেন চাপা উত্তেজনায় ঝিকমিক করে উঠলো। 'আচ্ছা, এ মূর্তিগুলো কি প্রথমটার সঙ্গেই ছিলো, না আলাদা করে আঁকা হয়েছে?'

'না না, এ ছবিটা দরজার অন্য পাল্লায় আলাদা করে আঁকা ছিলো।'

'বাঃ, চমৎকার! খবরটা সত্যিই রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ। যাক, এতক্ষণে তবু একটু আশার আলোক দেখা গেলো। অনুগ্রহ করে আপনার কাহিনীর বাকি অংশটুকু বলুন মিস্টার কিউবিট।'

'আমার আর বিশেষ কিছুই বলার নেই মিস্টার হোমস। সেদিন রাত্তিরে আমি স্ত্রীর ওপর সত্যিই খুব রেগে গেছিলাম···আমাকে অমন বিশ্রীভাবে আটকে না রাখলে শয়তানটাকে ঠিক ধরতে

পারতাম। এলসি বললো পাছে আমি বিপদে পড়ি সেই ভয়েই ও নাকি আমাকে আটকে রেখেছিলো। কিন্তু আমার ধারণা ঠিক তার উলটো। পাছে লোকটা বিপদে পড়ে সেই ভয়েই এলসি আমাকে যেতে দেয়নি। কেননা সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিলো লোকটা কে এবং রহস্যময় এই মূর্তিগুলোর অর্থ কি এলসি খুব ভালো করেই জানে এবং এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই ছিলো না। অথচ আপনি বিশ্বাস করুন মিস্টার হোমস, ওর কণ্ঠস্বর ওর চোখের চাউনিতে এমন একটা করুণ আকুতি ফুটে উঠেছিলো যে আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন ও আমার ছাড়া আর অন্য কারুর মঙ্গল চাইতে পারে। এখন আপনিই বলুন মিস্টার হোমস, আমার কি করা উচিত। তবে আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছে খামারের কয়েকজন ছোকরাকে রাত্তিরে পাহারায় বসাই, তারপর বাঁদরটাকে ধরে আচ্ছা করে কিছু উত্তম-মধ্যম ধোলাই দিলে জীবনে ও আর কখনও এমুখো হবে না।'

আমার ধারণা এত সহজে এ ঘটনার কোনো সুরাহা হবে না মিস্টার কিউবিট।' একটু চুপ করে থেকে হোমস প্রশ্ন করলো, 'লণ্ডনে আপনি কতদিন থাকছেন?'

'আজই আমায় ফিরে যেতে হবে। এলসিকে রাত্তিরে কিছুতেই একলা ফেলে রাখাটা ঠিক হবে না। তাছাড়া ও আমাকে বারবার ফিরে আসার জন্যে অনুরোধ করেছে।'

'তাহলে বরং আপনার ফিরে যাওয়াই ভালো। তবে আর দু-একটা দিন যদি অপেক্ষা করতে পারতেন, তাহলে হয়তো আমরা একসঙ্গেই নরফোকে ফিরতে পারতাম। যাইহোক, আপাতত কাগজগুলো আমার কাছে থাক···হয়তো খুব শিগগিরই আপনার ওখানে যাবো, তখন এ ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করতে পারবো বলে মনে হচ্ছে।'

মিস্টার হিলটন কিউবিট ঘর ছেড়ে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত হোমস পেশাগত ভঙ্গিতে তার শান্ত গাম্ভীর্যকে কোনো রকমে ধরে

রেখেছিলো, নইলে মনে মনে ও যে কি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠে-ছিলো তা আমার অজানা ছিলো না। দরজার আড়ালে মিস্টার কিউবিটের দীর্ঘ ছায়াটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই ও চকিতে লাফিয়ে উঠে অদ্ভুত মূর্তি-আঁকা কাগজগুলো টেবিলের ওপর বিছিয়ে কি সব জটিল হিসেব-নিকেশ করতে শুরু করলো।

কাগজের পর কাগজ ভরিয়ে ঝাড়া দু ঘণ্টা ধরে চললো হিসেব-নিকেষের পালা। নিজের কাজে ও এমনই তন্ময় যে আমার অস্তিত্বের কথা ও সম্পূর্ণ ভুলেই গেছে। কাজের মাঝেই গুনগুন করে গানের সুর ভাঁজা আর শিস দেওয়ার ভিঙ্গ দেখেই বুঝলাম ফলাফল বেশ সন্তোষজনক। আবার কখনও ভ্রূ-কুঁচকে থাকার বিহ্বল ভঙ্গি দেখে বুঝলাম অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। হঠাৎ একসময়ে সউল্লাসে ও চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো, তারপর হাতে হাত ঘোষতে ঘোষতে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলো। শেষে সুদীর্ঘ একটা তারবার্তা লিখে আমার দিকে ফিরে তাকালো।

'বুঝলে ওয়াটসন, আমার এই তারবার্তার জবাব যদি আশানুরূপ হয়, তাহলে তোমার সংগ্রহে গল্প লেখার আর একটা দারুণ উপকরণ পাবে। এবং আমার ধারণা আসল রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে হয়তো আগামী কালই আমাদের নরফোকে হানা দিতে হবে।'

নিঃসংকোচেই স্বীকার করছি, চাপা কৌতূহলে আমার অবস্থা তখন শোচনীয়। কিন্তু এটাও আবার ভালো করে জানি, সময় না হলে বা স্বেচ্ছায় না বললে হোমসের পেট থেকে একটা শব্দও বার করা যাবে না। সুতরাং অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

অধীর প্রতীক্ষায় দুটো দিন কেটে গেলো, অথচ তারবার্তার কোনো জবাব এলো না। এই দুটো দিন দরজায় সামান্য কোনো শব্দ হলেই হোমস উদগ্রীব হয়ে উঠতো। দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যেবেলায় একটা চিঠি এসে পৌঁছলো হিলটন কিউবিটের কাছ থেকে। খবর মোটামুটি

ভালোই, কেবল আজ সকালে লম্বা এক সারি নাচিয়ে মূর্তি পাওয়া গেছে সূর্য-ঘড়িটার নিচে। চিঠির সঙ্গে ছবিটার নকলও পাঠিয়েছেন, যেটা দেখতে ঠিক এই রকম ঃ

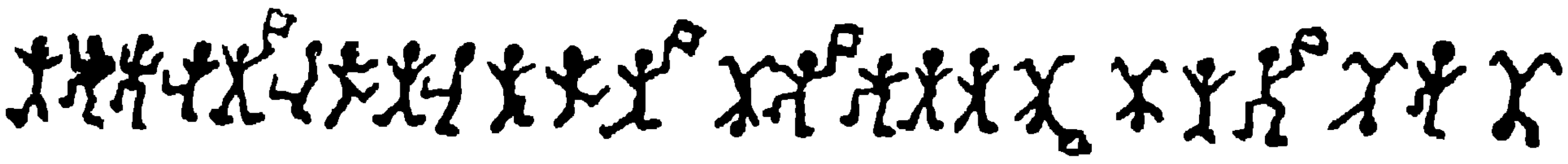

বেশ কয়েক মিনিট হোমস বিদকুটে মূর্তিগুলোর ওপর ঝুঁকে রইলো, তারপর হঠাৎ করেই একসময়ে তাড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। অস্ফুট আর্তনাদ শুনে বুঝলাম ও যতটা না অবাক হয়েছে হতাশ হয়েছে তার চাইতে বেশি। উদ্বিগ্নতায় মুখের ভাব ওর সম্পুর্ণ পালটে গেছে।

'না ওয়াটসন, না ; মিছিমিছি অপেক্ষা করে ব্যাপারটা অনেক দূর বাড়িয়ে গেছে। ছাখো তো আজ রাতে নর্থ ওয়ালস্যামের কোনো ট্রেন আছে কিনা ?'

সময়-সুচীর পাতা উলটে উলটে দেখলাম এই মাত্র শেষ ট্রেনটা চলে গেছে।

হোমস বললো, 'তাহলে কাল খুব ভোরে প্রাতঃরাশ সেরেই প্রথম ট্রেন ধরবো। আরে, কি সৌভাগ্য, এই তো আমাদের তার-বার্তার জবাব এসে গ্যাছে! হুঁ, যা ভেবেছি তাই! খবরটা আসায় উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে গেলো ওয়াটসন। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে মিস্টার কিউবিটকে এখনই সবকিছু জানিয়ে দেওয়া উচিত। ব্যাপারটাকে উনি যতটা সহজ ভেবেছেন আসলে ততটা সহজ নয়। ভদ্রলোক ভয়ংকর একটা বিপদের জালে পড়েছেন।'

শেষ পর্যন্ত সত্যিই তাই হলো। প্রথমে যে কাহিনীটিকে নিতান্তই ছেলেমানুষি বা উদ্ভট মনে হয়েছিলো, তার পরিণতি যে এমন ভয়াবহ হবে, আমি স্বপ্নেও ভাবেনি। আমার পাঠক-পাঠিকাকে মধুর কোনো পরিসমাপ্তি উপহার দিতে পারলে সত্যিই খুশি হতাম,

কিন্তু তা হবার তো আর উপায় নেই—যে ভয়ংকর নিষ্ঠুরতার মধ্যে দিয়ে রিডলিং থোর্প ম্যানরের যবনিকা পড়েছে, সব শেষ হয়ে যাবার পরেও যে কাহিনী ইংল্যাণ্ডের প্রতিটা লোকের মুখে মুখে ফিরেছে, তা আমাকে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতেই হবে।

নর্থ ওয়ালস্যামে নেমে সবে আমাদের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে জিগেস করতে যাবো, স্টেশন-মাস্টার হন্তদন্ত হয়ে এসে জিগেস করলেন, 'আপনারা নিশ্চয় গেয়েন্দা? লণ্ডন থেকে এসেছেন, তাই না?'

বিরক্তভরা চোখে তাকালো হোমস। 'হঠাৎ আপনার এরকম ধারণা হলো কেন?'

একটু আগেই নরউইচ থেকে ইনসপেক্টর মার্টিন ওখানে গিয়ে পৌঁচেছেন। অবশ্য জানি না, আপনারা সার্জেনও হতে পারেন। ভদ্রমহিলা এখনও মারা যাননি, মানে একটু আগে পর্যন্তও বেঁচে ছিলেন। যদি তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারেন হয়তো বাঁচতে পারবেন। অবশ্য তাতে খুব একটা লাভ হবে না—শেষ পর্যন্ত ওঁকে ফাঁসি কাঠে ঝুলতেই হবে।'

উৎকণ্ঠায় হোমসের মুখটা কালো হয়ে গেলো। 'রিডলিং থোর্প ম্যানরে যাবো বলেই আমরা এসেছি। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো?'

'ব্যাপার খুবই ঘোরালো, তাই' ভারিক্কি চালে স্টেশন-মাস্টার রসিয়ে রসিয়ে শুরু করলেন, 'বাড়ির চাকরের কাছ থেকে যতটা জানতে পেরেছি—মিসেস কিউবিট প্রথমে গুলি চালিয়ে স্বামীকে খুন করেন, পরে একই রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। বাঁচার আশা খুবই কম। সত্যি, খুবই আফশোষের কথা, নরফোকের এত বড় একটা বোনেদি বংশের সম্মান আজ পথের ধুলোয় মিলিয়ে গেলো।'

আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না আমরা ভাড়াটে গাড়িতে চেপে বসলাম। দীর্ঘ সাত মাইল পথে হোমস একটা কথাও বলেনি। এমন ভীষণভাবে মুষড়ে পড়তে ওকে আর কখনও দেখিনি। যাত্রার

শুরু থেকে ট্রেনে সারাটা পথ ওকে দেখেছি নিদারুণ এক অস্থিরতার মধ্যে ছটফট করতে, প্রভাতি সংবাদপত্র উলটোনোর মধ্যেও দেখেছি সেই একই উদ্বিগ্নতা। তারপর আকস্মিক এই দুঃসংবাদ ওকে প্রায় বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। আসনে গা এলিয়ে দিয়ে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকার ভঙ্গি দেখেই বুঝলাম ও এখন কোন সুদূর কল্পলোকে তলিয়ে গেছে।

চারপাশের দৃশ্যালী সত্যিই তাকিয়ে দেখার মতন। দু পাশে গাছ-গাছালি ঘেরা সবুজ মাঠ, তার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট পর্ণ-কুঠির। মাঝে মাঝে পুরনো দিনের অ্যালিয়ন ঐতিহ্যে সাক্ষী বহন করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে চারকোণওয়ালা গির্জার উঁচু উঁচু চূড়াগুলো। এক সময়ে চোখ পড়লো নরফোকের শ্যামলী উপকূলের শেষে জার্মান সমুদ্রের বেগুনে সৈকতরেখা। সবুজ ঝোপঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে ওঠা ইঁটকাঠের তৈরি পুরনো আমলের বিরাট দুটো খিলান দেখিয়ে কচোয়ান বললো ওইটেই রিড়িলিং থোর্প ম্যানের।

গাড়ি-বারান্দাওয়ালা সদর দরজার দিকে এগিয়ে যাবার আগেই চোখে পড়লো আমাদের এই অদ্ভুত কাহিনীর সঙ্গে জড়িত টেনিস-লনের এক পাশে সেই যন্ত্রপাতি রাখার ছোট ঘর আর উঁচু বেদি-ওয়ালা সূর্য-ঘড়িটা। আমাদের দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন চালাক-চতুর ধরনের অত্যন্ত চটপট চেহারার একজন ছোটখাটো মানুষ, সরু গোঁফের প্রান্তদুটো মোম দিয়ে পাকানো। ভদ্রলোক সাড়ম্বরে নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন—নরফোক কনস্ট্যাবুলারির ইনসপেক্টর মার্টিন। কিন্তু ভদ্রলোক শার্লক হোমসের নাম শুনেই যেন চুপসে এতটুকু হয়ে গেলেন।

ভদ্রলোক রীতিমতো অবাক হয়েই প্রশ্ন করলেন, 'কি ব্যাপার মিস্টার হোমস, খুন তো হয়েছে রাত প্রায় তিনটের সময়, লণ্ডনে বসে এত তাড়াতাড়ি খবর পেলেন কি করে?'

'আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। এবং তা রোধ করার জন্যেই

আমার নরফোকে আসা।'

'তাহলে তো দেখছি আপনি আমার চাইতে অনেক বেশিই খবর রাখেন মিস্টার হোমস।'

'খবর বলতে আমি শুধু একটাই পেয়েছি, আর সেটা হোলো কতকগুলো নাচিয়েদের মূর্তি।' হোমস নিজের গাম্ভীর্য বজায় চেষ্টা করলো। 'সে সম্পর্কে আমি আপনাকে পরে বলবো। ইতিমধ্যে যা হবার তা তো হয়েই গ্যাছে, খুনটা এড়াতে পারিনি বলে আমি সত্যিই মর্মাহত। তবু আমার অভিজ্ঞতায় যতটুকু সম্ভব, সমস্ত ব্যাপারটা যাতে ন্যায় সংযত সুবিচার পায়, সেটা আমার দেখা দরকার। তবে আগে জানা দরকার তদন্তে আপনি আমাকে সাহায্য করতে চান না নিজেই নিজের পদ্ধতি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করতে চান?'

'আপনার সঙ্গে কাজ করতে পারলে নিজেকে সত্যিই গৌরবান্বিত মনে করবো মিস্টার হোমস। ইনসপেক্টর মার্টিন আন্তরিকভাবেই বললেন।

'তাহলে চলুন, আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে প্রথমে সাক্ষ্য-প্রমানের কাজটা সেরে ফেলি, তারপর সারা বাড়ি একবার অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।'

ইনসপেক্টর বুদ্ধিমান পুরুষ। তাই বন্ধুবরকে তার খুশিমত কাজ করার সুযোগ দিয়ে নিজে শুধু ফলাফলটুকু সযত্নে টুকে নিতে লাগলেন। খবর পেয়ে মিসেস কিউবিটের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সার্জন, প্রায় বৃদ্ধ ধবধবে সাদা চুল। উনি জানালেন মিসেস কিউবিটের আঘাত নিঃসন্দেহ গুরুতর, তবে অসম্ভব মারাত্মক নয়। গুলিটা মাথার সামনে দিয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরে আসার কোনো সম্ভব নেই। ভদ্রমহিলাকে গুলি করা হয়েছে না নিজেই আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছেন, এ কথা স্পষ্ট করে বলা খুবই মুশকিল। তবে গুলিটা ছোঁড়া হয়েছে খুব কাছ থেকে। ঘরের মেঝেতে

একটাই মাত্র রিভলভার পাওয়া গ্যাছে, তার দুটো ঘর খালি। মিস্টার কিউবিটের হৃদ্‌পিণ্ড এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে গুলিতে। এমনও হতে পারে, মিস্টার কিউবিট স্ত্রীকে গুলি করার পর আত্মহত্যা করেন। কিংবা এমনও হতে পারে, স্বামীকে খুন করার পর মিসেস কিউবিট নিজে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। কেননা রিভলভারটা দুজনের মাঝখানে ঘরের মেঝেতে পড়েছিলো।

'আচ্ছা, মিস্টার কিউবিটের মৃতদেহ কি সরানো হয়েছে?' হোমস প্রশ্ন করলো।

'না, মিসেস কিউবিটকে তাঁর ঘরে সরিয়ে নেওয়া ছাড়া আমরা আর কোনোকিছুতে হাত দিইনি। ভদ্রমহিলাকে আহত অবস্থায় ওই ভাবে মেঝেতে রাখা সম্ভব ছিলো না।'

'আপনি এ বাড়িতে কতক্ষণ রয়েছেন ডাক্তারবাবু?'

'ভোর চারটে থেকে।'

'আর কেউ কি আছেন?'

'হ্যাঁ, একজন কনস্টেবল।'

'কোনোকিছুতে আপনি হাত দেননি তো?'

'না।'

'সত্যিই আপনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ডাক্তারবাবু। আচ্ছা, আপনাকে কে ডেকে এনেছিলো?'

'স্যনডার, এ বাড়ির পরিচারিকা।'

'সেই কি সবাইকে ডেকে তোলে?'

'সে আর রাঁধুনী মিসেস কিং।'

'ওরা এখন কোথায়?'

'সম্ভবত রান্নাঘরেই আছে।'

'তাহলে ইনসপেক্টর, ওদের একবার ডাকার ব্যবস্থা করুন। ওদের মুখ থেকেই আমি সমস্ত ব্যাপারটা শুনতে চাই।'

উঁচু উঁচু জানলা আর কারুকার্যকরা কড়িকাঠের দেওয়াল-

ওয়ালা পুরনো হলঘরটাকেই আমরা জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে অস্থায়ী দফতর হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করলাম। পুরনো আমলের একটা আরামকুর্সিতে সমাসীন হলো হোমস। থমথমে কঠিন মুখ, উজ্জল তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হলো ও যেন মনে মনে পণ করে বসে—আছে সরল সুন্দর একটা মানুষের জীবন-দীপ যে নিভিয়ে দিলো তার সমুচিত শাস্তি না দিয়ে সে জল স্পর্শও করবে না। হোমস আর আমি ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন অদ্ভুত করিৎকর্মা ইনসপেক্টর মার্টিন, প্রবীন ডাক্তার আর গোঁয়াড়গোবিন্দ গোছের একজন স্থানীয় কনস্টেবল।

জেরার জবাবে মহিলা দুজন প্রায় একই কাহিনী শোনালো। গুলির প্রচণ্ড শব্দে দুজনেরই ঘুম ভেঙে যায় এবং এক মিনিট পরেই আবার একটা গুলির শব্দ শুনতে পায়। পাশাপাশি ঘরে দুজনে ঘুমোয়, মিসেস কিংই প্রথম স্যনডারের ঘরে ছুটে আসে। তারপর দুজনে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে ছাখে পড়ার ঘরের দরজাটা হাট-হাট খোলা ; ভেতরে টেবিলের ওপর একটা মোমবাতি জ্বলছে। ওদের মনিব ঘরের মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছেন। সম্ভবত দেহে তখন প্রাণ ছিলো না। জানলার সামনে একেবারে দেওয়ালের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছেন মিসেস কিউবিট, মুখের একটা পাশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কষ্ট করে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছেন, কিন্তু কথা বলার ক্ষমতা ছিলো না। ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধে সারা ঘর এমন কি বারান্দা পর্যন্তও ভরে ছিলো। দুজনেই জোর দিয়ে বললো জানলাটা ভেতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া ছিলো। দেরি না করে ওরা সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আর থানায় খবর পাঠালো। তারপর সহিস আর আস্তাবলের ছোকরা চাকরটাকে ডেকে ধরাধরি করে আহত মালিকানিকে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গেলো। রোজ যেমন শোন, রাতের পোশাক পরে কত্তা-গিন্নী দুজনেই ঠিক তেমনি ভাবে বিছনায় শুয়ে ছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেলো কর্তার পরনে

রাত্রিবাসের ওপর ঢিলে বর্হিবাসটা চাপানো রয়েছে। না, পড়ার ঘরের কোনোকিছুতেই ওরা হাত দেয়নি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কখনও ঝগড়া-ঝাটি হয়নি, ওঁদের দাম্পত্য জীবন ছিলো অত্যন্ত সুখের।

ইনসপেক্টর মার্টিনের প্রশ্নের জবাবে জানা গেলো প্রতিটা ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিলো। ফলে অন্তত একটা বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া গেলো—বাইরে থেকে কেউ ভিতরে আসেনি বা ভেতর থেকে কেউ বাইরে যায়নি। এই প্রসঙ্গে হোমস ইনসপেক্টরকে বললো, 'ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে আসার সঙ্গ সঙ্গেই বারুদের গন্ধ পায়, এই পয়েন্টটা একটু ভালো করে খেয়াল রাখবেন। চলুন, ঘরটা এবার একটু ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা যাক।'

পড়ার ঘরটা তেমন একটা বড় নয়। তিনটে দেওয়ালই বইয়ে ঠাসা, বাগানের দিকে জানলার সামনে লেখার টেবিল। প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো ঘরের মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা হতভাগ্য মিস্টার কিউবিটের বিশাল দেহটার ওপর। অবিন্যস্ত বেশবাস দেখে মনে হলো উনি খুব দ্রুতই বিছনা থেকে উঠে এসেছেন। গুলিটা ছোঁড়া হয়েছে সামনের দিক থেকে এবং হৃদপিণ্ড এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবার পরেও গুলিটা দেহের মধ্যেই রয়ে গেছে। অত্যন্ত আকস্মিক এবং যন্ত্রণাবিহনী ভাবেই ওঁর মৃত্যু ঘটেছে। হাতে বা ওঁর বর্হিবাসে কোথাও কোনো বারুদের চিহ্ন নেই। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার জানালেন মিসেস কিউবিটের মুখে বারুদের চিহ্ন থাকলেও, দুহাতে কোনো চিহ্ন নেই।

'চিহ্ন না থাকা দিয়ে কিছুই প্রমাণিত হয় না,' কেমন যেন রুক্ষ স্বরেই হোমস বললো। 'থাকলে অবশ্য নিঃসন্দেহে ঝামেলা। কিন্তু বাজে ভাবে লাগলো কার্তুজ থেকে বারুদ পেছন ছিটকে হাতে না লাগলে যত খুশি ফায়ার করা যায়। তাহলে ইনসপেক্টর মার্টিন, আমার মনে হয় এবার মৃতদেহ সরানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ওহো, ভালো কথা···আচ্ছা ডাক্তারবাবু, মিসেস কিউবিটের দেহ

থেকে এখনও গুলি বার করা সম্ভব হয়নি, তাই না?'

'হ্যাঁ, গুলিটা বার করতে গেলে বড় ধরনের অস্ত্রোপচার করতে হবে, যা এখানে করা সম্ভব নয়। তবে রিভলভারে এখনও চারটে গুলি রয়েছে। ছোঁড়া হয়েছে মাত্র দুটো আর ক্ষতচিহ্নও দুটো। সুতরাং এটা অনুমান করে নেওয়া কঠিন হবে না যে...'

'তাহলে জানলায় এই যে গুলিটা লেগেছে, আশা করি আপনি তারও হিসেব দিতে পারবেন?'

হোমসের কথায় আমরা সবাই একসঙ্গে চমকে ঘুরে তাকালুম। ওর আঙুলের নির্দেশ অনুসরণ করে দেখলাম শার্সি পাল্লার নিচের দিকে, চৌকাঠ থেকে প্রায় ইঞ্চি ছয়েক ওপরে একটা পরিষ্কার ফুটো।

'হ্যাঁ, ভগবান!' ইনসপেক্টর প্রায় চিৎকারই করে উঠলেন। 'এটা কি করে আপনার নজরে পড়লো মিস্টার হোমস?'

'যেহেতু আমি এটাই খুঁজছিলাম।'

'চমৎকার, সত্যিই চমৎকার!' ডাক্তার রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। আপনি ঠিকই বলেছেন। গুলি চালানো হয়েছে মোট তিনবার এবং সে সময়ে উপস্থিত ছিলো তিনজন। কিন্তু কে সেই তৃতীয় ব্যক্তি আর কেমন করেই বা সে এখান থেকে উধাও হয়ে গেলো?'

'হ্যাঁ, এ সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের অবশ্যই সমাধান করতে হবে।' হোমস অকপটেই স্বীকার করলো। 'পরিচারিকারা বললো ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধ নাকে পেয়েছে, তখনই এ ঘটনাটাকে আপনাকে স্মরণ রাখতে বলেছিলাম ইনসপেক্টর মার্টিন, নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে?'

'হ্যাঁ, আছে, কিন্তু নির্দ্বিধায় স্বীকার করছি মিস্টার হোমস, এ পয়েণ্টটা আমার মাথায় কিছুই ঢোকেনি।'

'না ঢোকার যথেষ্ট কারণ কোনো ছিলো না। এটার অর্থ একটাই

—গুলি ছোঁড়ার সময় পাড়ার ঘরের দরজা এবং জানলা উভয় খোলা ছিলো। তা না হলে ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধ এত তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারতো না। অবশ্য জানলাটা খোলা ছিলো খুব অল্প সময়েরই জন্যে।'

'এ ধারণার কি কোনো প্রমান আছে মিস্টার হোমস?'

'নিশ্চয়ই, নইলে দমকা হওয়ায় বাতিটা যে নিভে যেতো।'

'সত্যিই আপনার কোনো তুলনা হয় না মিস্টার হোমস।' ইনস-পেক্টর অকুণ্ঠ চিত্তে প্রশংসা করলেন।

'দুর্ঘটনার সময় জানলা খোলা ছিলো, এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত হবার পরেই আমি ধরে নিই সে সময়ে নিশ্চয়ই কোনো তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলো, যে খোলা জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে গুলি চালিয়েছে। তাই আমি প্রথম থেকেই মনে মনে খুঁজছিলাম তৃতীয় কোনো চিহ্ন, যেটা এখানে আসার পর আমার চোখে পড়লো।'

'কিন্তু জানলাটা ভেতর থেকে বন্ধ হলো কি ভাবে?'

'কেন, সেটা তো মিসেস কিউবিটের পক্ষেই বন্ধ করে দেওয়া স্বাভাবিক···আরে, এটা আবার কি?'

জিনিসটা লেখার টেবিলের ওপর পড়ে থাকা মেয়েদের ছোট একটা হাত-ব্যাগ, কুমীরের চামড়ার ওপর রূপোর কারুকার্য করা। হোমস ব্যাগটা খুলে টেবিলের ওপর উপুড় করে ধরলো। এক সঙ্গে পাকানো কুড়িটা পঞ্চাশ পাউণ্ডের নোট ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।

নোটগুলো আবার যথাস্থানে ভরে হোমস ব্যাগটা ইনসপেক্টরের হাতে দিলো। 'এটা সাবধানে রেখে দিন। বিচারের সময় কাজে লাগবে। এবার তৃতীয় গুলির রহস্য নিয়ে মাথা ঘামানো যাক। কাঠের চোঁচ-গুলো যেভাবে রয়েছে তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে গুলিটা ছোঁড়া হয়েছে ভেতর থেকে। এ প্রসঙ্গে মিসেস কিং-এর সঙ্গে আর একবার কথা বলা দরকার···ওকে একবার খবর পাঠান না···হ্যাঁ মিসেস কিং, আপনাকে শুধু আর একটা প্রশ্ন করবো। তখন বললেন না গুলির

প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো—তার মানে দ্বিতীয় শব্দটার চেয়ে প্রথম শব্দটা কি বেশি জোরালো ছিলো ?'

'শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো, তবে কোনটে বেশি জোরালো ছিলো বলা মুশকিল। তবে শব্দটা খুব জোরেই হয়েছিলো।'

'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় দুটো গুলি একই সঙ্গে ছোড়া হয়েছিলো ?'

'হতেও পারে স্যার, তবে ঠিক বলতে পারবো না।'

'ঠিক আছে, আপনি এখন যেতে পারেন। এ ঘরে আপাতত আর কিছুই করার নেই। চলুন ইনসপেক্টর মার্টিন, বাগানটা একবার ঘুরে আসি, যদি প্রমাণ-টোমান কিছু পাওয়া যায়।'

পড়ার ঘরের জানলার ঠিক নিচে ফুলের ঝোপটার দিকে এগিয়ে যেতেই আমরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ফুলগুলোকে নির্মমভাবে কে যেন ডলে গেছে, নিচের নরম মাটিতে পড়েছে পায়ের ছাপ। বেশ লম্বা লম্বা পুরুষের পায়ের ছাপ, সামনের দিকটা একটু ছুঁচলো। আহত পাখির খোঁজে শিকারী কুকুরের মতো হোমস হন্যে হয়ে চারদিকের ঝোপঝাড় তন্নতন্ন করে খুজতে লাগলো। হঠাৎ এক সময়ে অসম্ভব খুশির অস্ফুট ধ্বনিতে ও লাফিয়ে উঠলো, হাতে পেতলের পাত দিয়ে মোড়া ছোট একটা কার্তুজের খোল।

'হুঁ, যা ভেবেছি ঠিক তাই, রিভলভারটায় ইজেক্টরই লাগানো ছিলো। এই নিন ইনসপেক্টর আপনার তৃতীয় কার্তুজ, আমার কাজ প্রায় শেষ।'

হোমসের অত্যন্ত দ্রুত অথচ আশ্চর্য নিপুন কর্মতৎপরতায় মিস্টার মার্টিনের মতো চালাক-চতুর ইনসপেক্টরওএকেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছেন। প্রথম দিকে কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্যে যাও বা নিজেকে একটু আধটু জাহির করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এখন এমনই অভিভূত যে কি বলবেন কিছু ভেবেই পেলেন না। নিজেকে একটু সামলে নেবার পর প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কাকে সন্দেহ করছেন

মিস্টার হোমস ?'

'সে প্রসঙ্গে আমি পরে আসছি। কেননা ছোটোখাটো দুএকটা ব্যাপার এখনও আমার কাছে অস্পষ্ট রয়ে গ্যাছে। অবশ্য নিজে থেকে আমি যতটুকু জেনেছি তা দিয়ে ঘটনাটা ব্যাখ্যা করা কিছুই কঠিন নয়। কিন্তু তার আগে অস্পষ্ট ব্যাপারগুলোকে আমি পরিষ্কার করে নিতে চাই।'

'সে আপনার যা অভিরুচি মিস্টার হোমস, আমার শুধু খুনীটাকে পেলেই হলো।'

'না না, ভয় নেই, বেশিক্ষণ আর আপনাকে ধাঁধায় ফেলে রাখবো না। আমি শুধু একটা জিনিস জানতে চাই—কাছে পিঠে কি কোথাও এলরিজ নামে কোনো সরাইখানা আছে ?'

আবার চাকর-বাকরদের ডেকে জেরা করা হলো, কিন্তু সবাই স্বীকার করলো ধারে কাছে ও নামে কোনো সরাইখানা নেই। শুধু আস্তাবলের ছোকরাটাই জানালো, 'কোনো সরাইখানা নেই বটে, তবে ওই নামে একজন চাষী আছে।'

'তাই নাকি, কোথায় থাকে সে ?' হোমস উদগ্রীব হয়ে উঠলো।

'এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে, ইস্ট রাস্টনের দিকে।'

'ওর খামার বাড়িটা কি খুব নির্জন ?'

'খুবই নির্জন স্যার।'

'তাহলে রাত্তিরে এখানে কি ঘটেছে, সে খবর নিশ্চয়ই এখনও সেখানে পৌঁছয়নি ?'

'খুব সম্ভবত না স্যার।'

একটু চুপ করে থেকে হোমস কি যেন ভাবলো, তারপর দু ঠোঁটের প্রান্তে খেলে গেলো এক বিচিত্র হাসি।

'তাহলে এক কাজ করো', হোমস ছেলেটিকে বললো। ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। আমি তোমাকে একটা চিঠি দেবো, ওটা এলরিজের খামারবাড়িতে এখুনি পৌঁছে দিতে হবে।'

পকেট থেকে নাচিয়ে মূর্তিদের কাগজগুলো সব বার করে হোমস পড়ার ঘরের টেবিলের ওপর বিছিয়ে কি সব যেন করলো। ইতি-মধ্যে আস্তাবলের ছোকরাটা প্রস্তুত হয়ে আসতেই হোমস তার হাতে ছোট একটা চিরকুট দিয়ে কড়া নির্দেশ দিলো—ওপরে যার নাম লেখা রয়েছে শুধু তার হাতেই চিঠিটা দিয়ে ও যেন সোজা এখানে চলে আসে। চিরকুটের ওপরে দেখলাম ঠিকানা লেখা রয়েছে—মিঃ অ্যাবি স্ল্যানে, এলরিজের খামারবাড়ি, ইস্ট রাস্টন, নরফোক।

ছেলেটি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগেই হোমস বললো,' ইনস-পেক্টর মার্টিন, যদি আমার অনুমান সত্যিই হয়, তাহলে অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রকৃতির একটা লোককে হাজতে পুরতে হবে। সুতরাং বাড়তি পাহারাদারের জন্যে আপনি এখুনি একটা তারবার্তা পাঠিয়ে দিন। এই ছেলেটিই বরং আগে তারবার্তাটা পৌঁছে দিয়ে তারপর এলরিজের খামারবাড়িতে যাবে। আর ওয়াটসন, ছাখো তো বিকে-লের দিকে লণ্ডনে ফেরার যদি কোনো ট্রেন থাকে আমরা তাতেই ফিরবো। কেননা আমাকে একটা জরুরি রসায়নিক বিশ্লেষণের কাজ শেষ করতে হবে। তা ছাড়া এখানকার ঝামেলা তো প্রায় মিটিয়েই গেলো।'

চিরকুট আর তারবার্তা নিয়ে ছেলেটি রওনা হয়ে যাবার পর হোমস চাকরবাকরদের কড়া নির্দেশ দিলো—কোনো অচেনা লোক যদি মিসেস কিউবিটের সঙ্গে দেখা করতে চান, তাহলে তাকে ওঁর অবস্থা সম্পর্কে যেন কিছু জানানো না হয়, বরং তাকে পথ দেখিয়ে যেন সোজা বসার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ব্যাপারটায় এমন গুরুত্ব দিয়ে ও সবাইকে বোঝাতে লাগলো যেন এর ওপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। তালিম দেওয়ার পালা শেষ করে হোমস আমাদের নিয়ে চললো বসার ঘরে। রোগী দেখতে দেরি হয়ে যাবে বলে ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন। সুতরাং আড্ডা জমালাম কেবল আমি, হোমস আর ইনসপেক্টর মার্টিন।

'আশা করি ঘন্টাখানেক সময় যাতে ভালোভাবে কেটে যায়, সে ব্যবস্থা আমি অবশ্যই করতে পারি।' নিজের চেয়ারটা টেবিলের আরও কাছে টেনে নিয়ে হোমস পকেট থেকে বিদ্‌কুটে নাচুনে মূর্তি-আঁকা কাগজগুলো বার করলো। 'অসীম ধৈর্য ধরে কৌতূহল দমন করে রাখার জন্যে প্রথমেই আমার বন্ধুবর ওয়াটসনকে ধন্যবাদ জানাই। আর ইনসপেক্টর মার্টিন, বুঝতে পেরেছি, আপনি আমার কার্য-কলাপ দেখে রীতিমতো বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু ভয় নেই, বেশিক্ষণ আর এই রহস্যময়তার মধ্যে আপনাকে ফেলে রাখবো না। তবে এ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে, মিস্টার হিলটন কিউবিট যেদিন প্রথম বেকার স্ট্রীটে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, সেদিন থেকেই শুরু করতে হয়।'

সংক্ষেপে প্রায় সমস্ত ঘটনাটাই সে বর্ণনা করলো। 'এ ছবিগুলো দেখে অনেকে হয়তো হেসেই উড়িয়ে দিতো, যদি না এমন ভয়ঙ্কর পরিসমাপ্তি ঘটতো। নানান ধরণের সাংকেতি লিপির সঙ্গে আমার মোটামুটি পরিচয় আছে এবং এ সম্পর্কে একটা গবেষণাগ্রন্থও প্রকাশ করেছি। কিন্তু অকপটেই স্বীকার করছি, এ ধরণের হেঁয়ালি আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। এই পদ্ধতি যাঁরা আবিষ্কার করেছেন, তাঁদের আসল উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত সংবাদকে গোপন করা, এবং যাতে বাচ্চাদের খেয়ালখুশিতে আঁকা ছবি ভেবে খুব সহজেই হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

'মূর্তিগুলো যে এক একটা অক্ষরের প্রতীক, এটা বোঝার পর থেকেই সংবাদের গোপনীয়তা আমার কাছে জলের মতো সহজ হয়ে গেলো। প্রথম যে খবরটা আমার হাতে এলো, এত সংক্ষিপ্ত যে তা থেকে কিছুই আবিষ্কার করা গেলো না। তবু বুঝতে কোনো অসুবিধে হলো না, এই —

প্রতীকটার অর্থ E. এটা নিশ্চয়ই জানেন, ইংরাজী বর্ণমালায়

E-র প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এমন কি ছোটখাটো কোনো বাক্যের মধ্যেও দেখবেন বেশ কয়েকবার E-কে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম পাওয়া খবরটায় পনেরোটা প্রতীকের মধ্যে চারটে প্রতীক হুবহু এক। সতরাং এই প্রতীকের অর্থ E ধরে নিলে খুব একটা অযৌক্তিক হবে না। অবশ্য মাঝে মধ্যে প্রতীক চিহ্নগুলির হাতে নিশান দেখা গ্যাছে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই নিশানওয়ালা প্রতিমূর্তিগুলো ঠিক পাশাপাশি নেই, ছড়িয়ে আছে সমস্ত খবরটার মধ্যে। সুতরাং আমরা খুব সহজেই ধরে নিতে পারি নিশানওয়ালা প্রতিমূর্তিগুলো এক একটা বাক্যের পরিসমাপ্তি।

'এ পর্যন্ত যাও বা হলো, কিন্তু আসল ঝামেলা শুরু হলো এর পর থেকে। ইংরাজী বর্ণমালায় E-এর পর কোন শব্দটার প্রভাব সবচেয়ে বেশি সে সম্পর্কে এখনও কোনো স্থির সিদ্ধান্ত আসা যায়নি। ছাপানো কোনো পৃষ্ঠায় দেখলেন কোনো একটা শব্দের প্রভাব সবচেয়ে বেশি, কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেলো ছোট্ট একটা বাক্যের মধ্যে সেই অক্ষরটা অনুপস্থিত। তবু সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে অক্ষরগুলোকে মোটামুটি এই ভাবে সাজানো যায়—T.A.O.I.N.S H.R.D. এবং L. এদের মধ্যে আবার T.A.O এবং I. এত ঘেঁসাঘেসি যে এর মধ্যে কে যে বেশি প্রভাবশীল, বলা খুব মুশকিল। সুতরাং নতুন করে মালমসলা হাতে না এসে পড়া পর্যন্ত হাঁ করে বসে থাকতে হলো।

'দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎকারের সময় মিস্টার হিলটন কিউবিট আমাকে দিলেন তুটো ছোট বাক্য এবং একটা সংবাদ, যার মধ্যে কোনো নিশান না থাকায় মনে হলো ওটা একটা গোটা শব্দ। এই দেখুন প্রতীকগুলো। পাঁচ অক্ষরে যেটা একটা গোটা শব্দ বলে মনে হচ্ছে, তার মধ্যে E এসেছে তুবার, দ্বিতীয় আর চতুর্থ স্থানে। শব্দটা Sever, Lever কিংবা Never হতে পারে। এখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে কোনো কাকুতিমিনতির প্রত্যুত্তরে। এবং পরিপার্শ্বিকতা থেকে যতটুকু মনে হচ্ছে,

জবাবটা লিখেছেন মিসেস কিউবিট নিজে।

'যদি এই অনুমান সত্যি হয়, তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি এই তিনটে প্রতীক যথাক্রমে N.V. এবং R.

'অন্যান্য অক্ষরগুলো সম্পর্কে আমার তখনও যথেষ্ট সন্দেহ ছিলো, কিন্তু খুশিতে ভরে উঠলাম অন্য চিঠিগুলো পেয়ে। অনুমান করে নিলাম, পত্রলেখক বা আবেদনকারী যদি মিসেস কিউবিটের পূর্ব-পরিচিত হন, তাহলে দুটো E অক্ষরওয়ালা পাঁচ অক্ষরের শব্দটা নিশ্চয়ই ELSIE. ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম, তিন তিনবার ওই প্রতীক-শব্দটাব্যবহার করা হয়েছে খবরের উপসংহারে। সুতরাং শব্দগুলো যে 'এলসি'রই উদ্দেশ্যে লেখা, সেটা বুঝতে আমার কোনো অসুবিধে হলো না। এমনি ভাবে পেলাম L.S. আর I-কে। এলসির ঠিক আগেই চারবর্ণের একটা শব্দ, যার শেষ অক্ষরটা E. মনে হলো শব্দটা নিশ্চয়ই COME হবে। এমনি ভাবে আমার সংগ্রহে আরও তিনটি অক্ষর বাড়লো C.O. আর M. সেই স্বল্প পুঁজি নিয়ে আমি আবার প্রথম খবরটা পড়ার চেষ্টা করলাম। ছোট ছোট শব্দে ভাগ করে যে প্রতীকগুলো বুঝতে পারলাম না তার জায়গায় ফুটকি বসালাম। ফলাফল দাঁড়ালো এই রকম—

.M. ERE. SL NE

'এখন প্রথম বর্ণটা A না হয়ে পারে না, কেননা সংক্ষিপ্ত খবরটার মধ্যে একই প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে তিনবার এবং রীতিমতো অর্থ বহন করছে। দ্বিতীয় শব্দের প্রথম বর্ণটাকে ধরে নিলাম H তাহলে বাক্যটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম—

AM HERE AE SLANE

নামের ফাঁকটাতে একটাই মাত্র বর্ণ বসা স্বাভাবিক, এবং তা হলে এখন সম্পূর্ণ বাক্যটা দাঁড়ালো—

AM HERE AE SLANEY -

'অনেকগুলো শব্দ হাতে এসে যাওয়ার পর আমি নির্ভয়ে দ্বিতীয় খবরটা পড়লাম। প্রতীকী শব্দের আড়ালে খবরটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম—

A. ELLRI. ES

ভেবে দেখলাম, T আর G দিয়ে যদি শূন্যস্থান পূরণ করি, তাহলে একটা অর্থ পাওয়া যায়, অর্থাৎ AT কোনো ELRIGES বাড়ি বা সরাইখানার নাম, যেখানে লোকটা আস্তানা গেড়েছে।'

ততক্ষণ ইনসপেক্টর মার্টিন আর আমি রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলাম হোমসের জটিল প্রতীক-ছদ্মবেশ খসিয়ে হেঁয়ালি উদ্ধারের তাক লাগানো কাহিনী। কিন্তু ইনসপেক্টরের যেন তর সইছিলো না, উদগ্রীব হয়ে উনি প্রশ্ন করলেন, তারপর কি করলেন স্যার?'

'ABE SLANEY নামটা যে আমেরিকান সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। কেননা ABE শব্দটা আমেরিকাতেই প্রচলিত এবং যে চিঠিটা মিসেস কিউবিটের হাতে পড়ার থেকেই এই রহস্যের সূত্রপাত, সেটাও এসেছে আমেরিকা থেকে। বিয়ের আগের জীবন সম্পর্কে কোনো কিছু উল্লেখ না করা এবং চিঠি পাবার পর স্বামীর কাছে সব কথা চেপে যাওয়া ঘটনা থেকেই বুঝলাম রহস্যটা অপরাধ সংক্রান্ত। তখন আমার বন্ধু, নিউ ইয়র্ক পুলিস বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী উইলসর হারগ্রিয়েভকে একটা তারবার্তা পাঠালাম। অপরাধ সম্পর্কে আমার সামান্য অভিজ্ঞতাকে ও বহুবার কাছে লাগিয়েছে। ওকে জিগেস করলাম অ্যাবে স্ল্যানি সম্পর্কে ও কিছু জানে কিনা। কয়েক দিন অসীম উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করে থাকার পর জবাব এলো—"শিকাগোর সবচেয়ে বিপজ্জনক কুখ্যাত খুনে বদমাইস।" যে দিন এই খবর পেলাম, সে দিনই সন্ধ্যেবেলায় এসে পৌঁছলো মিস্টার হিলটন কিউবিটের কাছ থেকে পাওয়া একটা নতুন খবর। প্রতীকী শব্দের বিনিময়ে খবরটা দাঁড়ালো—

ELSIE. RE.ARE TO MEET THY GO

P আর D দিয়ে শব্দ পূরণ করতেই আমি আঁতকে উঠলাম। বুঝলাম কাকুতি-মিনতি ছেড়ে শয়তানটা এখন ভয় দেখাতে শুরু করেছে। আমেরিকান খুনীদের প্রকৃতি সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি, অহেতুক দেরি করলে ক্ষতি হতে পারে ভেবে ভোরের ট্রেনেই বন্ধুবর ওয়াটসনকে নিয়ে নরফোকে চলে এলাম। কিন্তু এখানে পা দিতে না দিতেই শুনলাম ক্ষতি যা হবার তা আগেই ঘটে গেছে।'

'সত্যি, আপনার সঙ্গে কাজ করা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার মিস্টার হোমস।' আবেগ-ছোঁয়া গলায় ইনসপেক্টর মার্টিন বলে উঠলেন। 'কিন্তু আমি অকপটেই স্বীকার করছি, আপনি কিছু মনে করবেন না, আমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে ওপরওয়ালার কাছে। এলরিজের খামারবাড়িতে লুকিয়ে-থাকা এই অ্যাবে স্ল্যানি যদি সত্যিই খুনী হয় আর আমাদের এখানে হাতপা গুটিয়ে বসে থাকার সুযোগ নিয়ে সে যদি পালিয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আমাকে সত্যিই বিপদে পড়তে হবে মিস্টার হোমস।'

'এত অধৈর্য হবার কোনো কারণ নেই ইনসপেক্টর মার্টিন। ও পালাবে না।'

'আপনি কেমন করে জানলেন?'

'পালানো মানেই নিজের অপরাধকে স্বীকার করে নেওয়া।'

'তাহলে চলুন না বরং আমরা গিয়েই ওকে গ্রেফতার করি?'

'আমি যে কোনো মুহূর্তে ওকে এখানে আশা করছি।'

'কিন্তু ও স্বেচ্ছায় এখানে কেন আসতে যাবে?'

'যেহেতু আমি ওকে এখানে আসার কথাই লিখেছি।'

'আপনি লিখেছেন বলেই ও আসবে...অসম্ভব মিস্টার হোমস! বরং আপনার চিঠিতে বিপদের গন্ধ পেয়েই ও কেটে পড়ার সুযোগ নেবে।'

'আমার ধারণা, এ ধরণের চিঠির বয়ান কেমন হওয়া উচিত, সে জ্ঞান আমার আছে ইনসপেক্টর মার্টিন। এবং আমার যে ভুল হয়নি

...ওই দেখুন, ভদ্রলোক নিজেই এদিকে এগিয়ে আসছেন।'

চমকে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম দীর্ঘকায় একজন সুদর্শন পুরুষ বড় বড় পা ফেলে বাড়ির দিকেই এগিয়ে আসছে। পরণে ছাইরাঙা ফ্ল্যানেটের স্যুট, মাথায় পানামা টুপি, কুচকুচে কালো দাড়ি, তীক্ষ্ণ বাঁকালো নাক। বেতের ছড়িটা ঘোরাতে ঘোরাতে যেভাবে এগিয়ে আসছে দেখলে মনে হবে বুঝি এটা ওরই বাড়ি। পর মুহূর্তেই শুনলাম দরজায় ঘন্টি বাজার শব্দ।

হোমস দ্রুত উঠে দাঁড়ালো। 'চলুন, এবার দরজার আড়ালে ওত পেতে থাকা যাক। এ ধরণের বিপজ্জনক খুনীকে বাগে আনতে গেলে আগে থেকে সাবধান হওয়া ভালো। ইনসপেক্টর, আপনার হাত-কড়াটা প্রস্তুত করে রাখুন। আর যাকিছু বলার আমিই বলবো।'

মাত্র একটি মুহূর্তের নিটোল নিস্তব্ধতা—অথচ সেই মুহূর্তটা আমরা জীবনে কোনোদিনও ভুলতে পারবো না! তারপর দরজার কপাটদুটো খুলে গেলো, দীর্ঘকায় লোকটা পা দিলো ঘরের ভিতরে। চোখের পলক পড়ার আগেই হোমস পিস্তল ঠেকালো লোকটার মাথার পেছনে, আর ইনসপেক্টর মার্টিন সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়া এঁটে দিলো ওর হাতে। সমস্ত ব্যাপারটাই এত দ্রুত আর নিপুণভাবে ঘটে গেলো যে ফাঁদে পা দিয়েছে ও বুঝতেই পারলো না। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই ও হিংস্র চোখে আমাদের দিকে তাকালো, তারপর ফেটে পড়লো হতাশার তিক্ত হাসিতে।

'বাঃ, চমৎকার! এবার দেখছি আপনারাই একহাত নিলেন আমার ওপর। মনে হচ্ছে এ বেশ শক্ত ঠাঁই! যাই হোক, মিসেস হিলটন কিউবিটের একটা চিঠি পেয়েই এখানে এসেছি। যেন আবার বলে বসবেন না উনি বাড়ি নেই, কিংবা আমার জন্যে এ ফাঁদটা উনিই পেতেছেন।'

'মিসেস হিলটন কিউবিট অত্যন্ত মারাত্মভাবে আহত হয়েছেন এবং ওঁর বাঁচার কোনো আশা নেই।'

'কি পাগলের মতো যা-তা বকছেন আপনি!' লোকটা হুংকার দিয়ে উঠলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই করুণ একটা হাহাকার ওর বুকের অতল থেকে উঠে ছড়িয়ে পড়লো সারা ঘরময়। 'কিন্তু কেমন করে হলো? ওর তো আঘাত লাগার কথা নয়, আঘাত লেগেছে ওর স্বামীর। এলসিকে আমি আঘাত করতে যাবো কেন বলুন? ওকে আমি ভয় দেখাতে পারি, কিন্তু ওর গুচ্ছগুচ্ছ সোনালী চুলের একটা গাছিও স্পর্শ করার দুঃসাহস আমার নেই। ফিরিয়ে নিন, ফিরিয়ে নিন আপনার কথা। বলুন ওর কোনো আঘাত লাগেনি!'

'আপনি জানেন না, গত রাত্রে মৃত স্বামীর পাশে অত্যন্ত আশংকা-জনক অবস্থায় ওকে পাওয়া গেছে।'

অস্ফুট আর্তনাদ করে হাতকড়া লাগানো অবস্থাতেই দু হাতে মুখ ঢেকে আগন্তুক একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়লো। মিনিট পাঁচেক পরে ও আবার মুখ তুললো, কিন্তু তখন মনে হলো সে যেন অন্য কেউ। হতাশায় ভেঙে পড়া শান্ত নিরুত্তাপ গলায় বললো, 'এখন আপনাদের কাছে আমি আর কিছুই লুকবো না। আমি লোকটাকে গুলি করেছি, যেহতু ও আগে আমার ওপর গুলি চালিয়েছিলো। এর মধ্যে খুনের কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিলো না। তবে আপনারা যদি ভেবে থাকেন আমি এলসিকে জখম করেছি, তাহলে বলবো আমার বা ওর সম্পর্কে আপনারা কিছুই জানেন না। ও আমার। এ পৃথিবীতে আমার চাইতে বেশি ভালো ওকে আর কেউ কখনও বাসেনি। কয়েক বছর আগে থেকেই ও আমার বাগ্‌দত্তা। আমাদের দুজনের মধ্যে নাক গলাবার কোনো অধিকারই ইংরেজটার ছিলো না। আগেই বলেছি ও আমার। আমি এখানে এসেছিলাম আমার সেই অধিকারেরই দাবী জানাতে।'

হোমস রূঢ়স্বরে বলে উঠে, 'আপনার মতো মানুষের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ার পরেই উনি আপনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে আমেরিকা থেকে পালিয়ে এলেন এবং বিয়ে করলেন ইংল্যাণ্ডের

সম্মানীয় এক ভদ্রলোককে। কিন্তু ওঁর সে সুখ আপনার সহ্য হলো না। কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে খুঁজে বার করলেন ওঁকে, দুর্বিসহ করে তুললেন ওঁর জীবন। যে স্বামীকে উনি দেবতার মতো শ্রদ্ধা করতেন, আপনি চাইলেন তাঁকে ছেড়ে আপনার ঘৃণ্য জীবনের সঙ্গে ওঁকে জড়িয়ে নিতে। কিন্তু যেহেতু উনি তা চাননি, তাই মিস্টার কিউবিটের মতো সম্ভ্রান্ত একজন মানুষকে প্রাণ হারাতে হলো আপনার হাতে, উনি নিজেও বাধ্য হলেন আত্মহত্যা করতে। মিস্টার অ্যাবে স্ল্যানি, এ সবকিছুর জন্যে আপনাকে জবাব দিহি করতে হবে আদালতে।'

'এলসি যদি মারাই যায়, আমি আর কোনো কিছুর পরোয়া করি না।' তখনও হাতের মধ্যে দোমড়ানো চিরকুটটার দিকে সে তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো। 'কিন্তু একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, এলসি যদি মারাত্মক ভাবে আহতই হয়ে থাকে, তাহলে এই চিঠিটা কে লিখলো শুনি?'

চিঠিটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিলো টেবিলের ওপর।

'আপনাকে এখানে আনার জন্যে চিঠিটা আমি নিজেই লিখেছি।'

'আপনি লিখেছেন!' অবিশ্বাসে স্লানির ভ্রূদুটো কুঁচকে ছোট হয়ে গেলো। 'জয়েন্ট ছাড়া এ পৃথিবীর আর কারুর পক্ষেই নাচুনের মূর্তিদের রহস্য জানা সম্ভব নয়। আপনি কেমন করে লিখলেন?'

'কেউ একজন যদি কিছু আবিষ্কার করতে পারে, অন্য একজন তার পুনরাবিষ্কার করতে পারবে না, এ কথা আপনি কেমন করে ধরে নিলেন মিস্টার স্ল্যানি? নরউইচে আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ি এসে গ্যাছে দেখছি। কিন্তু তার আগে আপনাকে একটা অনুরোধ করবো—আপনি নিশ্চয়ই জানেন, মারাত্মক আহত হলেও প্রমাণের অভাবে মিসেস কিউবিটকে স্বামী হত্যার অপরাধে অপরাধী করা হবে। আমি চাই যা সত্যি নয়, সেই জঘন্য অপবাদ যেন মিসেস কিউবিটের মাথায় না চাপানো হয়। এই শোচনীয় পরিণতির জন্যে

মিসেস কিউবিটকে কোনো মতেই দায়ী করা চলবে না।'

'এলসির জন্যে এটুকু করতে পারলে সত্যিই আমি খুশি হবো।'

'কিন্তু আগে থেকেই আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি,' এতক্ষণ পর হঠাৎ যেন ইনসপেক্টরের টনক নড়লো।' 'মনে রাখবেন, আপনার এই স্বীকারোক্তি আমরা প্রয়োজন বোধে ব্যবহার করবো।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে স্ল্যানি উপেক্ষার ভঙ্গিতে ইনসপেক্টরের দিকে তাকালো। 'তাতে আমার কিছুই এসে যাবে না। আপনারা হয়তো জানেন না, এলসিকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনতুম। শিকাগোর একটা দলে আমরা মোট সাতজন ছিলুম, এলসির বাবা প্যাট্রিক ছিলেন সেই জয়েণ্ট দলের পাণ্ডা। ধুরন্ধর বুড়ো প্যাট্রিকই এই বিচিত্র নাচিয়ে মূর্তির আবিষ্কারকর্তা। বিদকুটে হেঁয়ালির চাবিকাঠি জানা না থাকলে সবাই ভাববে এটা বুঝি বাচ্চাদেরই খেয়াল-খুশি। এলসি কিন্তু এই রহস্য জানতো। বড় হবার পর আমাদের কার্যকলাপ ও ঘৃণা করতে লাগলো, এবং একদিন সবার চোখে ধুলো দিয়ে নিজের জমানো কিছু টাকা নিয়ে পাড়ি জমালো লণ্ডনের পথে। দীর্ঘদিন খোঁজাখুঁজির পর ওর ঠিকানা এসে পৌঁছলো আমার হাতে। কিন্তু তখন ওর বিয়ে হয়ে গেছে এই ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে। আমি ওকে চিঠি লিখলুম, কিন্তু কোনো জবাব এলো না। তখন বাধ্য হয়ে আমাকেই আসতে হলো, এমনভাবে সাংকেতিক খবর পাঠাতে শুরু করলুম যাতে খুব সহজেই ওর নজরে পড়ে।

'মাস খানেক হলো এখানে এসেছি। আস্তানা গড়েছি এলরিজের খামারবাড়িতে। প্রতিদিন রাত্তিরে বেরিয়ে এলসির জন্যে খবর রেখে আসতুম। একদিন আমার খবরের নিচেই ওর হাতের লেখা দেখে বুঝলুম কোনো খবরই ওর দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে না। ওর জবাব পেয়েই আমার মেজাজ গেলো বিগড়ে। তখন আমি ভয় দেখাতে শুরু করলুম। একদিন এলসির কাছ থেকে একটা চিঠি পেলুম, তাতে কাকুতি-মিনতি করে জানিয়েছে আমি যেন ওর আশা

ছেড়ে চলে যাই, এবং ওর স্বামীর নামে কোথাও যদি কোনো কলঙ্ক রটে তাহলে ও অবশ্যই আত্মহত্যা করবে। সবশেষে আরও জানিয়েছে স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে রাত তিনটের সময় পড়ার ঘরের জানলার সামনে ও আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

'নির্দেশ মতো ঠিক সময়েই আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। ও চাইলো টাকা দিয়ে আমাকে হটিয়ে দিতে। এতেই আমার রক্ত গেলো গরম হয়ে, আমি চাইলুম এক হ্যাচকা টানে ওকে জানলার বাইরে বার করে আনতে। ঠিক সেই মুহূর্তে ঝড়ের মতো রিভলভার হাতে ঘরে ঢুকলো ওর স্বামী। এলসি ছিটকে পড়লো মেঝেতে, আমরা দুজন দাঁড়ালুম মুখোমুখি। আমার উদ্দেশ্য ছিলো রিভলভার তুলে ভয় দেখিয়ে সরে পড়া। কিন্তু এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে লোকটা গুলি ছুঁড়লো, চোখের পলক পড়ার আগে, আমিও গুলি চালালুম। বাগানের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে আসার সময় পেছন থেকে শুনলুম জানলা বন্ধ হওয়ার শব্দ। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, এর একটা বর্ণও মিথ্যে নয়। চিঠি পেয়ে এখানে আসার আগে পর্যন্ত আমি কিছুই শুনিনি।'

পুলিসের গাড়িটা আগে থেকেই বাইরে অপেক্ষা করছিলো। হঠাৎ খেয়াল হতে ইনসপেক্টর মার্টিন উঠে দাঁড়ালেন।

'এবার কিন্তু আমাদের যেতে হবে।'

'যাবার আগে এলসিকে একবার দেখতে পারি?'

'না, ওঁনার এখনও জ্ঞান ফেরেনি। চলি মিস্টার হোমস। ভবিষ্যতে যদি এরকম জটিল কোনো কেস হাতে আসে এবং তখন যদি আপনাকে পাশে পাই, নিজেকে সত্যিই ভাগ্যবান বলে মনে করবো।'

জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দূরে গাড়িটাকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে দেখলাম। তারপর ঘুরে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলা দোমড়ানো-মোচড়ানো চিরকুটটা। এটা সেই চিঠি যা দিয়ে হোমস অমন একজন দুর্ধর্ষ খুনীকে ফাঁদে ফেলেছিলো।

মুচকি হেসে হোমস বললো, দেখো তো ওয়াটসন, চিঠিটার পাঠ

উদ্ধার করতে পারো কি না?'

চিরকুটটা তুলে নিয়ে মেলে ধরতেই চমকে উঠলাম। কোথাও কোনো শব্দ নেই, কেবল নাচতে নাচতে এগিয়ে গেছে এক সারি বিচিত্র মূর্তি —

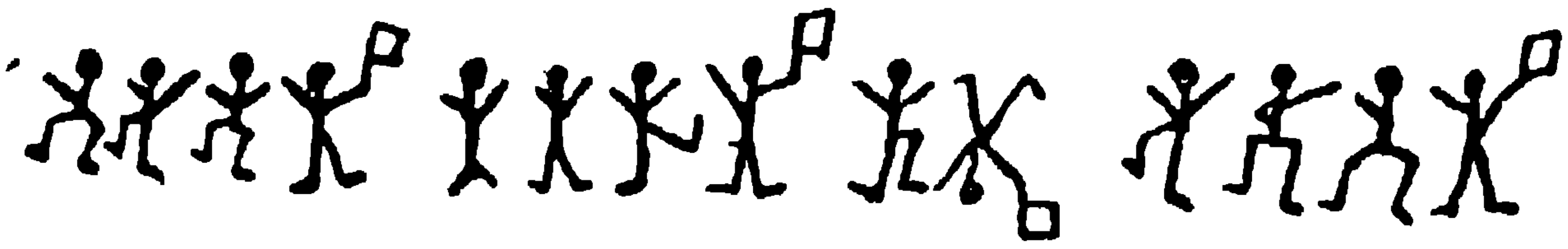

হোমস হাসতে হাসতে বললো, 'এতক্ষণ যে পদ্ধতি বোঝালাম, তা দিয়ে খোলস ছাড়ালে এর অর্থ দাঁড়ায়—"এখুনি এখানে চলে এসো।" আমি জানতাম এ আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করার সাধ্য ওর নেই, কেননা এ সংকেত-লিপি মিসেস কিউবিট ছাড়া আর কারুর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাহলে ওয়াটসন, নিশ্চয়ই তুমি অস্বীকার করবে না, এতদিন যে বিচিত্র নাচিয়ে মূর্তি শুধু অশুভ বার্তাই করে এনেছে, আজ আমি তাকে কল্যাণের কাজে ব্যবহার করতে পেরেছি। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তোমাকে নতুন লেখার উপকরণ দেবো, আশা করি নিশ্চয়ই তা পূরণ করতে পেরেছি। তিনটে-চল্লিশে আমাদের ট্রেন, মনে হয় নৈশভোজের আগেই বেকার স্ট্রীটে পৌঁছতে পারবো।'

উপসংহারে আমার আর সামান্য ক'টা কথা বলার আছে।

নরউইচ আদালতে অ্যাবে স্ল্যানিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা বিচার করে, বিশেষত মিস্টার হিলটন কিউবিট আগে গুলি চালিয়ে ছিলেন বলে ওর দণ্ডাদেশ লাঘব করে হুকুম হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের।

মিসেস হিলটন কিউবিট সম্বন্ধে শুধু এইটুকু জানি, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পর উনি আর বিয়ে করেননি। স্বামীর সম্পত্তি দেখা-শোনা এবং দুঃস্থের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন।

অক্সফোর্ডের যে অংশটাকে আমরা পুরনো কলেজ বলি, সেই তল্লাটের একেবারে শেষ প্রান্তে মান্ধাতা আমলের একটা জীর্ণ মিনার ঘর। বয়সের ভারে কারুকার্য-করা বিরাট বিরাট খিলানগুলো ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, সিংদরজার ভারি পাল্লাছুটো হেলে পড়েছে এক পাশে। পাথরের দেওয়াল বেয়ে আইভিলতারা এমন ভাবে সর্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলেছে, দেখলে মনে হবে স্নেহময়ী মায়ের মতো ওরা যেন মিনারটাকে রোদ-ঝড়-বৃষ্টি থেকে আগলে রেখেছে।

সিংদরজার সামনে থেকেই পাথরের একটা সিঁড়ি সাপের মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সোজা উঠে গেছে ওপরে, ধাপগুলো ক্রমশঃ ছোট থেকে আরও ছোট হয়ে গেছে। সমান উচ্চতায় সিঁড়ির গা থেকে বেরিয়েছে এক একটা ঘর, সামনে একটু করে চত্তর। দোতলা, তিন-তলা আর চারতলার সমান উঁচুতে ঘরগুলো প্রায় একই রকম—মাত্র ছুটো করে কামরা, সামনেরটা বসার, পাশেরটা শোবার। ওপর তলার ঘরগুলোর চাইতে একেবারে নিচের তলার ঘরছুটো বরং অনেক বড়। একটা ব্যবহার করা হয় ভাঁড়ারঘর হিসেবে, অন্যটায় থাকে বুড়ো চাকর টমাস স্টাইলস্, যার কাজ হলো ওপর তিনটে তলার বাসিন্দাদের রান্নাবান্না করা আর টুকিটাকি ফাইফরমাস খাটা। তিনজনেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পাড়ুয়া ছাত্র, নির্ঝঞ্ঝাট নিরিবিলিতে পড়াশোনার জন্যে ওরা মিনারের এই ঘরগুলো বেছে নিয়েছে। সবচেয়ে ওপরের তলাটা অ্যাবারক্রোম্বি স্মিথের, মাঝের তলাটা এডোয়ার্ড বেলিংহ্যামের, আর নীচের তলাটা উইলিয়াম মঙ্কহাউস লির।

১৮৮৪ সালের উজ্জ্বল এক বসন্তের রাত। তখন প্রায় দশটা। আরামকুর্সিতে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে রয়েছে অ্যাবারক্রোম্বি স্মিথ,

পাছটো তুলে দিয়েছে তাপচুল্লীর সামনে নিচু টুলটায়, ঠোঁটের ফাঁকে বুনো গোলাপকাঠের তৈরি তামাক টানার নল। তাপচুল্লীর উলটো দিকে ঠিক একই ভঙ্গিতে শুয়ে রয়েছে তার অনেক দিনের পুরনো বন্ধু জেফরো হেস্টি। দুজনেরই পরণে জমাট পশমের স্যুট, কেননা ওরা সন্ধ্যেটা কাটিয়েছে খোলা নদীর বুকে নৌকা চালিয়ে। তরুণ দুই বন্ধুকে যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি সুন্দর স্বাস্থ্য—দুইজনেই দাঁড় বইতে ওস্তাদ। স্মিথ আবার সবার সেরা। কঠোর পরিশ্রমে আর উদ্বিগ্নতায় তার চোখের কোলে পড়েছে একটা কালো ছায়া—আসন্ন পরীক্ষার জন্যে রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তি। তার টেবিলের ওপর রাশিকৃত ডাক্তারি বই, নানান ধরনের হাড়, নমুনা, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি। দুই বন্ধুর মধ্যে অন্তরঙ্গতা এমনই নিবিড় যে নিটোল নিস্তব্ধতায় ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ কাটিয়ে দিতে পারে।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর একমুখ গলগল করে ধোঁয়া ছেড়ে স্মিথ বলে উঠলো, 'খানিকটা স্কচ্ হুইস্কি আছে, চলবে নাকি ?'

'না, থাক ; এখন আর কিছু পান করতে ইচ্ছে করছে না।'

'অবশ্য আমারও পান করা উচিত নয়, তাহলে আর রাত জেগে পড়াশোনা করতে পারবো না।'

'ওহো, ভালো কথা', হঠাৎ করেই যেন কথাটা মনে পড়েছে এমনি ভাবে হেস্টি বলে উঠলো। 'মিনারঘরের অন্য দুজন বাসিন্দার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে ?'

'না, ঠিক আলাপ বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু হয়নি, তবে মুখ চিনি।'

'আমার কি মনে হয় জানো স্মিথ, ওদের সঙ্গে খুব একটা গায়ে পড়ে আলাপ না করাই ভালো। অবশ্য আমি যতটুকু জানি মঙ্কহাউস লি ছেলেটা খুব একটা খারাপ নয়।'

'মানে রোগা লম্বা নিরীহ মতন দেখতে যে ছেলেটা ?'

'হ্যাঁ। ও যদি একা হতো, ওর সঙ্গে তোমাকে মিশতে বারণ

করতাম না। কিন্তু বেলিংহ্যামকে বাদ দিয়ে ওর সঙ্গে মেলামেশা করা অসম্ভব।'

'বেলিংহ্যাম বলতে তুমি নিশ্চয়ই সেই মোটাসোটা ছেলেটার কথা বলছো?'

'হ্যাঁ।'

'কেন, বেলিংহ্যামকে তুমি চেনো নাকি?' স্মিথ সকৌতুকেই প্রশ্ন করলো।

'চিনি আমি দুজনকেই। তবে বেলিংহ্যামকে আমার কেন যে খারাপ লাগে তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না। ও যে চোর বদমাইস গুণ্ডা তাও নয়। কিন্তু ও এমনই অদ্ভুত ধরনের ছেলে যা অন্য আর পাঁচজনের সঙ্গে ঠিক মেলে না। চোখদুটো অসম্ভব ধূর্ত আর শয়তানিতে ভরা। কলেজের সবাই বলে ও নাকি তুকতাক জানে। অবশ্য গুণ যে একেবারে নেই তা নয়। প্রাচ্যের কয়েকটা ভাষা—পার্শি-আরবী-হিব্রু ও খুব ভালোই জানে।'

স্মিথ এবার তার আরমকুর্সিতে সোজা হয়ে বসে বন্ধুর মুখের দিকে তাকালো। 'আর যা-ই হোক, ও নিশ্চয় কারুর কখনও ক্ষতি করেনি?'

'না, তা অবশ্য করেনি।'

'তাহলে ওকে খারাপ লাগার তোমার যথেষ্ট কোনো কারণও থাকতে পারে না।'

'না, তেমনি যুক্তিসংগত কোনো কারণ নেই।' হেস্টি কয়েক মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করলো। 'না, মানে...সত্যি বলতে কি, আসলে ওকে আমি ঠিক সহ্য করতে পারি না। বিশেষ করে উইলিয়াম মঙ্কহাসউ লির বোন এভেলিনের সঙ্গে যখন ওকে ঘুরতে দেখি। লি পরিবারের সঙ্গে পরিচয় আমার দীর্ঘদিনের, আর এভেলিনকে আমি চিনি সেই ছোটবেলা থেকে। ও যেমন রূপসী, তেমনি সরল। ওর সঙ্গে বেলিংহ্যামকে দেখলেই আমার কেমন যেন মনে হয়—সুন্দর

ছোট্ট একটা ঘুঘুর পাশে বিশ্রী কুতকুতে একটা কোলাব্যাঙ থপ থপ করে এগিয়ে চলেছে।'

ওর বলা ভঙ্গি দেখে স্মিথ হেসে ফেললো। 'আসলে ওর প্রতি এটা তোমার একটা প্রচ্ছন্ন হিংসে হেস্টি।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য বলতে পারো। তবে এটা ঠিক, অচেনা মানুষ তো দূরের কথা, নিজের পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গেও ওর বনে না··· সব জায়গাতেই ও গায়ের জোর ফলাতে যায়। সেদিন ওর বন্ধু লং নর্টনের সঙ্গে মিছিমিছি পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করলো। দোষ নিজের, কোথায় ক্ষমা চেয়ে নেবে তা নয়, উলটে নর্টনকে শাসিয়ে বললো— ঠিক আছে, এর প্রতিশোধ নিয়ে তবে ছাড়বো।'

'কিন্তু একটি মাত্র কোনো ঘটনা দিয়ে কাউকে বিচার করা যায় না হেস্টি।'

'আমি জানি। কিন্তু ও যে কি জঘন্য, না মিশলে কখনও বুঝতে পারবে না। কিন্তু একি...' হঠাৎ ঘড়ির ওপর চোখ পড়তেই ও চমকে উঠলো। 'হা ভগবান, এগারোটা বেজে গেছে, এদিকে আমরা মজাসে বসে বসে গল্প করছি! নাঃ এবার আমাকে উঠতে হবে স্মিথ।'

'নিশ্চয়ই, অনেক রাত হয়ে গেছে, তোমাকে আর মিছমিছ আটকে রাখবো না। যাবার আগে পাইপটা ধরিয়ে নাও।'

ঘোরানো সিঁড়িতে হেস্টির পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর স্মিথ মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে রাখলো, কুর্সিটা সরিয়ে আনলো টেবিলের কাছে। আলোটা একটু বাড়িয়ে ঠিক করে বসালো, তারপর সবুজ রঙের বাঁধানো মোটা একটা ডাক্তারি বইয়ের মধ্যে ডুবে গেলো। সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা ভুলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সে তলিয়ে গেলো এক অজানা রাজ্যে। বাইরে এলোমেলো বাতাস বইছে, আইভিলতার পাতাগুলো তিরতির করে কাঁপছে, সে দিকে তার কোনো খেয়ালই নেই।

ঘড়িতে হঠাৎ করে বারোটা বেজে ওঠার শব্দ সে চমকে উঠলো, তারপর আবার পড়ায় মন দিলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই কেমন যেন অস্পষ্ট অথচ তীক্ষ্ণ একটা শব্দ শুনলো। অতর্কিতে হলেও, শব্দটা তার মনে হলো অনেকটা অসম দুঃখে কিংবা বেদনায় গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো। বইটা মুড়ে স্মিথ কান খাড়া করে রইলো। ঘরের ভেতরে বা আশেপাশে কেউ নেই—শব্দটা এসেছে নিশ্চয়ই তার নিচের তলায় বেলিংহ্যামের ঘর থেকে।

হঠাৎ করে এডোয়ার্ড বেলিংহ্যাম সম্পর্কে হেস্টির মন্তব্যগুলো তার মনে পড়লো। ওর সম্পর্কে হেস্টি অমন বিরূপ মন্তব্য করলো কেন? মিনারঘরে আসার পর থেকে বেলিংহ্যামের মধ্যে অপ্রীতিকর সে কিছুই দেখেনি। বরং প্রতিবেশী হিসেবে ও খুবই শান্তিপ্রিয় আর চুপচাপ, গভীর রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশোনা করে। এমন কি নিজের ঘরের আলো নিভিয়ে দেবার পরেও সে বহুদিন বেলিংহ্যামের ঘরে আলো জ্বলতে দেখেছে। অন্যদিক থেকে আবার এটাও ঠিক, কোনো কিছু না জেনে হেস্টি কারুর নামে মিছিমিছি দুর্নাম রটাবে না। আসলে হেস্টির স্বভাবটা একটু রুক্ষ ধরণের, যাকে ভালো লাগে না পারতপক্ষে তার ছায়ও নাড়ায় না। বরাবরই ও স্পষ্ট বক্তা, মুখে যা আসে দুমদাম বলে দেয়।

আর কোনো শব্দ না শুনে স্মিথ আবার তার পড়ায় মন দিলো। আর ঠিক তখনই রাত্রির নিস্তব্ধতা চিরে ভেসে এলো একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। স্মিথ চকিতে কুর্সি ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো, বইটা ছিটকে পড়লো মেঝেতে। ভীরু সে কোনোদিনই ছিলো না, কিন্তু আর্তনাদটা এমনই অতর্কিত আর ভয়াবহ যে রক্ত জমাট বেঁধে গেলো। এমন নিশুত রাতে, এ রকম একটা পোড়ো মিনার থেকে ভেসে আসা ভয়ংকর আর্তনাদ তাকে একেবারে হতচকিত করে দিলো। মুহূর্তের মধ্যে মাথায় ভিড় করে এলো নানান অলীক সম্ভাবনা। সে কি ছুটে নিচে নামবে, না অপেক্ষা করবে? কেননা অহেতুক কোনো কিছুর

মধ্যে নাক গলানো তার স্বভাব নয়, তাছাড়া প্রতিবেশীদের সে খুব একটা ভালো করে চেনেও না। কি করা উচিত স্পষ্ট করে কিছু ভেবে ওঠার আগেই সিঁড়িতে সে দ্রুত পায়ের শব্দ শুনতে পেলো। একটু পরেই আপুথালু বেশে, বিস্ফারিত চোখে, ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলো এডোয়ার্ড মঙ্কহাউস লি।

'শিগগির একবার আসুন! বেলিংহ্যাম খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে!' হাঁফাতে হাঁফাতে লি বললো।

কোনো কথা না বলে স্মিথ ওকে অনুসরণ করলো। সরু সিঁড়ি দিয়ে দুজনে পাশাপাশি নামা যায় না, তাই লির পেছন পেছন সে প্রবেশ করলো বেলিংহ্যামের বসার ঘরে। ঘরটা স্মিথের ঘরের ঠিক নিচের তলাতেই এবং দেখতে প্রায় একই রকম। কিন্তু চৌকাঠের ওপারে পা দিতেই স্মিথ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। কেননা সে আদৌ কল্পনা করতে পারেনি ঘরের চেহারাটা এমন হবে। বসার বা পড়ার ঘর না বলে ওটাকে বরং ছোটখাটো একটি যাদুঘর বলাই ভালো। ঘরের চারটে দেওয়ালই সুদূর প্রাচ্য ও প্রাচীন মিশরীয় নিদর্শনে ঠাসা। নানা ধরণের ভাঙাচোরা মূর্তি, কারুকার্য করা রাজা-রাজড়াদের জীর্ণ পোশাক, বিভিন্ন যুগের অস্ত্রশস্ত্র, বনবেড়াল বাইসন সমুদ্র-সারস পেঁচা শঙ্খচূড় প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ারের মাথা, নীল মিশরীয় পাথরের মালা, এবং প্রাচীন দেবদেবী হোরাস, আইসিস ও ওসিরিসের নানা আকারের মূর্তি। এমন কি ছাদের কড়িকাঠ থেকেও ঝুলছে নীলনদের মুখ হাঁ-করা অতিকায় একটা কুমীর।

ঘরের মাঝখানে চৌকো একটা টেবিল, তাতে ছড়ানো একগাদা টুকরো কাগজ, ছোট বড় নানা ধরনের গাছের ছালের মতো অদ্ভুত দেখতে শুকনো পাতা আর পপিরাস গাছের পাতার হলদে একটা পুঁথি। টেবিলের উলটো দিকের দেওয়ালে মমির বাক্স, যেটাকে এখন টেবিলের অনেকটা কাছে সরিয়ে আনা হয়েছে। মমিটা সত্যিই বিভৎস। কতদিনের পুরনো কে জানে। পোড়া কাঠের মতো কুচকুচে-

কালো, কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে, অর্ধেক বেরিয়ে এসেছে বাক্সের মধ্যে থেকে ; ঈগলের শিকারী থাবার মতো অস্থিসার দীর্ঘ আঙুলগুলো আঁকড়ে রয়েছে টেবিলের একটা প্রান্ত। মমির মুখোমুখি চেয়ারে বসে রয়েছে এডোয়ার্ড বেলিংহ্যাম। তার মাথাটা পেছন দিকে হেলানো, চোখদুটো এখন ভাবে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে যেন কড়িকাঠে ঝোলানো অতিকায় কুমীরটার দিকে তাকিয়েই সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে, প্রতিবারে টেনে টেনে শ্বাস নেবার সময় নীলচে ঠোঁটদুটো একটু ফাঁক হয়ে যাচ্ছে।

'হা ভগবান, ও বোধহয় মারাই যাবে!' আতংকে মঙ্কহাউস লির মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

মঙ্কহাউস লিকে ভারি সুন্দর দেখতে, লম্বা ছিপছিপে চেহারা, তারুণিমায় ভরা টলটলে কচিমুখ, কুচকচে কালো চোখ, জলপাইয়ের মতো মসৃণ গায়ের ত্বক। সব মিলিয়ে ইংরেজ না হয়ে স্প্যানিশ হলেই যেন ওকে মানাতো ভালো।

এতক্ষণ নিঃশব্দে ঝুঁকে পড়ে স্মিথ ওকে পরীক্ষা করে দেখছিলো, এবার সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। 'আমার মনে হয় কোনো কারণে উনি সাময়িক ভাবে অজ্ঞান হয়ে গ্যাছেন, একটু চেষ্টা করলে হয়তো সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। এক কাজ করুন, চলুন, আমরা দুজনে বরং ধরাধরি করে ওঁকে ওই সোফায় ভালো করে শুইয়ে দিই। ইশ্, ঘরটার কি অবস্থা। আগে সোফা থেকে ওই শেকড়-বাকড়গুলো সব দূর করে দিন। না, আপনি পায়ের দিকটা ধরুন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। গলাবন্ধটা খুলে আমি ওঁর জামাটামা সব আলগা করে দিচ্ছি, আপনি বরং একটু ঠাণ্ডা জল নিয়ে আসুন। ওঁর কি হয়েছিলো আপনি কিছু জানেন?'

'না, আমি ঠিক জানি না। ওর চিৎকার শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখি এই অবস্থা। তখনই আমি সঙ্গে সঙ্গে ওপরে ছুটে যাই আপনাকে ডাকতে।'

'অসম্ভব ভয় পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে!'

সত্যিই তাই। বুকটা হাপরের মতো উঠছে নামছে। মুখটা যে শুধু রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তাই নয়, মুখের আকৃতিটাও কেমন যেন বিকৃত হয়ে গেছে। ধূসর চোখের মণিদুটো আতংকে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসে নির্দ্দিষ্ট একটা লক্ষ্যে স্থির হয়ে রয়েছে। স্মিথের মনে হল চোখদুটো যেন তার দিকেই অপার্থিব দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। সব মিলিয়ে স্মিথ কল্পনাই করতে পারলো না—এ পৃথিবীতে এমনকি ভয়ংকর আতঙ্ক থাকতে পারে যার অভিবক্তি মানুষের মুখে নগ্ন ভাবে ফুটে উঠেছে।

'কিসে উনি এমন আতংকিত হয়ে জ্ঞান হারালেন, আমি তো এমন কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'আমার মনে হয় এই মমিটার জন্যে।'

স্মিথ বিস্মিত না হয়ে পারলো না। 'কেন, মমিটার মধ্যে কি এমন ভয়ের ব্যাপার থাকতে পারে যে উনি একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলেন?'

'আমি ঠিক জানি না। তবে মমিটা যেমন কুৎসিত দেখতে তেমনি বিভৎস। আমার মনে হয় এসব নিয়ে ওর নাড়াচাড়া না করাই ভালো। এই নিয়ে দুবার হলো। গত শীতেও ঠিক এমনি ভাবে ভয় পেয়ে ও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো আর মমিটা ছিলো ওর টেবিলের সামনে।'

'কেন, মমির সঙ্গে ওঁর কি সম্পর্ক?'

'আমি আপনাকে ঠিক স্পষ্ট করে বোঝাতে পারবো না। তবে ও ভীষণ খেয়ালী। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন, প্রাচীন জিনিসপত্র সংগ্রহের ওপর ওর প্রচণ্ড আকর্ষণ। এবং এ নিয়ে ও পড়াশোনাও করেছে প্রচুর। প্রাচীন পুঁথি-পত্রের ভাষা উদ্ধার করাও ওর একটা নেশা। এ সব ব্যাপারে ওর সমকক্ষ মানুষ সারা ইংল্যাণ্ডে আপনি আর একজনকেও খুঁজে পাবেন না। তবু আমার মনে হয় এসব ভয়ংকর জিনিস নিয়ে ছেলেখেলা না করাই ভালো। আরে, এই তো ওর জ্ঞান ফিরে আসছে বলে মনে হচ্ছে!'

স্মিথ চকিতে ওর মুখের দিকে তাকালো। লিও অধীর আগ্রহে ঝুঁকে পড়লো বেলিংহ্যামের ওপর।

বেলিংহ্যামের চোখের পাতদুটো মৃদু নড়ে উঠলো, হাতের শক্ত মুঠোদুটো শিথিল হয়ে খুলে গেলো। বিবর্ণ চিবুককে অস্পষ্ট একটু রঙের ছোয়া লেগেছে, শ্বাস-প্রশ্বাস অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। দু একবার দ্রুত কেঁপে ওঠার পর হঠাৎ করেই চেখের পাতাদুটো খুলে গেলো। একটু স্থির হয়ে থাকার পর বেলিংহ্যাম অবাক বিস্ময়ে চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। ওর তাকানোর ভঙ্গি দেখে স্মিথের মনে হলো যেন পারিপার্শ্বিকতাটুকুকে ও চিনতে পেরেছে।

হঠাৎ মমির ওপর নজর পড়তেই বেলিংহ্যাম চমকে উঠলো। চকিতে সোফায় উঠে বসে শুকনো পপিরাস পুঁথিটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে টেবিলের টানার মধ্যে চাবি দিয়ে রেখে দিলো। তারপর মঙ্কহাউস লির মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুটা বিরক্তি মেশা গলাতেই জিগেস করলো, 'কি ব্যাপার, তোমরা হঠাৎ এখানে?'

'তোমার আর্তনাদ শুনেই আমরা ছুটে এসেছি। ওপরতলা থেকে উনি নেমে না আসলে তোমার যে কি অবস্থা হতো, ভাবতেই আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে!'

'আপনি তো অ্যাবারক্রোম্বি স্মিথ, তাই না?'

বেলিংহ্যামের প্রশ্নে মৃদু হেসে স্মিথ ছোট্ট করে মাথা নাড়লো।

'অনুগ্রহ করে যে আপনি এসেছেন, এতে আমি খুব খুশি হয়েছি। উঃ, কি বোকা আমি! কি ভীষণ বোকা!'

মাথার চুলগুলো মুঠোর মধ্যে খামচে ধরে বেলিংহ্যাম অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসলো।

লি বললো, 'আমার মনে হয় গভীর রাতে মমি নিয়ে এইসব ভয়ঙ্কর খেলা তোমার বন্ধ করে দেওয়া উচিত বেলিংহ্যাম। বলা যায় না, কোনোদিন কি ঘটে যাবে···'

'না না, ওসব কিছু নয়', মাথা ঝাঁকিয়ে বেলিংহ্যাম দ্রুত লির

কথায় বাধা দিলো। 'পর পর কয়েকদিন রাত জেগে এমনিই শরীরটা খুব খারাপ লাগছিলো। হঠাৎ কেন যে ভয় পেলাম আমি নিজেই জানি না। এখন কিন্তু অনেকটা সুস্থ বোধ করছি।'

'তাহলে আমি যাই।' স্মিথ উঠে দাঁড়ালো।

'না না, এখনই যাবেন না, আর একটু অপেক্ষা করুন। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবো।'

'উঃ, ঘরটার যা অবস্থা করে রেখেছো, দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে।' লি নিজেই গিয়ে জানলাটা খুলে দিলো, রাতের এক ঝলক মিষ্টি হিমেল হাওয়ায় ভরে গেলো ঘরখানা।

'দাঁড়াও, তোমাদের একটা জিনিস দেখাচ্ছি।' এই বলে বেলিংহ্যাম গাছের ছালের মতো দেখতে সেই শুকনো একটা পাতা লণ্ঠনের চিমনির ওপর ধরলো, আর পাতাটা পুড়ে কুঁকড়ে কালো হয়ে গেলো। চোখের নিমেষে ধোঁয়ায় ধোয়াক্কার হয়ে গেলো সারা ঘর, পর মুহূর্তেই আবার তা মিলিয়ে গেলো। রয়ে গেলো শুধু আশ্চর্য মিষ্টি একটা সৌরভ।

তুজনেই বিস্ময়ে হতবাক।

'এটা একটা পবিত্র গাছের পাতা অনেক কষ্টে সংগ্রহ করেছি।' তুজনকে রীতিমতো অবাক হতে দেখে বেলিংহ্যাম মনে মনে খুশি হলো। 'আচ্ছা, ভালো কথা, আমি কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম বলতে পারেন?'

'না, খুব বেশিক্ষণ নয়…' নিজের ঘড়ি দেখে স্মিথ মনে মনে হিসেব করে নিলো। 'মিনিট পাঁচ-ছয়েক হবে।'

'আমারও তাই ধারণা, খুব বেশিক্ষণ হতে পারে না। তবে চেতনা হারিয়ে ফেলাটা যে কি অদ্ভুত ব্যাপার আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।' বেলিংহ্যাম আগেরই মতো সেই রহস্য ভঙ্গিতে ঠোঁট টিপে মুচকি মুচকি হাসলো। 'কোনো কিছু দিয়ে ওর সঠিক পরিমাপ করা যায় না। নিজে থেকে আমি কখনও বলতে পারবো না আমি

কতক্ষণের জন্যে অজ্ঞান হয়েছিলাম—এক মুহূর্তের জন্যে না, এক সপ্তার জন্যে। কাচের আধারের মধ্যে ওই যে মমি-ভদ্রলোকটাকে দেখছেন, উনি হলেন চার হাজার বছর আগেকার একজন সম্রাট। উনি যদি কথা বলতে পারতেন, হয়তো বলতেন চার হাজার বছর তো আমার কাছে একটা চোখের পলক মাত্র। মমিটা কিন্তু সত্যিই ভারি অদ্ভুত মিস্টার স্মিথ।'

কিছুটা কৌতূহলেই স্মিথ টেবিল ঘুরে বেলিংহ্যামের পেছনে দাঁড়িয়ে মমিটার দিকে তাকালো। দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া ভয়ঙ্কর একটা অবয়ব। চোখ বলতে এখন আর কিছু নেই, গর্তে ঢুকে গেছে, তবু চাপচাপ জমাট-বাঁধা সেই অন্ধকার গর্তের মধ্যে থেকেই একটা লালচে আভা যেন জ্বল জ্বল করছে। ময়লা তেল-চিটে পড়া কালো চামড়া যেন হাড়ের সঙ্গে কামড়ে রয়েছে, করোটির সঙ্গে লেপটে থাকা কোঁকড়ানো কালো চুল, একটু ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁটের মাঝে ইঁদুরের মতো ছোট ছোট ঝকঝকে সাদা দাঁত। গলার নিচে থেকে পা পর্যন্ত হলদে রঙের কাপড়ের ফেটিতে জড়ানো, লতাগুল্মের নির্যাস কিংবা আঠার মতো কি যেন একটা পদার্থে সর্বাঙ্গ ভেজানো। সব মিলিয়ে মমিটাকে তার একটুও ভালো লাগলো না। বিশেষ করে শিকারী পশুর মতো ওর ওত্ পেতে থাকার ভঙ্গিটাই তার সবচেয়ে খারাপ লাগলো।

'আমি এঁর নাম জানি না,' আঙুল দিয়ে বেলিংহ্যাম মমির মাথার দিকের একটা জায়গা নির্দেশ করলো। 'স্পষ্টই বুঝতে পরছেন, যে উৎকীর্ণ লিপিটা এখানে আঁটা ছিলো, অনেক কাল আগেই তা হারিয়ে গেছে। এখন এটা শুধু একটা সংখ্যা—২৪৯ নম্বর। যে নিলেম থেকে আমি মমিটা কিনেছি, এটা তাদেরই দেওয়া সংখ্যা।'

'লোকটা যা লম্বা আর মোটা মোটা হাড়, দেখে মনে হচ্ছে এক সময়ে ছোটখাটো একটা দৈত্যই ছিল।' উইলিয়াম মঙ্কহাউস লি মজা করার ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বললো, 'বলা যায় না, হয়তো

কোনো পিরামিড ও একাই নিজে হাতে গেঁথেছে।'

'তুমি কিন্তু ভুল করছো লি,' বাধা দিলো বেলিংহ্যাম। 'শ্রমিক নন, উনি একজন সম্রাট। পিরামিড যদি তুলেই থাকেন, ক্রীতদাসদের দিয়ে তুলিয়েছেন, নিজে হাতে নয়।'

মঙ্কহাউস লি হাসতে হাসতে বললো, 'চার হাজার বছর আগে তো আর জন্মায়নি···কি জানি, হয়তো তাই হবে।'

'আপনি তো এখন বেশ সুস্থই বোধ করছেন মিস্টার বেলিংহ্যাম, তাই না?'

'হ্যাঁ!'

'তাহলে আমি যাই। শুভরাত্রি।'

সোফা থেকে উঠে বেলিংহ্যাম স্মিথের হাতটা নিবিড় আন্তরিকতায় জড়িয়ে ধরলো। 'অসংখ্য ধন্যবাদ মিস্টার স্মিথ। শুভরাত্রি।'

দুই বন্ধুকে বিদায় জানিয়ে স্মিথ ফিরে এলো তার নিজের ঘরে।

এই ঘটনার পর থেকে মিনারঘরের অন্য দুই তরুণ বাসিন্দার সঙ্গে অ্যাবারক্রোম্বি স্মিথের বন্ধুত্ব হয়ে গেলো, বিশেষ করে এডোয়ার্ড বেলিংহ্যামের বন্ধুত্বকে স্মিথ কোনো মতেই এড়াতে পারলো না। ইতিমধ্যে দুবার এসে ও স্মিথকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে গেছে এবং কখনও কিছু প্রয়োজন হলে স্মিথ যেন নিঃসংকোচে ওকে জানায় এমনও প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে কিছুটা রুক্ষ মনে হলেও, ওর ব্যবহারে স্মিথ এমন কিছুই আবিষ্কার করতে পারেনি—জেফরে হেস্টির ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে জঘন্য বা বর্বর। বরং চারিত্রিক নিষ্ঠুরতার পরিবর্তে বেলিংহ্যামের অমানুষিক পরিশ্রম করার ক্ষমতা, নানান বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তি স্মিথকে মুগ্ধ করে দিয়েছে। বন্ধু হিসেবে ওকে তার বেশ ভালোই লাগে।

বলা নেই কওয়া নেই যখন তখন দুম করে এসে হাজির হতো।

খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে আবার হঠাৎ করেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতো। ছুনিয়ার হেন খবর নেই যা ও জানে না। কোনোদিন হয়তো এসে বলতো, 'কে কি ভাবছে না ভাবছে মানুষের মনের খবর জানার এমন কোনো যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারলে বেশ মজা হতো, তাই না?' কখনও বলতো, 'পৃথিবীতে যে কত অগাধ রহস্য রয়েছে, আমরা তার কোনো হদিসই রাখি না। ধরো, শুভ বা অশুভ আত্মাদের ওপর মানুষ যদি তার আধিপত্য বিস্তার করতে পারতো, তাহলে ব্যাপারটা কেমন হতো একবার চিন্তা করো তো!' কোনোদিন বলতো, 'ছেলে হিসেবে লি সত্যিই খুব ভালো, ও রকম সৎ ছেলে তুমি আর একটাও খুঁজে পাবে না। কিন্তু জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা বা উচ্চাশা বলতে ওর কিছু নেই। আসলে ও রকম নিরীহ গোছের বন্ধুর সঙ্গে আমার আবার ঠিক জমে না।'

বেলিংহ্যাম নিজের মনেই বকবক করে যেতো আর স্মিথ নিঃশব্দে পাইপ টানতে টানতে কখনও ভ্রূ তুলে তাকাতো, কখনও বা ছোট-খাটো ছু একটা বিস্ময়সূচক উক্তি প্রকাশ করতো। কখনও ওকে সরা-সরি সমর্থন বা বিরোধিতা করতো না। কেননা সে বুঝে নিয়েছিলো বেলিংহ্যামের নিজস্ব একটা মেজাজ আছে, যার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো অনেকেরই পক্ষে কঠিন।

বেলিংহ্যামের একটা বদ অভ্যেস স্মিথ আবিষ্কার করেছিলো অনেক পরে, তা হলো নিজের মনে বিড়বিড় করা। বিশেষ করে নিশুত রাতে, ঘরে যখন কোনো বন্ধু-বান্ধব আসা তো দূরের কথা, পাড়া-পড়শীরাও যখন কেউ জেগে থাকতো না, চাপা স্বরে ফিসফিস করে ও যেন কার সঙ্গে কথা বলতো এবং রাত্রির নিস্তব্ধতায় সেই কণ্ঠস্বর স্মিথ স্পষ্ট শুনতে পেতো।

এ সম্পর্কে সে নিজে ছু একবার বেলিংহ্যামকে সরাসরি জিগেসও করেছে। কিন্তু প্রতিবারেই বেলিংহ্যাম কথাটাকে অস্বীকার করেছে। স্মিথের প্রশ্নে ও যতটা না অবাক হয়েছে, বিরক্ত হয়েছে বেশি।

কিন্তু একটা বিষয়ে সুনিশ্চিত, বেলিংহ্যাম যতই অস্বীকার করুক না কেন, নিজের কানকে স্মিথ কখনোই অবিশ্বাস করতে পারেনি। এবং ঘটনাটা যে সত্যি, কয়েকদিন পরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেলো, যখন একদিন খুব ভোরে টমাস স্টাইলস্ ওপরেরতলায় এসে জিগেস করলো, 'আপনার কি মনে হয়, মিস্টার বেলিংহ্যাম সম্পূর্ণ সুস্থ ?'

টমাস স্টাইলস্ মিনারঘরের বহুদিনের পুরনো চাকর। বয়েসের ছাপ পড়েছে সর্বাঙ্গে, চুলগুলো সব পেকে সাদা হয়ে গেছে। সবদাই হাসি-খুশি মানুষ।

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালো স্মিথ। 'কেন স্টাইলস্, ও তো বেশ সুস্থ আছে বলেই আমার ধারণা!'

'না, মানে···ওঁর মাথাটাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো ?'

'হঠাৎ তোমার এমন ধারণা হলো কেন ?'

'কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি উনি আগের চেয়ে অনেক পালটে গ্যাছেন। আজকাল রাত্তিরে নিজের মনেই কি সব যেন বিড়বিড় করেন, কখনও হাসেন কখনও ধমকান। আমার ধারণা এতে আপনার পড়াশোনার নিশ্চয়ই খুব ক্ষতি হয়।'

'না, তেমন একটা কিছু ক্ষতি হয় না। ঠিক আছে স্টাইলস্, এ নিয়ে তুমি কিছু ভেবো না।'

'আমি খুব একটা কিছু ভাবতুম না মিস্টার স্মিথ', ঘরদোর গোছ-গাছ করতে করতেই টমাস জবাব দিলো। 'কিন্তু গত কয়েক দিন ধরে লক্ষ্য করছি, মিস্টার বেলিংহ্যাম যখন ঘরে থাকেন না এবং দরজায় বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দেওয়া থাকে, তখন ওঁর ঘরের মধ্যে কে যেন ঘোরাফেরা করে।'

'তাই নাকি!' স্মিথ অবাক না হয়ে পারলো না।

'হ্যাঁ স্যার, আমি নিজে কানে শুনেছি।'

'ঠিক আছে টমাস, এসম্পর্কে তুমি কাউকে কিছু জিগেস কোরো না।

যদি প্রয়োজন হয় আমি নিজে তোমাকে জানাবো।'

'ধন্যবাদ মিস্টার স্মিথ।'

বুড়ো টমাসের কথায় অবিশ্বাস করার তেমন কোনো কারণ না থাকলেও, স্মিথ ব্যাপারটাকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু কয়েক দিন পর সামান্য একটা ঘটনা স্মিথকে গভীরভাবে নাড়া দিলো এবং সেই ঘটনার পর থেকে টমাসের কথাটাকে সে আদৌ উড়িয়ে দিতে পারলো না।

ঘটনাটা এই রকম।

রাত তখন বেশ গভীর। নিজের পড়াশোনা নিয়ে স্মিথ তন্ময় হয়ে রয়েছে। স্বভাবসুলভ চপলতা নিয়েই বেলিংহ্যাম তার ঘরে ঢুকলো। ওকে তখন সত্যিই খুব উচ্ছল দেখাচ্ছিলো। স্মিথকে বললো, 'আজ আমি একটা দারুণ জিনিস আবিষ্কার করেছি। প্রাচীন মিশরের সম্রাট বেনি হাসানকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে আমি জানতে পেরেছি। এ তথ্য সত্য প্রমাণিত হলে আজকালকার দিনের অনেক ইতিহাসবিদই চমকে উঠবেন।'

কেমন করে সেই অমূল্য তথ্য ও আবিস্কার করলো, স্মিথ মন দিয়ে শুনছিলো। হঠাৎ সে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো, স্পষ্ট শুনতে পেলো ঠিক তার নিচের তলায় কে যেন দরজাটা খুললো।

'আমার মনে হচ্ছে কেউ যেন তোমার ঘরে ঢুকলো কিংবা বেরুলো!'

স্মিথের কথায় বেলিংহ্যাম চকিতে লাফিয়ে উঠলো, কিছুটা ভয়ে কিছুটা বিস্ময়ে মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ও।

'কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব! আমি নিজে হাতে দরজায় তালা দিয়ে এসেছি।'

'আমি স্পষ্ট শুনেছি বেলিংহ্যাম। তাছাড়া ওই তো সিঁড়িতে কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে···এদিকেই এগিয়ে আসছে বলে

মনে হচ্ছে !'

দমকা বাতাসের মতো বেলিংহ্যাম ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো, যাবার আগে কপাটজুটো পেছন থেকে টেনে বন্ধ করে দিলো। স্মিথ শুনতে পেলো আধাআধি যাবার পর বেলিংহ্যামের দুড়দাড় পায়ের শব্দ হঠাৎ থেমে গেলো, চাপা স্বরে অনেকটা ধমকানোর মতো ফিস-ফিস করে কি যেন বললো। একটু পরেই ওর দরজায় চাবি বন্ধ করার শব্দ শোনা গেলো। মিনিট দুই পরে ও যখন আবার ওপরের তলায় ফিরে এলো মুখটা শুকিয়ে গেছে, কপালে গুঁড়ি গুঁড়ি ঘাম জমেছে।

'প্রথমটায় আমি খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম', চেয়ারে বসে বেলিংহ্যাম কপাল থেকে ঘামটা মুছে নিলো। 'ওটা আমার কুকুরটা, গন্ধে বেটা ঠিক বুঝতে পরেছে আমি এখানে আছি। তাই দরজা ঠেলে বেরিয়ে ওপরে আসছিলো। আসলে আমি চাবি দিয়ে আসতেই ভুলে গিয়েছিলাম।'

'সে কি, তোমার যে কুকুর আছে, কই জানতাম না তো!' কণ্ঠ-স্বরে নিজের বিস্ময়টুকুকে স্মিথ কিছুতেই ঢাকতে পারলো না।

'না, কয়েকদিন আগেও ছিলো না। ওটাকে খুব সম্প্রতি আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে নিয়ে এসেছি। ভীষণ বদমাইস, কিছুতেই ঘরে আটকা থাকতে চায় না। অথচ পোষ না মানা পর্যন্ত ঠিক বাইরে ছাড়তেও সাহস পাচ্ছি না।'

'টমাসকে বললেই পারো, মাঝেমধ্যে ও কুকুরটাকে বাইরে থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে।'

'সত্যি বলতে কি, টমাসকে এ ব্যাপারটা আমি ঠিক জানতে দিতে চাই না। জানলে ও কিছুতেই রাখতে দেবে না। অথচ আমার ঘরে এমন সব দুর্মূল্য জিনিস রয়েছে, যা কোনো মতেই খোয়াতে রাজি নই। এবং এদিক থেকে পাহারা দেবার কাজে কুকুরটা সত্যিই খুব ভালো।'

'তুমি জানো কিনা ঠিক জানি না, কুকুরের ওপর আমার আবার

দারুণ ঝোঁক।' চোখের কোণে বন্ধুর মুখের দিকে তাকালো স্মিথ।
'চলো না, তোমার কুকুরটা একবার দেখে আসি।'

'নিশ্চয়ই দেখাবো, তবে আজ নয় স্মিথ। এখুনি অমাকে একটা জরুরি কাজে বেরুতে হবে। ইশ্, বড্ড বেশি হয়ে গ্যাছে। তোমার ঘড়িটা ঠিক আছে তো?'

টুপিটা তুলে নিয়ে ও দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। জরুরি কাজে যাওয়ার পরিবর্তে স্মিথ শুনলো ওর ঘরের তালা খোলা এবং ভেতর থেকে আবার তালা দিয়ে দেবার শব্দ।

সামান্য হলেও ঘটনাটা স্মিথের মনে বিশেষভাবে ছায়া ফেলে গেলো। সে খুব ভালো করেই জানে বেলিংহ্যামের কোনো কুকুর নেই, থাকলে সারাদিনে কিংবা রাতে একবার না একবার তার ডাক শুনতে পেতো। তাছাড়া সিঁড়িতে যে পায়ের শব্দ সে শুনেছে তা কখনই কোনো জন্তু-জানোয়ারের হতে পারে না। কিন্তু তাই যদি না হবে, তাহলে পায়ের শব্দটা কার? এই প্রসঙ্গে তার বুড়ো টমাসের কথাগুলো মনে পড়ে গেলো। বেলিংহ্যামের অনুপস্থিতিতে ও যে ঘরের মধ্যে কার যেন ঘুরে বেড়ানোর শব্দ শুনতে পেয়েছে সেটা কোনো মতেই মিথ্যে হতে পারে না। তাহলে কি ঘরের মধ্যে ও কোনো মহিলাকে লুকিয়ে রেখেছে। বেলিংহ্যামের মতো তুখোড় ছোকরার পক্ষে হয়তো তা আদৌ অসম্ভব নয়। কিন্তু সবার অজ্ঞাতে একজন মহিলাকে ও এখানে লুকিয়ে রাখবে তাই বা কেমন করে সম্ভব! কারণটা যাই হোক না কেন, স্মিথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো বেলিংহ্যামের সঙ্গে আর বেশি মাখামাখি করবে না।

স্মিথ আবার পড়াশোনায় মন দেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও সে কিছুতেই মন বসাতে পারলো না। বারবার ঘুরে ফিরে তার কেবলই মনে হতে লাগলো—পায়ের শব্দটা কার হতে পারে!

সারারাত এপাশ ওপাশ করে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলো স্মিথ, হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে সে চমকে উঠলো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো তখনও ভালো করে ভোর হয়নি। এত ভোরে কে আবার তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে? কিছুটা বিরক্তি ভরেই সে দরজা খুললো, দেখলো হেস্টি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে।

স্মিথ অবাক হয়ে গেলো। 'এই সাত সকালে, কি ব্যাপার হেস্টি?'

'কাল রাত্তিরে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গ্যাছে স্মিথ।'

'এসো এসো, ঘরে এসো। কি ব্যাপার বলো তো?'

'লং নর্টনকে কে যেন খুন করার চেষ্টা করেছিলো।'

'খুন!'

'হ্যাঁ, কাল রাত্তিরে হাই স্ট্রীট থেকে ঘুরে ও যখন সবে পুরনো কলেজের গেটের কাছে এসেছে, তখনই এই ঘটনাটা ঘটে।'

'কিন্তু কে আবার ওকে খুন করতে যাবে?'

'সেটাই তো প্রশ্ন। তবে 'কে' না বলে 'কি' বললেই বোধহয় ব্যাকরণগত ভাবে ঠিক বলা হতো। নর্টন দিব্যি গোলে বলেছে, আর যা-ই হোক না কেন, ওটা মানুষ নয়। তাছাড়া আমি নিজে ওর গলায় আঙুলের ছাপ আর নখের দাগ দেখিছি। এবং দেখে আমারও মনে হয়েছে ওটা মানুষের হাতের ছাপ নয়।'

'তাহলে কিসের?'

'সেটা সুনিশ্চিত ভাবে বলা খুব মুশকিল। তবে আমার ব্যক্তিগত ধারণা সার্কাস থেকে পালিয়ে-যাওয়া কোনো সিম্পাঞ্জী কিংবা গরিলার কাজ। তুমি তো জানো, পুরনো কলেজের গেটের সামনে এমনিতেই কিছু ঝোপঝাড় আছে, তার ওপরে রেনির বাগান থেকে বিরাট এলম্ গাছের একটা ডাল এসে পড়েছে গেটের মাথায়। নর্টনের ধারণা ওই এলম গাছের ডাল থেকেই জন্তুটা তার ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। লোহার সাঁড়াসির মতো দুটো হাত দিয়ে তার গলাটা এমন প্রচণ্ড শক্তিতে টিপে ধরেছে যে সে প্রায় অজ্ঞানই হয়ে যাচ্ছিলো

এবং চোখে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিলো না। তবে গলায় হাত বুলিয়ে আন্দাজে শুধু এইটুকু বুঝতে পেরেছিলো—ওগুলো সরু সরু কোনো পশুর ছুটো লোমশ হাত। আপ্রাণ চেষ্টা করেও সে হাতদুটোকে গলার ওপর থেকে সরাতে বা এতটুকু শিথিল করতে পারেনি। তবে নেহাত কপাল জোর, সে সময় হঠাৎ দুজন শ্রমিক এসে পড়ায় জন্তুটা তাকে ছেড়ে দিয়ে বেড়ালের মতো একলাফে পাঁচিলের ওপর উঠে দৌড়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় সে অসম্ভব ভয় পেয়ে গেছে এবং আতঙ্কে প্রায় সারাক্ষণ ঘরের কোণেই লুকিয়ে রয়েছে।'

'সত্যি, ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো!' অনেকটা স্বগত স্বরেই স্মিথ মন্তব্য করলো।

'তোমার বন্ধু বেলিংহ্যাম শুনলে খুশি হবে', হেস্টি ঠোঁট টিপে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসলো। 'অন্তত ওকে আর কষ্ট করে প্রতিশোধ নিতে হবে না। যাগগে, ভালো কথা, তোমাকে মনে করিয়ে দিতে এলাম—আজ বিকেলে নৌকা-বাইচের প্রতিযোগিতা। যদি সম্ভব হয় বিকেলে থেকো।'

'দেখি।'

খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবেই স্মিথ জবাব দিলো। হেস্টি আর দাঁড়ালো না, ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে নেমে গেলো। দরজার সামনেই স্মিথ খানিকক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ আর পুরনো কলেজের গেটের সামনে কাউকে খুন করার প্রচেষ্টা—গতকাল প্রায় একই সঙ্গে ঘটে যাওয়া এই দুই রহস্যের সে কোনো কূল কিনারাই করতে পারলো। দু একটা সম্ভাবনার কথা যে একেবারে মনে হলো না তা নয়, কিন্তু যুক্তির দিক থেকে এমনই অস্পষ্ট আর অলীক যে তাকে মেনে নেওয়া সত্যিই কঠিন।

স্মিথ স্পষ্টই বুঝতে পারলো এখন তার কিছুতেই পড়ায় মন বসবে না, তার চেয়ে বরং খানিকটা বেড়িয়ে এলে হয়তো ভালো লাগবে। মুখ হাত-পা ধুয়ে পোশাক পালটে ছড়ি নিয়ে যখন বেরুলো,

বেলিংহ্যামের দরজাটা হাট-হাট খোলা, আর সেই খোলা দরজা দিয়ে উসকো-খুসকো চুলে মঙ্কহাউস লি ছিলে-ছেঁড়া-ধনুকের মতো ছিটকে বেরিয়ে এলো। জলপাইয়ের মতো মসৃণ চিবুকছুটো ওর রাগে থমথম করছে, কুচকুচে কালো চোখের মণিছুটো যেন জ্বলছে। ওর ঠিক পেছনেই বেলিংহ্যাম।

'মনে রেখো লি, তোমার এই বোকামির জন্যে একদিন পস্তাতে হবে। সেদিন কিন্তু আমাকে দোষ দিও না।' উত্তেজনায় বেলিংহ্যামের গলার স্বর তখন কাঁপছে।

'সে যা-ই হোক', লি-ও সমান ভাবে চেঁচিয়ে জবাব দিলো। 'তুমিও মনে রেখো, আমার কথার কোনো নড়চড় হবে না।'

'ভুলে যেও না লি, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে…'

'হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা আমি যা করেছিলাম, তা নিশ্চয় রাখবো। কাউকে কিছুই বলবো না। কিন্তু তা বলে জেনে শুনে আমি ইভকে কবরে পাঠাতে পারবো না। আর আমি যদি বলি ও কোনোদিন তোমার ছায়াও মাড়াবে না।'

ইচ্ছে না থাকলেও কথাগুলো স্মিথের কান এড়িয়ে গেল না। এবং সবটা শুনতে না পেলেও, এটুকু বুঝতে তার কোনো অসুবিধে হলো না—ঝগড়াটা এভেলিনের বাগদান প্রসঙ্গে। আর ঠিক তখনই তার হেস্টির উপমাটা মনে পড়ে গেলো। সত্যিই তাই, উত্তেজনায় বেলিংহ্যামের মুখটা ঠিক কোলা ব্যাঙেরই মতো দেখাচ্ছিলো। কিন্তু একটা জিনিস সে কিছুতেই বুঝতে পারলো না—কি এমন প্রতিজ্ঞা লি করেছিলো, যা প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়ে বেলিংহ্যাম এমন সন্ত্রস্ত?

হেস্টি আর মুলিনসের মধ্যে বাইচ দেখতে অজস্র মানুষ ভিড় করেছে আইসিস নদীর ছুপারে। বসন্তের উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় ঝিক মিক করছে নদীর জল। উৎসাহী মানুষের চীৎকার-চেঁচামিচি থেকে একটু দূরে, ফাঁক মতন একটা জায়গায় স্মিথ চুপচাপ একা দাঁড়িয়ে-

ছিলো। সম্ভবত আনমনে কিছু ভাবছিলো, হঠাৎ পেছন পেছন থেকে কাঁধে কে যেন হাতের স্পর্শে সে চমকে উঠলো। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো। মস্কহাউস লি তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'আপনাকে হঠাৎ এভাবে বিরক্ত করার জন্যে আমি কিন্তু আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।' বিনীত ভঙ্গিতে লি বললো। আসলে আমি সারা দিনই মনে মনে আপনাকে খুঁজছিলাম, কিন্তু ঠিক সুযোগ করে উঠতে পারিনি। যদি কিছু মনে না করেন, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

'নিশ্চয়ই' স্মিথ মনে মনে খুশিই হলো। 'তবে খুব একটা বেশি সময় দিতে পারবো না।' প্রতিযোগিতার শেষে হেস্টি আমাকে দেখতে না পেলে মনে মনে ভীষণ রাগ করবে। ও আমার আবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু…'

'আপনি ঠিক জানেন কিনা জানি না, ও কিন্তু আমারও বন্ধু। আমাদের পরিবারের সঙ্গে ওর দীর্ঘদীনের আলাপ। আপনাকে আমি বেশিক্ষণ আটকাবো না, প্রতিযোগিতা শেষ হবার আগেই ছেড়ে দেবো। চলুন, ওখানটায় একটু বসা যাক।'

আঙুল দিয়ে লি যেমনটা দেখালো—নদীর পাড় থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে ছোট্ট দোতলা একটা বাগানবাড়ি, সবুজ দরজা জানলাগুলো সব বন্ধ। বাইরের বৌঠকখানায় লি তাকে নিয়ে এসে বসলো। একটা ঘাট, চেয়ার টেবিল, একদিকের দেওয়াল বইপত্তরে ঠাসা, অন্য দিকে স্টোভ, চায়ের সাজসরঞ্জাম। ছোট্ট হলেও ঘরটা বেশ সুন্দর, ছিমছাম।

'নির্জনে পড়াশোনার জন্যে আমার বন্ধু হ্যারিংটন এই ঘরটা ভাড়া নিয়েছে। এখানে আর কেউ নেই, আপনি নিঃসংকোচে ধূমপান করতে পারেন। অনুগ্রহ করে এই চেয়ারটায় বসুন, আমি একটু চা বানাই।'

ধরাবে বলে পাইপে নতুন করে তামাক ঠাসলো, কাঠি জ্বেলেও

ধরাতে ভুলে গেলো। পোড়া কাঠিটার দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলো মনে নেই স্মিথের, চমক ভাঙলো ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা নিয়ে লি যখন ফিরে এলো।

'হ্যাঁ, যে কথা বলবো বলে আপনাকে ডেকেছি', স্মিথের মুখোমুখি চেয়ারটা টেনে নিলো লি। 'আপনার বদলে আমি হলে, মিনারের ওই ঘরটা এখনই ছেড়ে দিতাম মিস্টার স্মিথ।'

'কেন?' স্মিথ অবাক না হয়ে পারলো না।

'বিশ্বাস করুন, এ কথা বলার পেছনে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। সবটা আপনাকে খুলে বলতে পারছি না বলে সত্যিই আমি দুঃখিত মিস্টার স্মিথ। শুধু এইটুকু বলতে পারি, বেলিংহ্যামের থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকাই আপনার পক্ষে মঙ্গল। আমিও আপ্রাণ চেষ্টা করি ওকে এড়িয়ে চলতে।'

'কিন্তু কেন, আমি সেটাই বুঝতে পারছি না?'

'সবটা বলতে পারছি না, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি···কিন্তু আমার বিনীত অনুরোধ, যদি পারেন আজই ঘরটা পালটাবার চেষ্টা করুন।'

'সকালে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ঝগড়া শুনেছিলাম, সেই জন্যেই কি?'

'না না', দ্রুত মাথা নেড়ে লি প্রতিবাদ করলো। 'আপনি জানেন না ও কি ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। যেদিন ও অজ্ঞান হয়ে যায়, আপনার মনে আছে? সেদিন থেকেই আমার মনে সন্দেহ ছিলো—আজ আমি ওকে জিগেস করেছিলাম। ও যা বললো, শুনেই আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেলো। ওকে আমি অনেক উপরোধ অনুরোধ করলাম, শুনলো না···জঘন্য ভাষায় গালাগালি দিলাম, গায়েই মাখলো না। ইচ্ছে করে ও হয়তো আপনার ক্ষতি করবে না, কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে মারাত্মক বিপদ ঘটে যেতে পারে।'

'কি ধরণের?'

'বিশ্বাস করুন, সত্যিই বলতে পারিছি না মিস্টার স্মিথ। তবু

আপনার ওখানে থাকাটা নিরাপদ নয়।'

'বিনা কারণে ভয় পেয়ে অমন সুন্দর একটা পরিবেশ ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় মিস্টার লি।' স্মিথ উঠে পড়লো। 'তবে আপনার শুভাকাঙ্খার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

কাটা কাটা দু একটা শব্দে লিকে বিদায় জানিয়ে স্মিথ পথে নেমে এলো। ভেবেছিলো বাইচ শেষ হলে ডাক্তার প্যাটারসনের বাড়িতে যাবে। ডাক্তার প্যাটারসন স্মিথের খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অক্সফোর্ড থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে ফার্লিংফোর্ডে সুন্দর সাজানো ডাক্তারের লাইব্রেরিতে বসে বিভিন্ন বিষয়ে গল্পগুজব করতে করতে সন্ধ্যেটা কাটানো স্মিথের কাছে একটা লোভনীয় নেশা। সপ্তাহে অন্তত একবার তার ওখানে যাওয়া চাই। কিন্তু এই মুহূর্তে হঠাৎ কেন জানি তার কিছু ভালো লাগলো না—না বাইচ শেষ হবার জন্যে অ:পক্ষা করতে, না ফার্লিংফোর্ডে তার বন্ধুর বাড়িতে যেতে। লির রহস্যময় সতর্ক বাণীটা কেবলই তার মাথার মধ্যে ক্লান্ত ভ্রমরের মতো গুনগুন করছিলো।

আনমনেই খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে স্মিথ যখন বাড়ি ফিরে এলো তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, চারদিক ঢাকা পাথরের ঘোরানো সিঁড়িটা রীতিমত অন্ধকার। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তিনতলায় এসে দেখলো বেলিংহ্যামের দরজাটা সম্পূর্ণ খোলা। ভেতরে কেউ নেই, অথচ টেবিলের ওপর বাতি জ্বলছে।

কেমন যেন কৌতূহলী হয়েই থমকে দাঁড়িয়ে স্মিথ ঘরের ভেতরে তাকালো, আর ঠিক তখনই মমির বাক্সটার ওপর নজর পড়তেই সে চমকে উঠলো। বাক্সটা যেমন ছিলো ঠিক তেমনিই রয়েছে, কেবল মমিটা ভেতরে নেই। তাহলে কি বেলিংহ্যাম ওটাকে কোথাও সরিয়ে ফেলতে নিয়ে গ্যাছে? কিন্তু বেলিংহ্যাম দরজাটা খোলা রেখে গেলো কেন? আর কুকুরটাই বা গেলো কোথায়?

এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছিলো, হঠাৎ মনে হলো তার পাশ দিয়ে কে যেন চলে গেলো। শুধু যে অস্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনতে পেলো তাই নয়, খুব আলতো করে তার কনুইতে সামান্য একটু ধাক্কাও লাগলো। কিন্তু এত আলতো যে সে স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারলো না। থমকে দাঁড়িয়ে স্মিথ কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো। না, বাইরে আইভি লতায় বাতাসের মৃদু খস্‌খসানি ছাড়া সে আর কিছুই শুনতে পেলো না।

'কে, স্টাইলস ?'

কেউ সাড়া দিলো না। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। নিশ্চয়ই মিনার ঘরের ফাটাফুটোর মধ্যে দিয়ে আসা বাতাসের ঝাপটাই হবে। কিন্তু তবু ধাক্কার কথাটা বাদ দিলেও সিঁড়িতে পায়ের শব্দটাকে সে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারলো না।

দরজা খুলে আলো জ্বালিয়ে বাইরের পোশাক না ছেড়েই স্মিথ চুপচাপ চেয়ারে বসে রইলো।

একটু পরেই সিঁড়িতে দুপদাপ পা ফেলে কে যেন হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে এলো। তন্ময়তা ভেঙে স্মিথ সচকিত হয়ে উঠলো।

'স্মিথ !'

'কে, হেস্টি ? হঠাৎ, কি ব্যাপার !'

'তোমাকে এক্ষুণি একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে স্মিথ। লি জলে ডুবে গেছে। আশে পাশে কোনো ডাক্তারই পেলাম না। শিগগির চলো, চেষ্টা করলে হয়তো ওকে এখনও বাঁচানো যেতে পারে।'

'ও এখন কোথায় ?'

'আমরা ওকে ওর বন্ধু হেরিংটনের বাসায় শুইয়ে রেখেছি।'

'চলো, না দাঁড়াও, ব্রাণ্ডির বোতলটা আগে নিয়ে নিই।'

ঢাকা আলমারির থেকে ব্রাণ্ডির বোতলটা তুলে নিয়ে স্মিথ দ্রুত বেরিয়ে পড়লো, সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দেখলো বেলিংহ্যামের ঘরের দরজাটা ঠিক একই ভঙ্গিতে খোলা রয়েছে। স্বভাবতই তার

চোখ পড়লো মমির বাক্সটার ওপর। আর তখনই তার শরীরের সমস্ত রক্ত স্রোত যেন একসাথে প্রচণ্ড গর্জনে আছড়ে পড়লো। স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলো মমিটা বাক্সের মধ্যে রয়েছে। অথচ তিন মিনিট আগেও এটা ছিলো না।

তাহলে কি বেলিংহ্যাম ফিরে এসেছে!

ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলো কেউ নেই। লণ্ঠনের আলোয় মমিটাকে আগেই মতো বিভৎস আর নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছে। কিন্তু তার কোটরে বসা জমাট অন্ধকারের মধ্যে থেকে দুটো লালচে আভা যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। তার কাজ, সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা ভুলে সেই প্রজ্জ্বল দীপ্তির দিকে স্মিথ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইলো।

'কি ব্যাপার, স্মিথ! একটা ছেলে মরতে বসেছে আর তুমি ওখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছো?' নিচে থেকে হেস্টির গলা শোনা গেলো।

'হ্যাঁ, এখুনি যাচ্ছি হেস্টি, তুমি বরং একটা গাড়ি গ্যাখো।'

গাড়ি পাওয়া গেলো না। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এক রকম প্রায় ছুটতে ছুটতেই দুজনে নদীর ধারে সেই নির্জন বাগানবাড়িটায় এসে হাজির হলো। ভিজে এক গাছের গুঁড়ির মতোই তরুণ লি বিছনায় টানটান হয়ে শুয়ে রয়েছে, কোঁকড়ানো কালো চুলে আটকে রয়েছে সবুজ ঝাঁঝি, নীল হয়ে যাওয়া ঠোঁটের কোণ বেয়ে গাড়িয়ে এসেছে সাদা ফেনা। সহপাঠী বন্ধু হেরিংটন ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গরম করার চেষ্টা করছে।

ওদের দুজনকে দেখে হেরিংটন চোখ তুলে তাকালো। স্মিথ দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে নাড়ি দেখলো। 'দেখে যতটা মনে হচ্ছে, অবস্থা কিন্তু ততটা খারাপ নয়। হেস্টি, একটু হাত লাগাও না ভাই···না না, উপুড় করে দিতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। মিস্টার হেরিংটন, একটা শুকনো তোয়ালে পাওয়া যাবে?'

'নিশ্চয়ই।' হেরিংটন উঠে গেলো।

স্মিথ হেস্টির কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বললো, একটা জিনিস ভাবতে আমার খুবই অবাক লাগছে···জলে ডুবে গেলেও লির পেটে কিন্তু জল যায়নি।'

হেস্টি অবাক না হয়ে পারলো না। 'তার মানে তুমি বলতে চাইছো ওকে ঘোরানোর দরকার হবে না?'

'না, আমার মনে হয় এই ভাবে খানিকক্ষণ ম্যাসেজ করলেই কাজ হবে।'

মিনিট দশেক নিঃশব্দে কাজ করার পর লির চেতনা ফিরে এলো। শরীর এখন অনেকটা গরম হয়েছে, ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে, ঠোঁটদুটো মৃদু কাঁপছে।

এক সময়ে ধীরে ধীরে চোখ মেললো লি। তিনজনেই খুশিতে উপচে উঠলো।

হেরিংটনই প্রথম নিস্তব্ধতা ভেঙে বলে উঠলো, 'উঃ, সত্যিই যা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

একটা পেয়ালায় খানিকটা ব্রাণ্ডি ঢেলে স্মিথ তাড়াতাড়ি লির ঠোঁটের সামনে তুলে ধরলো। 'এটা খেয়ে নাও লি।'

নিস্পলক চোখে লি চারদিকে তাকালো, তারপর আবার স্মিথের মুখের ওপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো।

'তোমার কোনো ভয় নেই লি,' স্মিথ আন্তরিক ভঙ্গিতে বললো।' এটা খেয়ে নাও, দেখবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুস্থ বোধ করবে।'

'সত্যি, ব্যাপারটা কেমন করে ঘটলো, আমি এখনও বুঝতে পারছি না।' অনেকটা স্বাগত স্বরেই হেরিংটন বললো। 'আমি এখানে বসে পড়ছি, লি নদীর ধার থেকে একটু ঘুরে আসার জন্যে বেরিয়ে গেলো। জানলা দিয়ে ওকে আমি দু একবার পায়চারি করতেও দেখেছি। হঠাৎ একটা ভয়ার্ত চিৎকার আর তার সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝপাৎ করে কি যেন একটা পড়ার শব্দে আমি চমকে উঠলাম। চকিতে ছুটে গেলাম, কিন্তু সেই মুহূর্তে নদীর ধারে কাউকে দেখতে

পেলাম না। নদীতে যখন লিকে খুঁজে পেলাম, মনে হলো ওকে বুঝি আর বাঁচানো যাবে না। এবং আপনারা ঠিক সময়ে এসে না পড়লো হয়তো ওকে সত্যিই বাঁচানো যেতো না।'

বিছনার ওপরেই লি উঠে বসার চেষ্টা করলো। তিন বন্ধু ধরাধরি ওকে বসিয়ে দিলো। আর ঠিক তখনই স্তব্ধ আতঙ্কে তার চোখের মণিদুটো বিস্ফারিত হয়ে গেলো।

'হঠাৎ তুমি নদীতে কেমন করে পড়ে গেলে লি?'

'আমি পড়ে যাইনি।'

'তাহলে?'

'আমাকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। নদীর দিকে মুখ করে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, কে যেন আমাকে পলকের মতো তুলে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। আমি কিছু শুনিনি বা দেখিনি, কিন্তু, বিশ্বাস করো, এর একটা বর্ণও মিথ্যে নয়।'

লির কানের কাছে মুখ এনে স্মিথ ফিসফিস করে বললো 'আমি বিশ্বাস করি লি।'

একরাশ জমাট বিস্ময়ে লি দ্রুত মুখ তুলে তাকালো, তারপর অস্ফুট স্বরে বললো, তুমি বিশ্বাস করো স্মিথ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমরা কি সব বলছো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!' হেস্টি অধর্য হয়ে উঠলো। 'দুর্বল শরীর ওকে মিছিমিছি বিরক্ত না করে শুইয়ে দাও, পরে গল্প করার অনেক সুযোগ পাবে। তাছাড়া এবার আমাকে ফিরতে হবে, বড্ড দেরি হয়ে গেছে।'

স্মিথ উঠে দাঁড়ালো। 'চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।'

দুজনে এক সঙ্গে ফিরলোও। স্মিথ সারাটা পথ প্রায় চুপচাপই ছিলো। সারা দিনের বিশেষ কয়েকটা ঘটনা ঘুরে ফিরে কেবলই ভিড় করছিলো তার মাথার মধ্যে। প্রথমে এডোয়ার্ড বেলিংহামের

ঘর থেকে মমিটা উধাও হয়ে যাওয়া, তারপর সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, ফিরে আসার সময় আবার অবিশ্বাস্যভাবে মমিটার পুনরাবিভাব, সবশেষে বেলিংহ্যামের বন্ধু উইলিয়াম মঙ্কহাউস লির ওপর জঘন্য আক্রমণ, এমন কি কয়েক দিন আগে বেলিংহ্যামেরই আর এক পুরনো বন্ধু লং নর্টনের ওপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা—এ সবকিছু একটাই মাত্র ইঙ্গিত বহন করছে। যত অসম্ভবই হোক, অস্পষ্ট ক্ষীণ একটা সন্দেহ অনেক আগে থেকেই উঁকিঝুকি মারছিলো তার মনের কোণে। অথচ এমন অবিশ্বাস্য, এমন পৈশাচিক, যা মানুষের কল্পনারও অতীত। বেলিংহ্যাম যে খুনী সে বিষয়ে আজ আর তার মনে কোথাও কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু কোনোদিনই সে তা প্রমাণ করতে পারবে না। এমন কি খুন করার জন্যে যাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, অপরাধের ইতিহাসে তার সুদূরতমও কোনো নজির নেই।

জেফরো হেস্টিকে বিদায় জানিয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসতে আসতে স্মিথের মনে হলো—নাঃ, লির উপদেশই সে মেনে নেবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে এখান থেকে উঠে যাবে। নইলে সারা রাত উৎকর্ণ হয়ে নিচের ঘরে মমির পায়ের শব্দ শুনতে শুনতে সে কেমন করে পড়াশোনা করবে? গেট পেরিয়ে আসার আগেই স্মিথ লক্ষ্য করেছিলো বেলিংহ্যামের ঘরে আলো জ্বলছে, সিঁড়ি ভেঙে ওঠার সময় দেখলো বেলিংহ্যাম তার খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অসম্ভব ধূর্ত চোখের মণিদুটো চাপা উত্তেজনায় ঝিকমিক করছে।

'কি ব্যাপার স্মিথ, এখন ফিরছো বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'ঘরে এসো না, দুজনে মিলে একটু গল্প করি?'

'না।' স্মিথ আপ্রাণ চেষ্টা করলো ভেতরের ক্রোধটাকে কোনো রকমে চেপে রাখতে।

'সে কি, খব ব্যস্ত বলে মনে হচ্ছে?' বেলিংহ্যাম চাপা ঠোঁটে হাসলো।

কোনো জবাব দিলো না স্মিথ।

'ভেবেছিলাম তোমাকে লির খবরটা জিগেস করবো। সত্যি, দুর্ঘটনাটা শোনার পর থেকে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে।'

স্মিথ চকিতে ওর মুখের দিকে তাকালো, স্পষ্ট দেখতে পেলো প্রচ্ছন্ন একটা বিদ্রূপের হাসি তখনও জড়িয়ে রয়েছে ওর দু ঠোঁটের কোণে। এবার স্মিথ আর কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না, আশ্লেষ মেশা গলায় বললো, 'কিন্তু শুনলে তুমি নিশ্চয়ই খুশি হবে না যে মঙ্কহাউস লি এখন বেশ ভালোই আছে এবং আপাতত বিপদের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। তোমার কদর্য শয়তানি অন্তত এবারটায় খুব একটা সুবিধে করতে পারেনি। থাক, মিছিমিছি আর অবাক হবার ভান করার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই বেলিংহ্যাম। আমি সব জানতে পেরেছি।'

'কি বলছো তুমি, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না স্মিথ! তোমার কি ধারণা লির দুর্ঘটনার জন্যে আমি দায়ী?'

'নিশ্চয়ই', ক্রুদ্ধ সিংহের মতো গর্জন করে উঠলো স্মিথ। 'তোমার ওই হাড়-পাঁজরা সার কঙ্কালটাকে জাগিয়ে তুমি তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু লির পেছনে লেলিয়ে দিয়েছো।'

'কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব?' বেলিংহ্যাম প্রতিবাদ করলো।

স্মিথ ধমকে উঠলো, 'শোনো বেলিংহ্যাম, এই তোমাকে আমি শেষ বারের মতো সাবধান করে দিচ্ছি— যতদিন তুমি এখানে থাকবে, এই কলেজের বন্ধু-বান্ধবদের যদি কারো কোনো অনিষ্ট হয়, আমি তোমাকে ছেড়ে কথা কইবো না, এবং সেই শোচনীয় পরিনামের জন্যে দায়ী থাকবে একমাত্র তুমিই। মনে রেখো তোমার নোংরা মিশরীয় চালাকি এখানে চলবে না।'

'নাঃ, সত্যিই তোমার মাথা খারাপ হয়ে গ্যাছে স্মিথ!'

'হয়তো তাই। কিন্তু যা বললাম, কথাগুলো মনে রেখো।'

আর কোনো দিকে না তাকিয়ে স্মিথ দ্রুত তার নিজের ঘরে ফিরে এলো, দরজাটা ভালো করে এঁটে দিলো ভেতর থেকে। বুনো-গোলাপ কাঠের পাইপে নতুন করে তামাক ঠেসে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে চুপচাপ বসে বসে সমস্ত ঘটনাগুলো ভাবতে লাগলো।

পরের দিন ভোরে নিচের ঘর থেকে বেলিংহ্যামের কোনো সাড়া-শব্দই শুনতে পেলো না স্মিথ, সারাদিন নিজের পড়াশোনা নিয়েই কাটিয়ে দিলো। কিন্তু সন্ধ্যের দিকে মনে হলো তার বন্ধু ডাক্তার প্যাটারসনের বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসবে—গতকাল যাবে বলে বেরিয়েও আর হয়ে ওঠেনি। ফার্লিংফোর্ডে ডাক্তারের সুন্দর সাজানো লাইব্রেরিতে বসে বসে গল্প করতে তার সত্যিই ভালো লাগে।

নামার সময় আড় চোখে তাকিয়ে দেখলো বেলিংহ্যামের ঘরের দরজাটা বন্ধ। কিন্তু ফটক পেরিয়ে রাস্তায় পড়ার সময় হঠাৎ তার নজর গেলো বেলিংহ্যামের আলোকিত খোলা জানলাটার দিকে। মিনারঘর থেকে বেশ কিছুটা তফাতে থাকলেও, অন্ধকারের আড়াল থেকে সে স্পষ্ট দেখতে পেলো বেলিংহ্যাম জানলা দিয়ে খানিকটা ঝুঁকে কি যেন লক্ষ্য করছে।

সম্ভবত ও তাকে দেখতে পায়নি।

অক্সফোর্ডশায়ার লেন ধরে স্মিথ এগিয়ে চললো। রাস্তাটা নির্জন, দু পাশ গাছপালায় ঢাকা। ঝিরঝিরে মিষ্টি একটা বাতাস বইছে, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘগুলো ভেসে চলেছে আকাশ পাড়ি দিয়ে। আধখানা চাঁদের মরা জ্যোৎস্নায় সব কিছুই কেমন যেন অদ্ভুত মনে হলো।

সারা পথে জনমানবের কোথাও কোনো চিহ্ন নেই।

স্মিথ দ্রুত পা চালালো।

সামনে বেশ বড় একটা পার্ক। পার্কের ওপারেই ফার্লিংফোর্ড।

পাত্রালীর আড়াল থেকেও প্যাটারসনের ঘরের উজ্জ্বল আলোকিত একটা জানলা তার চোখে পড়লো।

পার্কের লোহার গেট ঠেলে স্মিথ ভেতরে প্রবেশ করলো, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার লোহার গেটটা বন্ধ করার সময় হঠাৎ দেখলো যে পথে সে এসেছিলো, সেই পথে ছায়ার মতো কি যেন একটা দ্রুত এগিয়ে আসছে। গাছের ছায়ায় ঢাকা অন্ধকার পটভূমিতে স্পষ্ট চিনতে না পারলেও, নিঃশব্দে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসা ছায়ামূর্তিটাকে তার খুব একটা অচেনা লাগলো না, বিশেষ করে ওর চোখের লালচে আভাদুটো।

আতঙ্কে সারা শরীর তার শিউরে উঠলো, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে স্মিথ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করলো। কিন্তু পার্কের সারাটা পথ নুড়ি বিছানো থাকায় যতোটা প্রয়োজন তার চাইতে বেশি জোরে সে ছুটতে পারলো না। নিস্তব্ধ বাতাসে স্মিথ স্পষ্টই বুঝতে পারলো দুজনের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছে, শোনা যাচ্ছে শিথিল হাড়ে ঠোকাঠুকির শব্দ। দ্বিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে স্মিথ পাগলের মতো ছুটছে···দুজনের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছে! একবার হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তেও সে কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিলো আর সেই দুর্লভ মুহূর্তে পালকের জন্যে স্মিথ দেখলো ভয়ঙ্কর হিংস্র একটা নেকড়ের মতো মমিটা তার দিকে তীর বেগে ছুটে আসছে, রক্তচুনীর মতো চোখদুটো জ্বল জ্বল করছে, অস্থিসার কুচকুচে কালো একটা হাত বাড়ানো রয়েছে তার দিকে। সেই ছোট্ট একটা পলকের মধ্যেই স্মিথ ভেবে নিলো—হয় জীবন, নয়তো মৃত্যু! অসম সাহসে বুক বেঁধে স্মিথ আবার প্রাণপণে ছুটতে লাগলো। ভাগ্য তার নেহাতই সুপ্রসন্ন, দেখলো সদর দরজাটা খোলা রয়েছে, হলঘর থেকে উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে বাইরে।

দমকা বাতাসের মতো ছুটে গিয়ে স্মিথ কোনোরকমে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলো, তারপর অর্ধ-অচেতনের মতো অস্ফুট আর্তনাদ

করে আছড়ে পড়লো হলঘরের সোফায়।

পড়ার ঘর থেকে প্যাটারসন দৌড়ে এলো। 'কি ব্যাপার, কি হয়েছে স্মিথ ?'

'আগে একটু জল দাও।'

দৌড়ে গিয়ে প্যাটারসন একটা কাচের গেলাস আর ব্রাণ্ডির বোতল নিয়ে এলো। 'আগে এইটা খেয়ে ফ্যালো।'

এক চুমুকে সবটা নিঃশেষ করে স্মিথ সোজা হয়ে বসলো। আতঙ্কে তখনও স্থির হয়ে রয়েছে তার চোখের মণিদুটো, বুকটা দ্রুত উঠছে নামছে। একটু সামলে নিয়ে সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'আজ রাত্তিরে তোমার এখানে শোবো প্যাটারসন। ভীরু আমি নই, কিন্তু ভোর না হওয়া পর্যন্ত ও পথে আমি কিছুতেই ফিরতে পারবো না।'

রীতিমতো অবাক হয়েই প্যাটারসন উৎসুক চোখে তাকালো।

'রাত্তিরে যদি এখানে শুতে চাও নিশ্চয়ই শোবে....মিসেস বার্নিকে আমি তোমার শোবার ব্যবস্থা করে দিতে বলছি। কিন্তু তুমি হঠাৎ এমন ভয় পেলে কেন, আমি সেটাই বুঝতে পারছি না ?'

'কেন ভয় পেলাম ? এসো, তোমাকে দেখাচ্ছি।'

দুজনে পড়ার ঘরে এসে রাস্তার দিকের জানলাটার সামনে দাঁড়ালো। চওড়া রাস্তার ওপারে পার্কটা জ্যোৎস্নায় নিস্তব্ধ নিঝুম। সেই মুহূর্তে স্মিথ আশেপাশে কাউকে দেখতে পেলো না। কিন্তু গেটের সামনে গাছের ছায়ায় জমাটবাঁধা অন্ধকারটার দিকে চোখ পড়তেই সে চমকে উঠলো।

'ওই যে, ওখানে ! গেটের সামনে।'

'হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছি। উঃ, হাতটা ছাড়ো, ভীষণ লাগছে ! বুঝতে পেরেই লোকটা সট করে সরে পড়লো। মনে হলো খুব লম্বা আর রোগা মতন। লোকটা কে ?'

'তুমি চিনতে পারবে না প্যাটারসন···সাক্ষাৎ যম ! আমি খুব অল্প একটুর জন্যে বেঁচে গেছি !'

'তুমি তো এখনও শুকনো পাতার মতো থরথর করে কাঁপছো! কি ব্যাপার বলো তো? লোকটার সঙ্গে তোমার সম্পর্কই বা কি?'

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো স্মিথ। 'বিশ্বাস করবে কি না জানি না, তবু তোমাকে আমি সবই বলবো প্যাটারসন। চলো, তার আগে একটু বসি।'

দুজনে মুখোমুখি বসার আগে পাশের ছোট টেবিলটায় প্যাটারসন মদের সাজসরঞ্জাম সব গুছিয়ে নিলো, স্মিথ নতুন তামাক ঠাসলো তার বুনো গোলাপকাঠের পাইপে। পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে সে এক মুখ গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লো, তারপর বেলিংহ্যামের অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার দিন থেকে শুরু করে এখানে এসে পৌঁছনো পর্যন্ত সব ঘটনাই ধীরে ধীরে বলে গেলো।

'এ তুমি কি বলছো স্মিথ!' প্যাটারসের দু চোখে জমাট বিস্ময়।

'হ্যাঁ, প্যাটারস, তুমি বিশ্বাস করো, এর একটা বর্ণও মিথ্যে নয়। প্রাচীন পুঁথি থেকে উদ্ধার করা মন্ত্রের সাহায্যে মমিকে সাময়িক ভাবে জীবন্ত করে মানুষের ওপর প্রতিশোধ নেবার পৈশাচিক পদ্ধতি পৃথিবীতে সত্যিই বিরল! তবে এ-ও তোমাকে বলে রাখলাম, এর প্রতিশোধ আমি নেবোই। অন্য বন্ধু-বান্ধব কিংবা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বাদ দিলেও, আমার নিজের বাঁচার প্রয়োজনও তা করতে হবে।'

'কিন্তু কেমন করে?' প্যাটারসন উদগ্রীব হয়ে উঠলো।

চাপা ঠোঁটে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসলো স্মিথ। 'সে আমি তোমাকে পরে বলবো প্যাটারসন, তার আগে রাত্তিরটুকুর জন্যে একটু ভালো করে ঘুমতে চাই।'

স্মিথ চিরদিনই ধীর স্থির মেজাজের মানুষ, অকারণে চট করে রেগে ওঠা তার স্বভাব নয়। প্রতিটা ঘটনাকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে সে। কিন্তু কোনো যুক্তিকে একবার প্রয়োজনীয় বলে মনে নিলে তখন সেখান থেকে তাকে

সরানো খুবই মুশকিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো আজকের দিনটাকে সে কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না।

পরের দিন ভোরে তার পরিকল্পনার কথা প্যাটারসনকে কিছু না জানিয়েই স্মিথ বিদায় নিলো। তখন প্রায় নটা। অক্সফোর্ডের দিকে এগিয়ে চললো সে।

মিনিট পনেরো পরে ক্লিফোর্ডের বন্দুক প্রস্তুতকারকদের দোকান থেকে একটা ভারি ধরণের রিভলভার আর কিছু কার্তুজ কিনলো। খোপের মধ্যে ছটা কার্তুজ ভরে নিয়ে রিভলভারটা রেখে দিলো কোটের পাশ-পকেটে, তারপর দ্রুত ফিরে এলো মিনারঘরে।

কোনো রকম সাড়াশব্দ না করেই স্মিথ সোজা বেলিংহ্যামের ঘরে ঢুকলো। বেলিংহ্যাম তখন টেবিলের সামনে বসে কি যেন লিখছে, টেবিলের ওপর ছড়ানো রয়েছে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি, অস্ত্রোপচারের তীক্ষ্ণমুখ দীর্ঘ একটা ছুরি। মমিটা একই ভঙ্গিতে বাক্সের মধ্যে শক্ত কাঠ হয়ে রয়েছে। স্মিথ প্রথমে চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো, তারপর পেছন থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

দরজা ভেজানোর শব্দ শুনেই বেলিংহ্যাম চমকে উঠলো, তার চেয়েও বেশি চমকে উঠলো স্মিথকে দেখে। সেই মুহূর্তে ও কোনো কথা বলতে পারলো না, কেবল স্তব্ধ বিস্ময়ে তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। স্মিথ স্পষ্টই বুঝতে পারলো তাকে জীবিত অবস্থায় দেখবে বেলিংহ্যাম স্বপ্নেও ভাবেনি।

'কি ব্যাপার স্মিথ, হঠাৎ এসময়ে!'

স্মিথ ওর কথায় কানই দিলো না, অগ্নিকুণ্ডের আগুনটা ভালো করে উসকে দিয়ে বেলিংহ্যামের মুখোমুখি চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলো। ঘড়িটা রাখলো টেবিলের ওপর, তারপর পাশ-পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে যেকোনো মুহূর্তে ব্যবহারের উপযোগী অবস্থায় ফিরিয়ে আনলো।

এতক্ষণ স্থির বিস্ফারিত চোখে বেলিংহ্যাম সব লক্ষ্য করছিলো,

এবার অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো, 'কি ব্যাপার স্মিথ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'এখনই বুঝতে পারবে, আগে টেবিল থেকে ওই লম্বা ছুরিটা তুলে নাও।' রুক্ষ কঠিন স্বরে স্মিথ আদেশ দিলো।

'তারপর?'

'মামটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলো।'

'ও, এই ব্যাপার!' ব্যালিংহ্যাম অদ্ভুত ভঙ্গিতে চাপা ঠোঁটে হাসলো।

স্মিথ গর্জন করে উঠলো, 'হ্যাঁ, এইব্যাপার। তোমার মতো অন্ত আর সবাইও খুব ভালো করে জানে—আইনতোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু আমার একটা নিজস্ব আইন আছে এবং তার মাধ্যমেই সমস্ত ব্যাপারটাকে ফয়সলা করতে চাই। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তুমি যদি কাজ শুরু না করো, বুলেটে সোজা তোমার মাথার খুলি আমি উড়িয়ে দেবো।'

'তার মানে তুমি আমাকে খুন করবে?'

বেলিংহ্যামের চোখমুখ তখন সত্যিই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

স্মিথ ওর চোখে চোখ রেখে থমথমে গলায় বললো, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কেন?'

'তোমার শয়তানি বন্ধ করার জন্যে। একমিনিট হয়ে গ্যাছে।'

'কিন্তু আমি কি শয়তানি করেছি সেটা বলবে তো?'

'কিছু বলার দরকার নেই, তুমি আমি দুজনেই খুব ভালো করে জানি।'

'তুমি কিন্তু আমাকে মিছিমিছি দোষ দিচ্ছো স্মিথ।'

'দুমিনিট হয়ে গেলো।'

'কিন্তু কারণটা কি সেটা বলবে তো?'

স্মিথ কোনো জবাব দিলো না।

'সত্যি তুমি পাগল স্মিথ! শুধু পাগল নয়, মারাত্মক বিপজ্জনক

একটা খুনী ! কোনো কারণ নেই কিছু নেই, কেন মিছিমিছি আমার এমন দুর্লভ সুন্দর প্রাচীন সংগ্রহটাকে নষ্ট করতে যাবো ?'

এডোয়ার্ড বেলিংহ্যামের চোখদুটো ছলছল করে উঠলো, তবু স্মিথ কোনো জবাব দিলো না। কেবল স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো !

অনুনয়ের স্বরে বেলিংহ্যাম বললো, 'তুমি জানো না স্মিথ, প্রাচীন রাজবংশের এই মূল্যবান মমিটাকে আমি কত কষ্টে সংগ্রহ করেছি !'

'প্রথমে ওকে কেটে টুকরো টুকরো করবে, তারপর পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে হবে।'

'তা হয় না···তুমি বুঝতে পারছো না স্মিথ, আমি তা পারবো না।'

'চার মিনিট হয়ে গ্যাছে।'

থমথমে কঠিন মুখে স্মিথ উঠে দাঁড়ালো, রিভলভারটা উঁচিয়ে ধরলো বেলিংহ্যামের মাথা লক্ষ্য করে।

'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি করছি !'

অস্ফুট আর্তনাদ করে বেলিংহ্যাম মুহূর্তের জন্যে কি যেন ভাবলো, তারপর আচ্ছন্নের মতো ছুরিটা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো মমিটার দিকে।

অহেতুক ইতস্তত করতে দেখে স্মিথ ধমকে উঠলো। 'কি ব্যাপার' দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?'

'সত্যিই কি এসবের কোনো দরকার ছিলো স্মিথ ?'

স্মিথ গর্জে উঠলো, 'কোনো কথা নয় !'

উদ্ধত রিভলভার হাতে স্মিথের সেই ভয়ঙ্কর মূর্তির দিকে তাকিয়ে বেলিংহ্যাম আর দ্বিরুক্তি করতে সাহস পেলো না। বাক্সের ঢালা তুলে ও মমিটার বুকে ছুরি বসিয়ে দিলো। ছুরির প্রতিটা আঘাতে শিথিল গ্রন্থি থেকে খড়খড়ে শুকনো কাপড় জড়ানো হাত-পাঁজরা-গুলো সব ঝুরঝুর করে খসে পড়তে লাগলো মেঝেতে, দমকে দমকে প্রাচীন-গন্ধী ধুলোর মেঘে ঢেকে গেলো সারা ঘর। এক সময়ে মমির

কংকালটা হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়লো মেঝেতে। তখনও স্মিথের মনে হলো মমির চোখদুটো যেন জ্বলছে।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবার ওগুলো আগুনের মধ্যে ফেলে দাও।'

জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে মমির ধ্বংসাবশেষ এনে ফেলতেই শুকনো লতার মতো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো. চামড়া চুল কাপড়—সব মিলিয়ে বিশ্রী চামসা পোড়া একটা গন্ধে সারা ঘর ভরে উঠলো। দুর্গন্ধে স্মিথের গা গুলিয়ে উঠলো, তবু সে এক চুলও নড়লো না, তীক্ষ্ণ কঠিন চোখে বেলিংহ্যামের ওপর কড়া নজর রাখলো। বেলিংহ্যাম ততক্ষণে ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

মিনিট পনেরো পরে ২৪৯ নম্বর মমিটার আর কোনো চিহ্নই রইলো না।

ঘৃণার চোখে ঘুরে দাঁড়িয়ে বেলিংহ্যাম বিদ্রূপের ভঙ্গিতে জিগেস করলো, 'কি, এবার খুশি হয়েছো তো?'

'না।'

'তার মানে!' বেলিংহ্যামের ভ্রূদুটো আপনা থেকেই বেঁকে ধনুক হয়ে গেলো।

'আমি চাই না, ভবিষ্যতে এসব নিয়ে বাঁদরামি করার তুমি কোনো রকম সুযোগ পাও। তাই মমির সঙ্গে সম্পর্কিত যাকিছু সবই তোমাকে নষ্ট করে ফেলতে হবে…'

'বেশ ঠিক আছে', স্মিথের কথা শেষ হবার আগেই বেলিংহ্যাম টেবিলের ওপর থেকে গাছের ছালের মতো শুকনো পাতাগুলো তুলে নিয়ে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলো। 'এবার হয়েছে?'

সেই মূহূর্তে স্মিথ কোনো জবাব দিলো না। অপলক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো পাতাগুলো দাউ দাউ করে জ্বলতে জ্বলতে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেলো। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলো সবকিছু, পরমুহূর্তেই আবার তা মিলিয়ে গেলো। আশ্চর্য মিষ্টি একটা গন্ধে ভরে উঠলো সারা ঘর।

'এবার পুঁথিটা বার করো।'

'পুঁথি! কোন পুঁথি?' বেলিংহ্যাম অবাক হবার ভান করলো।

'হলদে পপিরাস পাতার পুঁথি, যেটা তুমি সেদিন টেবিলের টানার মধ্যে চাবি দিয়ে রেখে দিয়েছো।'

'না না', বেলিংহ্যাম যেন স্পষ্টই আঁতকে উঠলো। 'ওটাকে তুমি পোড়াবার কথা বোলো না স্মিথ। আমি বুঝতে পারছি না এটাকে পুড়িয়ে তোমার কি লাভ হবে! পুঁথিটা সতিাই মূল্যবান, শুধু মূল্যবান নয়···তুমি জানো না স্মিথ, সারা দুনিয়াতে তুমি এমন পুঁথি আর একটাও খুঁজে পাবে না। জ্ঞানের সে এক নতুন জগৎ···'

'ওটা বার করো!'

'লক্ষীটি, স্মিথ, শোনো...আচ্ছা, ঠিক আছে, ওর মধ্যে যা আছে আমি তোমাকে সব শিখিয়ে দেবো···শিখিয়ে দেবো কেমন করে মৃত আত্মাদের রাত্তিরে জাগিয়ে তুলতে হয়, কেমন করে ওদের বশ করতে হয়।

'আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। ওটা বার করো।'

'বেশ, পুড়িয়ে ফেলার আগে খানিকটা অংশ অন্তত নকল করে নিতে দাও।'

কোনো জবাব না দিয়ে স্মিথ ড্রয়ারের চাবি ঘুরিয়ে ভেতর থেকে গোল করে পাকানো পুঁথিটা বার করে আনলো। বেলিংহ্যাম বাধা দেবার চেষ্টা করতেই তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলো ঘরের এক কোণে। পর মুহূর্তেই পুঁথিটাকে ছুঁড়ে দিলো অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে। পুড়ে ছাই হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো।

'আশা করি আমি আমার কথা রাখতে পেরেছি। চলি বেলিংহ্যাম। বিদায়।'

টেবিল থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে স্মিথ দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

এর পরের ঘটনা অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত। অক্সফোর্ডের পুরনো কলেজ কিংবা তার আশে পাশে এমন ঘটনা আর কখনও ঘটেছে বলে শোনা যায়নি। স্মিথের সঙ্গে দেখা হওয়ার কয়েকদিন পরেই বেলিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে সুদানের পথে পাড়ি জমায়। ওর ধারণা মানুষের সীমিত জ্ঞানের তুলনায় প্রকৃতির রহস্য অসীম, তবু মানুষ যদি আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করে নিশ্চয় সেই রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করা পথ খুঁজে পাবে। সম্ভবত এখনও পথ খুঁজে পায়নি, নইলে ঠিক খবর পেতাম।

গত চোদ্দই এপ্রিলে সতের নম্বর ব্যাডারলি গার্ডেনস-এ প্রকৃত ঘটনাটা কি ঘটেছিলো আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে কিছু যে একটা ঘটেছিলো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কেননা ঘটনাটা এমন নির্মম, এমনই অদ্ভুত ধরনের যা আমাদের পাঁচজনের জীবনে গভীর আতংকের ছাপ ফেলে গিয়েছিলো। কোনো রকম যুক্তিতর্ক বা অনুমানের মধ্যে না গিয়ে অত্যন্ত সাদামাঠা ভাষায় সমস্ত ঘটনাটা লিখে আমি জন ময়ার, হার্ভে ডেকন ও মিসেস ডেলামারের কাছে পাঠাবো, ওঁদের কেউ যদি এর একটা বর্ণও মিথ্যে বলে স্বীকার করেন, লেখাটাকে আমি কখনই প্রকাশের জন্যে পাঠাবো না। সম্ভব হলে পল লি ডাক-এরও অনুমতি নিতাম, কিন্তু উনি স্বদেশে ফিরে যাওয়ায় তা আর হয়ে উঠেনি।

প্রসিদ্ধ ময়ার, ময়ার অ্যাণ্ড স্যাণ্ডারসনের অন্যতম অংশীদার জন ময়ারই প্রথম এই অতিপ্রাকৃত ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে উনি খুবই বাস্তববাদী। কিন্তু ওর স্বভাবে এমন একটা রহস্যময় দিক আছে, যাকে উনি কোনোমতেই এড়াতে পারেন না, বরং নিত্যনূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার নানান আলোকে তাকে উদ্ভাসিত করে তোলার চেষ্টা করেন। সেটা হলো একটা রুদ্ধ কক্ষে আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে ওর পরলোক-চর্চা।

মিসেস ডেলামার আমাদের মিডিয়াম, জন ময়ারের ছোট বোন, নামকরা স্থপতি ডেলমারের স্ত্রী। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যতটুকু জানি—আমাদের পারলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের আসর মিডিয়াম বা মাধ্যম ছাড়া একেবারেই অচল, এবং এদিক থেকে ময়ারের ধারণা অনুযায়ী মাধ্যম হিসেবে তার বোনের সত্যই কোনো তুলনা হয় না।

কেননা ওর ওপর আত্মার প্রভাব নাকি অপরিসীম। এক রকম বলতে গেলে স্বামীর অনুমতি না নিয়েই ভদ্রমহিলা প্রতি রোববার সন্ধ্যেবেলায় প্ল্যানচেটের আসরে হাজির হতেন। আসর বসতো মার্টিন পার্কের এক কোণে সতেরো নম্বর ব্যাডারলি গার্ডেনস-এ হার্ভে ডেকনের স্টুডিওতে। মিডিয়ামের মাধ্যমে আমরা অদ্ভুত অদ্ভুত সব খবর পেতাম।

হার্ভে ডেকন প্রতিভাবান একজন তরুণ শিল্পী এবং অধ্যাপক। জাতিতে স্কচ, অত্যন্ত ধারালো চেহারা। রীতিবিরোধী শিল্পধারার ওপরেই ওর আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি। ডেকনের স্টুডিওটাও অদ্ভুত অদ্ভুত ধরনের সব ছবি আর নিদর্শন দিয়ে সুন্দর করে সাজানো।

আর আমি? ডেকনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব তার রীতিবিরোধী বলিষ্ঠ শিল্পআঙ্গিকের জন্যে। নইলে, সত্যি বলতে কি, ওঁদের তুলনায় আমার উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা নেই, যোগ্যতা তো নয়ই। এমন কি অনুরক্ত বলতে যা বোঝায়, আমি তাও নই। তবে নিঃসন্দেহে ওঁদের সঙ্গ আমার ভালো লাগে, তাই নিভৃত অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে প্রেতগবেষণার বৈঠকে প্রায়ই উপস্থিত থাকি।

গত চোদ্দই এপ্রিলে যে অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটেছিলো, আমি যথাযথভাবে এখানে বর্ণনা করার চেষ্টা করবো। এ প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলে রাখি, সংজ্ঞা বা ব্যাকরণগত কোনো ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়ে— আমি নিজে চোখে যতটুকু দেখেছি, কেবল সেইটুকুই এখানে বলবো।

সেদিন রোববার। আমাদের নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী প্রেত-গবেষণার বৈঠক বসার কথা। বিকেলে ডেকনের স্টুডিওতে গিয়ে দেখলাম মিসেস ডেলামার আগেই এসে পৌঁছেছেন এবং উনি শ্রীমতী ডেকনের সঙ্গে চা পান করছেন। মহিলা দুজন ডেকনের আঁকা অসমাপ্ত একটা ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর রঙ-তুলি হাতে ডেকন অসমাপ্ত ছবিটাকে দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করছে।

শিল্পের তেমন সমঝদার বা বোদ্ধা আমি নই, এবং হার্ভে ডেকনের

ছবি যে সব সময় খুব ভালো বুঝতে পারি, তাও নয়। তবে এক নজরে সেদিনের ছবিটাকে বলা যায় অনন্য। বিরাট ক্যানভাস জুড়ে রূপকথার নানান জীবজন্তু, সবই কাল্পনিক, কিন্তু রঙের সংমিশ্রণ ঘটেছে আশ্চর্য নিপুণভাবে।

মেয়েরা ছবিটার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এবং সত্যি বলতে কি, আমিও মুগ্ধ হয়ে গেছি।

ডেকন আমার দিকে ফিরে হাসতে হাসতে জিগেস করলো, 'কি ব্যাপার মারকাম, কিছু বলছো না যে? ছবিটা কেমন হয়েছে বলো তো?'

'ভালো। খুব ভালো। কিন্তু ছবিটার বিষয়বস্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এগুলো কি জন্তু?'

'এগুলোর নির্দিষ্ট কোনো নাম নেই। পৌরাণিক দৈত্যদানো, কাল্পনিক জীবজন্তু আর রাজকীয় প্রতীক চিহ্ন—সব মিলিয়ে বলতে পারো এ এক ধরনের উদ্ভট অপার্থিব প্রাণীদের ছায়ামিছিল।'

'আর মাঝখানের এই সাদা ঘোড়াটা?'

'ওটা ঘোড়া নয়।' তরল পরিহাসের সুরে কথাটা বলে ডেকন মুচকি মুচকি হাসলো।

'তাহলে?'

'ইউনিকর্ন। দেখছো না মাথার ওপরে একটা শিং রয়েছে।'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে!'

'ক'দিন থেকেই মাথার মধ্যে ঘুর ঘুর করছিলো কাল্পনিক কোনো প্রাণীকে বাস্তবে রূপ দেবো···তখন হঠাৎ মনে পড়লো গ্রীক পুরাণে একশৃঙ্গবিশিষ্ট এই অদ্ভুত জন্তুটার কথা। ব্যাস, তখনই রঙ-তুলি নিয়ে কোমর বেঁধে লেগে পড়লুম। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি ইউনিকর্নটাকে জীবন্ত করে তুলতে। কিন্তু তুমি যখন চিনতে পারলে না, আমার ভয় হচ্ছে মারকাম, পরিশ্রমটা বুঝি সত্যিই মাঠে মারা গেলো।'

ডেকনের মুখের অভিব্যক্তি স্পষ্টতই করুণ হয়ে উঠলো। আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, 'না না ডেকন...সত্যিই তুমি বিশ্বাস করো, প্রথমে আমি ইউনিকর্নটাকে ঠিক চিনতে পারিনি···মানে ওটার কথা আমার মনেই আসেনি, তাই ভেবে ছিলাম বুঝি ঘোড়া। কিন্তু এখন ইউনিকর্নটাকে চিনতে আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। আর ছবি হিসেবে এটার সত্যিই কোনো তুলনা হয় না ডেকন। এত জীবন্ত, মনে হচ্ছে তোমার কাল্পনিক ঘোড়াটা বুঝি এখুনি ইজেল থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবে!'

ছোট বাচ্চাদের মতো খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠলো ডেকন।

'সত্যি বলছো?'

'হ্যাঁ।'

'ব্যাস, তাহলেই আমার আঁকা সার্থক হয়েছে।'

সামান্য আর কয়েকটা আঁচড়ে ছবিটাকে শেষ করে ডেকন রঙ তুলি সব গুছিয়ে রাখলো।

ময়ার যখন এসে পৌঁছলেন তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ওঁর সঙ্গে ছিলেন রোগা ছিপছিপে চেহারার একজন অচেনা ফরাসী ভদ্রলোক। আলাপ করিয়ে দেবার সময় জানতে পারলাম ভদ্রলোকের নাম পল লি ডাক। প্রথমটায় বেশ অবাক হয়েছিলাম, কেননা, আমাদের প্রেত-গবেষণার আসর বসতো খুবই গোপনে এবং অচেনা কোনো মানুষের প্রবেশাধিকার প্রায় ছিলো না বললেই হয়। অন্যদিকে আমরা নিজেরা পরস্পরকে খুবই বিশ্বাস করতাম, সে ক্ষেত্রে মিস্টার ময়ার এমন কিছু করবেন না যাতে আমাদের বিশ্বাস ভঙ্গ হয়। এবং তিনি যে তা করেননি তার প্রমাণ পেলাম হাতে নাতে। পরিচয় সূত্রে জানতে পারলাম মঁসিয়ে ডাক নিজে অকালটিজম বা আধিভৌতিক বিদ্যার একজন নামকরা ছাত্র, শুধু তাই নয়, পবিত্র পারশিয়ান সংস্থা 'রোজি ক্রস'-এর অন্যতম সভাপতিও বটে। আমাদের গোপন আসরে এহেন একজন সম্মানীয় অতিথিকে পেয়ে আমরা নিজেদেরকেই

গৌরবান্বিত বোধ করলাম।

আমাদের পরলোক-চর্চার আসরে শ্রীমতী ডেকন কোনোদিনই উপস্থিত থাকতেন না, বৈঠক শুরু হবার আগেই উনি বিদায় নিলেন। বাইরের ঘরের দরজা-জানলা সব বন্ধ করে রীতি অনুযায়ী আমরা চেয়ারগুলোকে সরিয়ে আনলাম মেহগিনি কাঠের চৌকো টেবিলটার সামনে। আলোটাকে এমনভাবে কমিয়ে দেওয়া হলো যাতে টেবিল ঘিরে বসে থাকা মুখগুলোকেই কেবল স্পষ্ট দেখা যায়।

'সত্যি, কি যে ভাল লাগছে—কতদিন এরকম আসরে বসিনি!' মঁসিয়ে ডাকের মসৃণ বড় বড় বাদামী চোখদুটো খুশিতে ঝিকমিক করে উঠলো।

'আমাদের মিডিয়াম কে?'

'মিসেস ডেলামার।'

'আচ্ছা মাদাম, আপনি কি একবারেই সমাধিত হয়ে যান?'

'না, সব সময় নয়!' মিসেস ডেলামার আস্তে আস্তে জবাব দিলেন। সাধারণত গভীর ঘুমের মধ্যেও আমার চেতনা থাকে।'

'ওটা প্রাথমিক স্তর। সমাহিত ভাবটা আসে ঠিক ওর পরেই। তখন আপনার নিজস্ব কোনো চেতনা থাকবে না। আপনার আত্মাও তখন আপনার দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে, এবং সেই স্থান পূরণ করবে অন্য কোনো আত্মা এসে। অন্য কোনো আত্মা বলতে সাধারণত যাকে আমরা স্মরণ করি তারই আত্মা এসে স্থান নেবে আপনার জায়গায়। প্রশ্ন করলে বা কোনো কিছু জানতে চাইলে সেই আত্মাই আপনার মাধ্যমে তার মনের ভাব প্রকাশ করবে।'

'আচ্ছা, যাকেই আমরা স্মরণ করবো তারই আত্মাকে কি আনানো সম্ভব?' রীতিমতো অবাক হয়েই মিসেস ডেলামার প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, কেন নয়?' ছোট্ট করে একটু হেসে মঁসিয়ে ডাক জবাব দিলেন। 'তবে আমাদের সবার পরিচিত বা চেনা হলেই ভালো।'

'যদি এই ইউনিকর্নের আত্মাকে আনতে চাই?'

'তাও সম্ভব—অবশ্য এ ঘরের আমরা সবাই যদি এই ইউনিকর্নটার কথা আন্তরিক ভাবি বা তাকে কল্পনা করার চেষ্টা করি।'

'তাই নাকি!' ডেকন অবাক হলো। সম্ভবত মনে মনে খুশি হলো তাঁর চাইতে বেশি।

'নিশ্চয়ই। মানসচক্ষে ঘোড়াটাকে আমি তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে-ছবিটা আমি এঁকেছি সেটা পুরাণের কাল্পনিক কোনো জীব নয়?'

'হয়তো কাল্পনিক, হয়তো বাস্তব পৃথিবীর কেউ নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাতে কিছুই এসে যায় না।'

'তবু তার আত্মাকে জানানো সম্ভব?' মিস্টার ময়ার প্রশ্ন করলেন।

'নিশ্চয়ই। আত্মার তো আর নির্দিষ্ট কোনো রূপ নেই, নির্দিষ্ট কোনো স্থানও নেই। ইচ্ছে করলে আমরা যখন যেখানে খুশি তাদের আনতে পারি।'

'অনুগ্রহ করে আপনি আমাদের দেখান না।'

'দেখাতে পারবোই এমন কথা জোর করে বলতে পারি না। তবে নিশ্চয়ই পরীক্ষা করে দেখতে পারি। অবশ্য তার জন্যে আমাদের সংহত শক্তির প্রয়োজন।

'আপনার তুলনায় আমরা প্রায় কিছুই জানি না বললে চলে', অকপটেই স্বীকার করলো ডেকন। 'অনুগ্রহ করে আপনি যদি পরিচালনার দায়িত্ব নেন, আমরা পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলাম।'

'তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখি।' মঁসিয়ে ডাক তাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'আমাদের বসাটা ঠিক হয়নি। মাদাম যেখানে আছেন ওখানেই থাকুন, আমি বসবো ওঁর পাশে, আর মিস্টার মারকাম বসবেন আমার পাশে। মিস্টার ময়ার বসবেন মাদামের ওপাশে, মাঝখানে বসবেন মিস্টার ডেকন। তা হলেই দেখবেন

কালো আর সোনালী চুলের মাথাগুলো রয়েছে পর্যায়ক্রমে। এবং এর ফল সাধারণত বেশ শুভই হয়। এবার যদি অনুমতি দেন ঘরের সমস্ত আলো নিভিয়ে দেবো।'

'সব আলো নিভিয়ে দেওয়া কি একান্তই প্রয়োজন মঁসিয়ে ডাক?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ, এতে মনঃসংযোগ করার পক্ষে খুবই সুবিধে হবে। না না মাদাম, অন্ধকারে আপনার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।'

প্রথমটা নিকষ কালো আঁধারে সব কিছু ঢেকে গেলেও কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের চোখে সয়ে গেলো এবং আর কিছু না হোক একে অপরের অস্তিত্বকে চিনতে পারলাম। অবশ্য তা খুব অস্পষ্ট অন্ধকারে জমাটবাঁধা আরও খানিক নিথর গাঢ় অন্ধকার প্রতিমূর্তি ছাড়া কিছুই নয়। তবু সমস্ত ব্যাপারটাকে আমরা আগের চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে মেনে নিলাম।

'আপনারা সবাই হাতগুলো সামনের দিকে রাখুন। টেবিলটা প্রয়োজনের তুলনায় এত বড় হয়ে গেছে যে আমরা পরস্পরের হাত-গুলো স্পর্শ করতে পারবো না। অবশ্য তাতে খুব একটা অসুবিধে কিছু হবে না। আর মাদাম, আপনি এবার নিজেকে প্রস্তুত করে নিন। যদি তন্দ্রা আসে তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেবার কোনো দরকার নেই। তাহলে এবার শুরু করা যাক···না, তার আগে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার, আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করবো কোনো কথা না বলতে। ঠিক আছে, এবার আমরা শুরু করছি।'

সামনের অন্ধকারের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে আমরা উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। বাইরের বারান্দা থেকে ভেসে আসছে ঘড়ির টিকটিক শব্দ। দূরে যেন কোথায় একটা কুকুর ডেকে উঠলো। বাইরে থেকে খানিকটা আলো পরদার নিচে দিয়ে এসে পড়েছে ঘরের ভেতরে। এখান থেকেই মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে শান-বাঁধানো পাথরে ঘোড়ার গাড়ির চাকার বিশ্রী কর্কশ আওয়াজ, কখনও পথচারীর দ্রু

একটা কাটা কাটা স্খলিত কণ্ঠস্বর।

পূর্বের অভিজ্ঞতার মতো এবারেও আমার স্নায়ুপুঞ্জের ওপর ক্রমশ চাপ বাড়তে লাগলো। পাদুটো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, বুকের ভেতরটা শিরশির করছে। অনুমানে আমার সঙ্গীদের অবস্থাও বুঝতে কোনো অসুবিধে হলো না। কতক্ষণ কেটে গেছে ঠিক জানি না, হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যেই একটা শব্দ শুনতে পেলাম—মেয়েদের শ্বাস ফেলার অস্পষ্ট চাপা একটা ধ্বনি, তার সঙ্গে কাপড়ের মৃদু খস্ খস্ শব্দ।

কে যেন জিগেস করলেন, 'কি ব্যাপার? সব ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ', মসিয়ে ডাক জবাব দিলেন। 'কোনো ভয় নেই। মাদাম সমাহিত হয়ে গেছেন। এবার যদি আপনারা চুপচাপ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেন, আমার মনে হয় আপনাদের অদ্ভুত কিছু দেখাতে পারবো।'

নিতল নিস্তব্ধতার মধ্যে আবার শোনা গেলো সেই ঘড়ির টিক টিক শব্দ, কুকুরের ডাক। মাঝে মাঝে রাস্তা থেকে জানলার পরদা চুঁইয়ে এসে পড়ছে গাড়ি-ঘোড়ার আলো। অবচেতন মিডিয়াম মিসেস ডেলামারের শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন থেকে আরও ঘনতর হচ্ছে। হাতের তালুর নিচে স্পর্শেই বুঝতে পারলাম মৃদু একটা ছন্দে টেবিলটা কাঁপছে। ঢেউয়ের মাথায় নৌকার দোলানির মতো সে কাঁপন একটু একটু করে ক্রমশ বাড়ছে। এখন টেবিলের পায়ার ঠক ঠক শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

'আশা করি এবার আপনারা নতুন কিছু দেখতে পাবেন।'

আমি যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলাম না। তবু অবিশ্বাস করারও কোনো উপায় নেই। পীতাভ সবুজ রঙের ফসফ-রাসের মত একটা আলো—আলো না বলে উজ্জ্বল বাষ্পময় একটা দীপ্তি টেবিলের ওপরের খানিকটা অংশকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ধোঁয়ার মেঘের মতো সেই উজ্জ্বল দীপ্তিপুঞ্জ ঘুরছে, পাক খাচ্ছে, মোচড়াচ্ছে, কোনো একটা নির্দিষ্ট রূপ নিতে নিতেও বিচ্ছিন্ন

হয়ে যাচ্ছে।

'সত্যি, এ আমাদের ধারণারও বাইরে।'

ময়ার প্রশ্ন করলেন, 'আমরা কি অক্ষর ধরে নাম জিগেস করবো?'

'না না, আমরা ও পদ্ধতিতে যাব না।' মঁসিয়ে ডাক প্রতিবাদ করলেন। 'মাদামের মতো মিডিয়াম যখন পেয়েছি, তখন আমরা নতুন কিছু করার চেষ্টা করতে পারি।'

'নিশ্চয়ই, আমরা তাই করবো।' কার যেন গলা শোনা গেলো।

'কথাটা কে বললেন? মারকাম, তুমি বলেছো?'

'না, আমি বলিনি।'

'ওটা কি মাদামের কণ্ঠস্বর?'

'না, ওঁর গলা নয়।'

'না, মিডিয়ামের এখন নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই। ওঁর শরীরে এখন ভর করেছে অন্য এক শক্তি।' আবার শোনা গেলো সেই অচেনা কণ্ঠস্বর।

'মিসেস ডেলামার কোথায়? ওঁর কোনো ক্ষতি হবে না তো?'

'উনি এখন রয়েছেন অস্তিত্বের অন্য এত জগতে, মহা আনন্দে। উনি আমার জায়গা নিয়েছেন, আমি নিয়েছি ওঁর জায়গা!'

'কে আপনি?'

'আমি কে জেনে আপনাদের কিছুই এসে যাবে না। আমি আপনাদেরই মত একজন, যে একদিন বেঁচে ছিলো এবং মারা গ্যাছে।'

বাইরে রাস্তায় ভাড়া নিয়ে কোচোয়ানের সঙ্গে কার যেন তর্কাতর্কি হচ্ছে। টেবিলের ওপর কুয়াশাচ্ছন্ন উজ্জ্বল জ্যোতিপুঞ্জটা তখনও দ্রুত ঘুরছে। আমার কেন জানি ভীষণ শীত আর ভয় করতে লাগলো। বললাম, 'সমস্ত ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে অভিনব। আর বেশি দূর না এগুতে দিয়ে এবার আসর ভেঙে দিলে হয় না?'

সবাই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হেসে উঠলেন এবং ওঁদের আগ্রহ দেখে মনে হলো শেষ না দেখে ছাড়বেন না।

'এই যে নতুন শক্তি, একে আমরা সবাই মিলে সৃষ্টি করেছি,' হার্ভে ডেকনের কণ্ঠস্বর চিনতে আমার কোনো অসুবিধে হল না। 'প্রয়োজন বোধে একে আমরা ব্যবহার করতে পারি···জীবন, মৃত্যু, প্রকৃতির অজানা রহস্য সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে পারি।'

'নিশ্চয়ই।' আবার শোনা সেই অচেনা কণ্ঠস্বর।

'না না, প্রশ্ন আমরা অনেক করেছি', দ্রুত বাধা দিয়ে মিস্টার ময়ার উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলেন। 'তার চাইতে আসুন বরং নতুন ধরনের কিছু পরীক্ষা করি। আপনার আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু প্রমাণ দিতে পারেন?'

'কি প্রমাণ চান?'

'আমার পকেটে কিছু খুচরো পয়সা আছে, সব মিলিয়ে কত হবে বলতে পারেন?'

'শুনুন, আপনারা সবাই এখানে মিলিত হয়েছেন উন্নত ধরনের কিছু শিক্ষা লাভের জন্যে, অজানাকে জানার জন্যে, ছেলেমানুষী করার জন্যে নয়।'

'কথাটা কিন্তু খুবই ঠিক মিস্টার ময়ার।'

'মনে রাখবেন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ধর্মীয়, জুয়ার আড্ডা এটা নয়।' রুক্ষ কঠিন হয়ে উঠলো অচেনা কণ্ঠস্বর।

'ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। মূর্খের মতো প্রশ্ন করার জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত। আচ্ছা, আমাদের কি বলবেন আপনি কে?'

'তাতে আপনার কোনো লাভ হবে না।'

'আপনি কি অনেক দিন আগে মারা গ্যাছেন?'

হ্যাঁ।'

'কতদিন আগে?'

'বলতে পারবো না। আপনারা যে ভাবে সময়ের হিসেব রাখেন,

তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য রকম।'

'আপনি কি সুখী?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি আবার জীবনে ফিরে আসতে চান।'

'অবশ্যই না।'

'আপনি কি কর্মব্যস্ত?'

'নিশ্চয়ই, কর্মব্যস্ত না হলে জীবনে কখনো সুখী হওয়া যায় না।'

'আপনি কি করেন?'

'বললাম তো আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন।'

'আচ্ছা আপনারা কি ধরনের কাজ করেন, আমাদের কোনো আভাস দিতে পারেন?'

'আমরা সাধারণত আত্মার উন্নতির জন্যে পরিশ্রম করি।'

'আপনি কি স্বেচ্ছায় আজ রাত্রিরে এখানে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। এবং শুভ কিছু করতে পারলে সত্যিই খুব খুশি হবো।'

তাহলে শুভ কিছু করাই আপনার উদ্দেশ্য?'

'এ উদ্দেশ্য জীবনের সর্বস্তরে।'

'মিস্টার মারকাম, এবার আপনার যদি কিছু প্রশ্ন থাকে করতে পারেন।'

প্রশ্ন করলাম, 'আপনারা জীবনে কি কষ্ট পান?'

'না, কষ্ট বা যন্ত্রণা এমনই একটা জিনিস যার সম্পর্ক কেবল দেহের সঙ্গে।'

'কিন্তু মানসিক যন্ত্রণা তো কখনও অনুভব করতে পারেন?'

'হ্যাঁ, এখানে কখনও কেউ বিষণ্ন বা উদ্বিগ্ন হতে পারেন।'

'আচ্ছা, এ পৃথিবীর চেনা-জানা বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কি কখনও দেখা হয়?'

'হ্যাঁ, কখনও সখনও খুব অল্প দেখা হয় বইকি।'

'খুব অল্প কেন ?'

'সহানুভূতি না পেলে দেখা প্রায় হয় না বললেই চলে !'

'স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর দেখা হয় ?'

'দেখা যে হবেই এমন কোনো কথা নেই। সেটা সাধারণত ভালোবাসার ওপর নির্ভর করে।'

'আচ্ছা, আপনাদের পরস্পরে মধ্যে নিশ্চয়ই একটা আত্মিক সম্পর্ক আছে ?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা এই যে জিনিসটা করছি, এটা কি ঠিক।'

'যদি আত্মা শুভ হয়।'

'অশুভ আত্মা বলতে কি বোঝাতে চাইছেন ?'

'লোভী, স্বার্থপর, কৌতূহলী যারা।'

'ওরা কি ক্ষতি করতে পারেন ?'

'অবশ্যই।'

'কি ধরনের ক্ষতি ?'

'যার ওপর আপনাদের কোনো হাত নেই।'

'দেহ বা মনের পক্ষে তা কি ক্ষতিকর ?'

'ক্ষতিকর তো বটেই, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মারাত্মক রকমের বিপজ্জনকও হতে পারে।'

আমার আর কিছু জানার ছিলো না, তাই চুপ করে রইলাম। ডেকন জিগেস করলো, তোমার কি আর কোনো প্রশ্ন আছে ময়ার ?

'আমি শুধু আর দু একটা কথা জানতে চাই। আপনারা কি আপনাদের জগতে প্রার্থনা করেন ?'

'সব জগতেই সবাইকে প্রার্থনা করতে হয়।'

'কেন ?'

'আত্মার উন্নতির জন্যে।'

'আপনাদের মধ্যে বিশেষ কোনো ধর্মের ব্যাপার আছে কি ?'

'না, মরজগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।'

'বিশেষ কোনো জ্ঞান।'

'কেবল বিশ্বাস।'

'আমার মনে হয়, মিস্টার ময়ার', দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকার পর ম'সিয়ে ডাক এই প্রথম বললেন, 'এসব প্রশ্ন না করে আমরা অন্য কোনো অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি।'

'আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ম'সিয়ে ডাক।' ডেকন সমর্থন করলো। 'এসব প্রশ্ন আমরা বহুবার করেছি। আপনি বরং আমাদের এমন কিছু দেখান যা আমরা কখনও দেখিনি, যে অভিজ্ঞতা আমাদের কল্পনারও অতীত।'

'যদি আপনারা সবাই অনুমতি দেন আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। বিশেষ করে মাদামের মতো এমন দুর্লভ মিডিয়ামের মাধ্যমে যে শক্তিকে আমরা পেয়েছি, তাকে কাজে লাগানো হয়তো খুব কঠিন হবে না।'

'আপনি শুধু আমাদের বলুন কি করতে হবে?'

'আমি চাই আপনারা শুধু মনঃসংযোগ করুন। টেবিলের ওপর হাত রেখে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আপনাদের আর কিছুই করতে হবে না।'

টেবিলের ওপর তখনও ঘুরছে বাষ্পময় উজ্জ্বল দীপ্তপুঞ্জ। মিসেস ডেলামার একই নিশ্চল ভঙ্গিতে বসে রয়েছেন তাঁর আসনে। কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ দ্রুত থেকে আরও দ্রুততর হয়েছে। ঘরটা তখনও প্রায় সমান অন্ধকার। নৈঃশব্দ যেন আরও ভারি হয়ে চেপে বসেছে আমার বুকের উপর। কেন জানি অজানা একটা আশংকায় বুকের ভেতরটা আমার শির শির করছে।

স্তব্ধ বিস্ময়ে আমি লক্ষ্য করলাম উজ্জ্বল কুয়াশাটা ধীরে ধীরে টেবিল থেকে সরে গিয়ে ঘরের আরও অন্ধকারতম এক কোণে জমা হতে লাগলো। পীতাভ সবুজ রঙের উজ্জ্বল দীপ্তিটা দেখতে দেখতে

কেমন যেন ধূসর বর্ণের হয়ে গেলো। ঘুরতে ঘুরতে অন্ধকার ছায়াটা আরও ঘন আরও জমাট বেঁধে উঠলো।

'টেবিলের উপর থেকে কুয়াশাটা কিন্তু সরে গ্যাছে।'

'চুপ, চুপ—ঘরের কোণে কি যেন একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে!'

সত্যিই তাই। আমি যেন তার জোরে জোরে শ্বাস নেওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

'ওটা কি! কি ব্যাপার মঁসিয়ে ডাক?'

'সব ঠিক আছে। কোনো ভয় নেই।' মুখে না বললেও, কণ্ঠস্বর শুনে ফরাসী ভদ্রলোককে বেশ উত্তেজিত মনে হলো।

'হা ভগবান, জিনিসটা কি, অন্ধকারে আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। ছাখো ময়ার, ছাখো···ঘরের কোণে কি বিরাট একটা জন্তু। আরে, জন্তুটা আমারই দিকে তেড়ে আসছে যে···না, না, মঁসিয়ে ডাক, ওকে ফিরে যেতে বলুন!'

ডেকনের অস্ফুট চাপা আর্তনাদ শুনে স্পষ্টই বোঝা গেলো ও রীতিমতো ভয় পেয়েছে। তাছাড়া আমি নিজেও শুনতে পেলাম একটা ক্রুদ্ধ হ্রেষাধ্বনি। তারপর···তারপর কি যে হলো আমি কেমন করে বোঝাবো।

ঘরের কোণ থেকে জমাট-বাঁধা বিরাট ছায়াশরীরটা চকিতে ধেয়ে এলো—খুরের আওয়াজ, হ্রেষাধ্বনি, জিনিসপত্র উলটে ফেলার শব্দ। মুহূর্তের মধ্যে সারা ঘরে যেন ঝড় হয়ে গেলো। প্রথমে যেটা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম—ধাক্কা খেয়ে টেবিলটা উলটে পড়লো, তার পরেই মড় মড় শব্দে সেটি ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলো। আমরা সবাই ছিটকে পড়লাম ঘরের বিভিন্ন প্রান্তে, যন্ত্রণায় ভয়ে ককিয়ে উঠে গুঁড়ি মেরে ছুটে গেলাম ঘরের এক কোণ থেকে আর এক কোণে। ভয়ঙ্কর আতঙ্কে আমরা সবাই তখন ঠক ঠক করে কাঁপছি, চিৎকার চেঁচামেচি করছি, ঘরের আনাচে-কানাচে কুঁকড়ে থেকে বীভৎস

জন্তুটার হাত থেকে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করছি। ঘন ঘন শ্বাস ফেলার শব্দ, খুরের আওয়াজ, হ্রেষাধ্বনিতে তখন যেন প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। বন্ধুদের কে যে কোথায় কি ভাবে আছে কিছুই বুঝতে পারছি না। হঠাৎ এক সময়ে কে যেন আমার বাঁ হাতটা সজোরে মাড়িয়ে দিলো এবং তার শরীরের ভারে মনে হলো হাড়গোড় সব বুঝি গুঁড়িয়ে যাবে।

যন্ত্রণায় আমি তীব্র আর্তনাদ করে উঠলাম।

'আলো। আলো কোথায়?' কে যেন বললো।

'মিস্টার ময়ার, আপনার কাছে দেশলাই আছে?'

'না। ডেকন, তোমার দেশালাইটা কোথায়?'

'আমার দেশালাইটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। মঁসিয়ে ডাক, দোহাই আপনার, এসব ভয়ঙ্কর খেলা বন্ধ করুন।'

'পারছি না। বিশ্বাস করুন, আমার ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে চলে গ্যাছে। দরজা, দরজাটা কোথায়?'

সৌভাগ্যবশত দরজাটা ছিলো আমার প্রায় হাতের কাছেই। অন্ধকারেই গুঁড়ি মেরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দরজার হাতলে হাত রাখলাম, আর ঠিক তখনই ক্ষিপ্ত জন্তুর বিরাট শরীরটা আমাকে প্রায় পিষে দিয়ে চলে গেলো। আমি আর এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে দরজার হাতলটা ঘুরিয়ে দিলাম। হুড়মুড় করে সবাই বাইরে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার দরজাটা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিলাম। তখনও ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে সারা ঘর জুড়ে ভয়ঙ্কর দাপাদাপির শব্দ।

'জন্তুটা কি? অন্ধকারে আমি ভালো দেখতে পাইনি!'

'দরজাটা বন্ধ করার সময় আমি দেখেছি—ওটা একটা ঘোড়া। কিন্তু মিসেস ডেলামার…'

'ঘরের ভেতর রয়েছেন। এসো মারকাম, ওঁকে বাইরে বার করে

নিয়ে আসি···দেরি করলে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।’

সত্যিই তাই, মিসেস ডেলামার যে ভেতরে রয়েছেন, এতক্ষণ আমরা কেউ খেয়ালই করিনি। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ছুটে গেলাম। ভাঙা চেয়ারের মধ্যে ভদ্রমহিলা তালগোল পাকিয়ে পড়ে রয়েছেন ঘরের মেঝেতে। কোনো রকমে ধরাধরি করে ওঁর অবচেতন দেহটা দ্রুত বাইরে বার করে আনলাম। দরজাটা বন্ধ করে দেওয়ার মুহূর্তে দেখলাম অন্ধকারে ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ দুটো চোখ যেন আগুনের ভাটার মতো জ্বল জ্বল করছে।

কিন্তু সে শুধু মূহূর্তের জন্যে। দরজাটা বন্ধ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড জোরে একটা ধাক্কা মারার শব্দ শোনা গেলো।

‘তাড়াতাড়ি করে এঁকে ভেতরের ঘরে নিয়ে চলো! নইলে দরজা ভেঙে জন্তুটা এখুনি বাইরে বেরিয়ে আসবে।’

আগের চাইতে আরও প্রচণ্ড ধাক্কার শব্দে দরজাটা থর থর করে কেঁপে উঠলো। উজ্জ্বল বারান্দার আলোয় পলকের জন্যে দেখতে পেলাম ঝক ঝকে ছুঁচলো একটা শিং।

‘ঝটপট করো!’ ডেকন চীৎকার করে উঠলো। ‘না না, ওদিকে নয়···ওঁকে বরং খাবার ঘরেই নিয়ে চলো, তাড়াতাড়ি হবে।’

ভেতরে নিয়ে এসে ওঁকে সোফায় শুইয়ে দিলাম। ডেকন দ্রুত হাতে ওক্ কাঠের ভারি কপাট দুটো বন্ধ করে দিলো। ওর মুখটা ভয়ে মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শুকনো পাতার মত থর থর করে কাঁপছে। অল্পবিস্তর কাঁপছি আমরা সবাই। আরও দু একবার প্রচণ্ড ধাক্কার পর বাইরের ঘরের দরজাটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো, পর মূহূর্তেই বারান্দাটা ভরে উঠলো সেই বিচিত্র পায়ের শব্দে। অজানা জন্তুর ক্ষিপ্র ক্রোধোন্মত্ততায় সারা বাড়ি যেন থর থর করে কাঁপছে।

দুহাতে মুখ ঢেকে মঁসিয়ে ডাক বাচ্ছাদের মতো ককিয়ে উঠলেন, ‘এমনটা যে হবে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি!’

'আচ্ছা. আমরা বন্দুক ব্যবহার করতে পারি না, '

'না না, ওকে আর মিছিমিছি ঘটাবেন না। আত্মা কখনও এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। ও আপনা থেকেই চলে যাবে।'

খাবার ঘর থেকেই আমরা স্পষ্ট শুনতে পেলাম দু এক বার ছুটোছুটি করার পর অসম্ভব এক ধাক্কায় স্টুডিও ঘরের দরজাটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো।

'নাঃ, এ যাত্রায় আমরা বুঝি আর কেউই রক্ষা পাবো না!'

ক্ষুরের শব্দ একটু কমতে না কমতেই কার যেন ভয়ার্ত চিৎকারে আমরা সবাই একসঙ্গে চমকে উঠলাম।

ডেকন চকিতে লাফিয়ে উঠলো। 'আমার স্ত্রী! না না, আমাকে ছেড়ে দাও...'

স্পষ্ট কিছু বুঝে ওঠার আগেই পাগলের মতো ছুটে গিয়ে ও খাবার ঘরের দরজাটা খুলে ফেললো। বারান্দার শেষ প্রান্তে সিঁড়ির মুখে মিসেস ডেকন পড়ে রয়েছেন। সম্ভবত ভয়েই উনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন, কেননা সারা শরীরে কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই।

আতঙ্কিত চোখে আমরা পরস্পরে মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু চারদিক তখন নিস্তব্ধ নিথর। শঙ্কাতুর বুকে পা টিপে টিপে আমরা স্টুডিওর অন্ধকার ভাঙা দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম, প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করতে লাগলাম এই বুঝি অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে বীভৎস জন্তুটা তেড়ে এসে আমাদের আক্রমণ করে বসে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত তেমন কিছু ঘটলো না, ঘরের ভেতর তখনও নিস্তব্ধ। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা অন্ধকারে উঁকি মারলাম। আর ঠিক তখনই চোখে পড়লো একটা দুর্লভ দৃশ্য।

ঘরের অন্ধকারে যে কোণটায় ইউনিকর্নের ছবিটা রাখা ছিলো, তার সামনে বাষ্পাচ্ছন্ন পীতাভ-সবুজ সেই উজ্জ্বল দীপ্তি মন্থর ভঙ্গিতে ঘুরছে। ধীরে ধীরে সেই উজ্জ্বল দীপ্তি এক সময়ে ম্লান হয়ে এলো, ঘন থেকে ক্রমশ কমতে কমতে পাতলা হয়ে মিলিয়ে গেলো গাঢ় বাষ্প-

রাশি। পরমুহূর্তেই ডেকনের স্টুডিও-ঘরটা আবার ভরে উঠলো মসৃণ এক তরল আঁধারে।

'যাক, বাঁচা গেল! ওঘরে গেলে দেখা যাবে মাদাম ডেলামার এখন চেতনা ফিরে পেয়েছেন।'

এই প্রথম আমি রোগা ছিপছিপে চেহারার ফরাসী ভদ্রলোকটিকে অনাবিল খুশিতে ঝলমল করে উঠতে দেখলাম।

'দুটো ঘরের দরজা, আসবাবপত্রের খুবই ক্ষতি হয়েছে বটে, কিন্তু আজকের এ অভিজ্ঞতার সত্যিই কোনো তুলনা হয় না।'

'তবু আমার মনে হয় ময়ার', দ্রুত বাধা দিয়ে ডেকন বলে উঠলো 'এমন ভয়ঙ্কর আগুন নিয়ে খেলা না করাই ভালো।'

যতই অবিশ্বাস্য বা অলৌকিক মনে হোক না কেন, গত চোদ্দই এপ্রিল সতেরো নম্বর ব্যাডারলি গার্ডেনে যে প্রকৃত ঘটনাটা ঘটেছিলো, আমি তার যথাযথ বর্ণনা দেবার চেষ্টা করলাম। এ সম্পর্কে কারুর, যদি কিছু জানার থাকে, কিংবা এর চাইতেও ভয়ংকর কোনো ঘটনার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকে, অনুগ্রহ করে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন—উইলিয়াম মারকাম, ১৪৬ এম. দি. অ্যালবেনি, লণ্ডন।

সবে অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের পড়ার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দরজার হাতলে হাত রেখেছি, হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে ওঁর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঁর সে বাজখাঁই গলা আমার কাছে বিস্ফোরণের মতো মনে হলো।

'হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। এখনও ভালো করে সকাল হয়নি অথচ এর মধ্যে দু-দুবার ভুল নম্বর বেজে উঠলো। আপনারা কি মনে করেন এসব ছেলেখেলা? বিজ্ঞান সাধনার কাজে এভাবে অহেতুক বিরক্ত করাটাকে আমি কিন্তু আদৌ বরদাস্ত করবো না। ওসব ছেঁদো কথা ছেড়ে দিয়ে আপনাদের ম্যানেজারকে ডেকে দিন। কি বললেন, আপনিই ম্যানেজার?…ও, এই রকম ভাবেই ম্যানেজ করেন বুঝি? দূর, আপনার সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ নেই…ঠিক আছে, আপনি বরং সুপারিনটেনডেন্টকেই ডেকে দিন। নেই? চলে গ্যাছেন? শুনুন মশাই, ওসব ক্ষমা চাওয়া-টাওয়ায় কোনো কাজ হবে না,…এই আপনাকে শেষ বারের মতো স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম—ফের যদি কোনো ভুল নম্বর এসে আমার কাজের ব্যাঘাত ঘটায়, আমি কিন্তু সোজা আইনের আশ্রয় নেবো এবং আপনাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তবে ছাড়বো।'

ঠিক এমনি মুহূর্তে আমি দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলাম। নিশ্চয়ই মুহূর্তটা শুভ নয়। গ্রাহকযন্ত্রটা নামিয়ে রেখে ঘুরে দাড়াতেই মনে হলো ভয়ঙ্কর কেশর-ফোলানো একটা সিংহ যেন হিংস্র চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ঘন কুচকুচে কালো দাড়ি ছড়িয়ে পড়েছে মুখের চারপাশে, ক্রোধে বিশাল বুকটা উঠছে নামছে। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্যে। আমাকে চিনতে পেরেই ক্রুদ্ধ ভাবটা অনেকটা মিলিয়ে গেলো।

'উজবুক আর কাকে বলে!' এবার ঘরের ভেতরেই গম গম করে করে উঠলো অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের জোরালো কণ্ঠস্বর। 'অভিযোগগুলো কোথায় মন দিয়ে শুনবে তা নয়, আবার দাঁত বার করে হাসছে! আসলে আমাকে বিরক্ত করে মজা লোটার এটা একটা ষড়যন্ত্র। এ রকম দুঃখজনক পরিস্থিতির জন্যে আমি সত্যিই লজ্জিত মেলোন। তারপর হঠাৎ এই সাত সকালে, কি ব্যাপার বলো?'

মুখে উনি যাই বলুন, পিলে আমার সত্যিই চমকে গিয়েছিলো। ম্যাকআর্দেলের কাছ থেকে পাওয়া চিঠিটার জন্যে সবে পকেট হাতড়াচ্ছি, দেখলাম—যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমনি ভঙ্গিতে বিরাট লোমশ হাত বাড়িয়ে উনি টেবিলে কি যেন খুঁজছেন। একগাদা কাগজপত্রের মধ্যে থেকে পত্রিকার একটা কাটা অংশ টেনে বার করলেন।

'হ্যাঁ, এই যে পেয়েছি!' আমার দিকে কাগজটা নাড়তে নাড়তে অধ্যাপক বেশ বিরক্তির সঙ্গেই বললেন, 'সোলেনহাফেন স্লেট অঞ্চলে গিরগিটির ওপর আমার সাম্প্রতিক গবেষণা প্রসঙ্গে সান্ধ্য পত্রিকার ভাষাতেই বলি—জীবিতের মধ্যে আমাদের অন্যতম বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক জি. ই. চ্যালেঞ্জার···

ভয়ে এতক্ষণ আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছিলো, এবার খুশির সুরে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ স্যার, এটা আমার বিশেষ এক সাংবাদিক বন্ধুর লেখা।'

'ও, এটা তাহলে তোমারই এক বিশেষ সাংবাদিক বন্ধুর লেখা! সত্যিই, ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমার নামের পেছনে বিশেষণ পদের এমন প্রাদুর্ভাব ঘটবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তা এতই যখন করলে, আমার সমকক্ষ কিংবা আমার চাইতেও উঁচুস্তরের কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের নাম এখানে উল্লেখ করলেই পারতে?'

এতক্ষণে ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হলো।

'সত্যিই স্যার আমাদের খুব ভুল হয়ে গ্যাছে।' আমি অকপটেই

স্বীকার করলাম। 'আপনি আমাদের শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক। এবং এখানে শব্দের ব্যবহার অনেকটা গ্রীষ্মের বদলে শীতের মতন হয়েছে।'

'শোনো মেলোন, পরশ্রীকাতর কতকগুলো অর্বাচিনের পাল্লায় না পড়লে, নিজের ঢাক এভাবে নিজেকে পেটাতে হতো না। আমার আদৌ সে স্বভাব নয়। কিন্তু অহেতুক বিদ্বেষের বিরুদ্ধে কিছু না বলে আমি চুপচাপ মুখ বুজেও থাকতে পারি না। যাকগে ওসব বাজে কথা···একি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো! তারপর, তোমার কি খবর বলো?'

পকেট থেকে খামটা আমি আগেই বার করে রেখেছিলাম, এবার ওঁর দিকে এগিয়ে ধরলাম। 'আমাকে লেখা আমাদের পত্রিকার সম্পাদক মিস্টার ম্যাকআর্দেলের এই চিঠিটা আপনাকে একটু দেখাতে চাই।'

'ও ম্যাকআর্দেল!' অধ্যাপক কেমন যেন একটু হতাশই হলেন।

'হ্যাঁ স্যার, উনি আবার আপনার দারুণ ভক্ত। যখনই এ ধরনের কোনো জটিল সমস্যায় পড়েন, বার বার আপনার কাছেই ছুটে আসেন।'

'তা চিঠিটা যখন তোমার, তখন বরং তুমিই পড়ো···দেখা যাক কি ধরণের জটিল সমস্যা।'

বিশাল শরীর নিয়ে অধ্যাপক এবার তাঁর নিজের আসনে জাঁকিয়ে বসলেন। গরিলার মতন দীর্ঘ লোমশ হাতদুটো মুঠো করে থুতনির নিচে রেখে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে এলেন। দীঘল পল্লবে ঘেরা বড় বড় চোখদুটো প্রায় অর্ধেকই ঢেকে গেছে।

খাম থেকে চিঠিখানা বার করে আমি পড়তে শুরু করলাম:

'মেলোন,

আমাদের বিশেষ সম্মানীয় অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে দেখা করে নিচের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওঁর সহযোগিতা ভিক্ষা করো। হ্যাম্পস্টেডের হোয়াইট ম্যাসনে থিওডোর নেমোর নামে এক

ল্যাটভিয়ান ভদ্রলোক থাকেন, যিনি অবিশ্বাস্য ধরনের এক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, যার দ্বারা পৃথিবীর যেকোনো জিনিসকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। শুধু নিশ্চিহ্ন নয়, প্রয়োজন বোধে আবার সেই বস্তুকে যখন যেমন খুশি ফিরিয়েও আনা যায়। তাতে কণামাত্র সেই বস্তুর কোনো ক্ষতি হবে না। যন্ত্রটাকে যেখানে খুশি নিয়েও যাওয়া যায়। আমি যতটুকু জানি—সত্যিই এ আবিষ্কারের কোনো তুলনা হয় না, এবং যুদ্ধের সময়ে এটাকে সবচেয়ে বড় একটা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই যন্ত্রের সাহায্যে পরমাণু বোমাবাহী একটা বিরাট যুদ্ধজাহাজ কিংবা গোটা একটা সৈন্য-বাহিনীকেই বেমালুম হাফিস করে দেওয়া যায়। সামাজিক ও রাজ-নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই যন্ত্রের মূল্য যে কি অপরিসীম, আশা করি তুমি নিশ্চয় অনুমান করতে পারছো, এবং আমরা কোনোমতেই এ সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাই না। ওই ভদ্রলোক তাঁর আবিষ্কার-টিকে বিক্রির জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। সুতরাং চিঠির সঙ্গে পাঠানো কার্ডখানা দেখিয়ে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা খুব একটা কঠিন কিছু হবে না। তুমি এবং অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার, দুজনে মিলে যন্ত্রটা খুব ভালো করে পরীক্ষা করে অবিলম্বে গেজেট পত্রিকায় সংবাদ পাঠাও। আশা করি আজ রাত্তিরেই তোমার কাছ থেকে খবর পাবো।

—আর. ম্যাকআর্দেল।'

একটু নীরবতার পর চিঠিটা মুড়ে আবার খামে ভরে রাখলাম। 'অনুগ্রহ করে সহযোগিতা না করলে আমি কিন্তু সত্যিই অসহায় হয়ে পড়বো অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার। আপনি তো খুব ভালো করেই জানেন, এ ব্যাপারে আমার জ্ঞান কত সীমিত।'

'অবশ্যই। সাংবাদিক হিসেবে তুমি যত ঝানুই হও না কেন, কিন্তু বিজ্ঞানের···বিশেষ করে গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যাপারে তোমার মাথায় কিছু না ঢোকারই কথা। ঠিক আছে, সকালটা যখন মাটিই হলো, চলো, তোমার সঙ্গে বরং একবার ঘুরেই

আসি। সন্ধ্যেবেলায় ইতালিয়ান জীববিজ্ঞানী ম্যাঙ্গোত্তির সঙ্গে আমার একটা সাক্ষাৎকার আছে, গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে ডিম থেকে বেরনো উইয়ের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ওঁর মনোজ্ঞ আলোচনা আমাকে রীতিমতো মুগ্ধ করেছে। সুতরাং বাজে কাজটা আগে ভাগেই সেরে ফেলা ভালো, কি বলো?'

ব্যক্তিগতভাবে আমার কিছুই বলার ছিলো না, অধ্যাপককে যে রাজি করাতে পেরেছি সেই আমার কপাল জোর। পাতাল-ট্রেনে দুজনে হু হু করে ছুটে চলেছি লণ্ডনের উত্তরে। জীবনে এমন অকল্পনীয় এক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হবে কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি।

এনমোর গার্ডেনস্ ছেড়ে আসার আগেই ফোনে যোগাযোগ করে মিস্টার নেমোরকে জানিয়ে দিয়েছিলাম আমরা যাচ্ছি। বাইরের ঘরে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো, পরিচারক জানালো উনি এখন কয়েকজন রাশিয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। সত্যিই তাই, পাশের ঘর থেকে দুর্বোধ্য ভাষায় বিভিন্ন কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিলো। কয়েক মিনিট পরে, আগন্তুকদের বিদায় নেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চাপা ঠোঁটে হাসি-হাসি মুখে এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন বাইরের ঘরে।

ভদ্রলোককে দেখতে ভারি অদ্ভুত—রোগা ল্যাকপ্যাকে চেহারা, তার ওপর মাথায় অসম্ভ বেঁটে। নড়বড়ে শরীরের তুলনায় মাথাটা পেল্লাই, মানে এমনই পেল্লাই যে অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের টুপিটাও হয়তো ওর মাথায় ঢুকবে না। চিবুকের দুপাশে ঝুলে-পড়া গোঁফ, বেড়ালের মত অসম্ভব ধূর্ত নীলচে দুটো চোখ। সব মিলিয়ে থিওডোর নেমোরকে একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে ভাবতেই আমার কেমন যেন অবাক লাগলো।

'আপনাদের অহেতুক খানিকটা সময় নষ্ট করে দেওয়ার জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত।' বিদেশী টানে অত্যন্ত মোলায়েম গলায় কেটে কেটে উচ্চারণ করলেন মিস্টার নেমোর। 'আশা করি আপনারা

আমার বিঘটন যন্ত্রটা সম্পর্কে আরও বিষদভাবে কিছু জানতে চান, তাই না ?'

'ঠিক তাই।'

'আচ্ছা, আপনারা কি ব্রিটিশ সরকারের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন ?'

'না না, আমি গেজেট পত্রিকার সাংবাদিক ; আর ইনি অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার।'

'আরে কি সৌভাগ্য আমার।' এবার আবিষ্কারকের মুখ অবাধ হাসিতে প্রসন্ন হয়ে উঠলো। 'আপনার নাম আমার কাছে খুবই পরিচিত। আপনি কিছু মনে করবেন না অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার, সবার আগে আমি ব্রিটিশ সরকারকেই যন্ত্রটা কেনার জন্যে অনুরোধ করেছিলাম। সম্ভবত ওঁরা সে সুযোগ হারালেন।'

'কেন, আপনি কি ওটা ইতিমধ্যেই অন্য কোনো বিদেশী সরকারকে বিক্রি করে দিয়েছেন নাকি ?'

'না, ঠিক বিক্রি করে দিয়েছি বললে ভুল হবে। তবে দরদাম চলছে।'

'আচ্ছা, যন্ত্রটা যাঁরা কিনবেন, তার ওপর তাঁদের একচেটিয়া অধিকার থাকবে তো ?'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু আপনার মতো আর কেউও তো এই যন্ত্রের গোপনীয়তা জেনে ফেলতে পারে ?'

'না অধ্যাপক, আমি ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কারুর পক্ষেই এ গোপনীয়তা জানা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু একটু আগে যে ভদ্রলোকেরা এসেছিলেন ?'

'ওঁদের আমি কোনো কিছু দেখাইনি, এবং সম্পূর্ণ টাকা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত কিছু দেখাতামও না। তাছাড়া যে যন্ত্রটা আমি বিক্রি করতে চাই সেটা এখনও সম্পূর্ণ ই করিনি, কেননা সেটা সম্পূর্ণ

করার পর থেকেই তো শুরু হয়ে যাবে এ পৃথিবীর নতুন ইতিহাস।'

'শুনুন মিস্টার নেমোর,' একটু জোর দিয়েই অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ গলায় বলে উঠলেন। কিন্তু আচম্বিতে আমার কাছে মনে হল হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা একটা সিংহ যেন হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। 'আপনাকে আমি স্পষ্টই বলি, নষ্ট করার মতো সময় আমার খুব অল্প। এ সম্পর্কে কোনো কিছু আলোচনা শুরু করার আগে আমি প্রমাণ চাই।'

'নিশ্চয়ই!' মিস্টার নেমোরের নীলচে চোখের তারায় ঝিলিক খেলে গেলো, চাপা ঠোঁটের কোলে ফুটে উঠলো এক দুর্বোধ্য হাসি। 'আমি জানি অধ্যাপক, আর কেউ হলে তবু কথা ছিলো, কিন্তু আপনার চোখকে আমি ফাঁকি দিতে পারবো না। আর আমি তা চাইও না। শুধু নিছক প্রমাণ নয়, যন্ত্রের প্রকৃত কার্যকরীতাই আমি আপনাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দেখাবো, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি নিঃসন্দেহে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। কিন্তু তার আগে এই যন্ত্রটা সম্পর্কে দু-একটা কথা বলতে চাই'—পকেট থেকে রুমাল বার করে চওড়া ঢালু কপালটা মুছে নিলেন। 'ল্যাবোরেটরিতে যে যন্ত্রটা এখন আপনাদের দেখাবো, ওটা আমার প্রকৃত পরিকল্পনার একটা নমুনা। ছোটখাট একটা বৈজ্ঞানিক খেলনাও বলতে পারেন। অবশ্য এতটুকু খেলনার সাহায্যেই পৃথিবীর অনেক অঘটন ঘটিয়ে দেওয়া সম্ভব··· যেমন ধরুন, আপনাকেই হাওয়ায় মিলিয়ে দিয়ে আবার যখন খুশি ফিরিয়ে আনা যায়। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, এই ক্ষুদ্র শক্তিকে যখন বৃহৎ আকারে বাস্তবে রূপ দেওয়া হবে···।'

'আপনার ওই নমুনাটাই কি আমরা একবার দেখতে পারি?' মিস্টার নেমোরের কথার মাঝেই অধ্যাপক হঠাৎ করে বাধা দিলেন।

'নিশ্চয়ই। শুধু দেখা নয় অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার, যদি সাহস থাকে আপনি নিজেও একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। চিনি, নুন কিংবা স্ফটিকের একটা কণা যেমন জলে গলে যায়, ঠিক তেমনি

ভাবে সমস্ত জীবকোষ নিয়ে আপনার এই বিরাট শরীরটাও অসীম শূন্যে চোখের নিমেষে মিলিয়ে যাবে, মনে হবে ঠিক যেন একটা জাদু। কিন্তু তার চেয়েও মজার ব্যাপার, আমাদের শরীরের মলিকিউল বা অনুকণার ওপর কোনোরকম চাপ সৃষ্টি না করেই তাকে আবার যথাযথ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কি ব্যাপার, আপনি হাসছেন অধ্যাপক?'

'আমি তো আগেই বলেছি মিস্টার নেমোর, আমার সময় অত্যন্ত মূল্যবান। একটা অসম্ভব জিনিসকে আপনি অন্য আর একটা অসম্ভব জিনিস দিয়ে যতই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করুন, নিজে চোখে না দেখে এ সম্পর্কে আমি আর একটাও কথা বলতে রাজি নই।'

'বেশ, তাহলে অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে একটু আসুন।'

আবিষ্কারকের নির্দেশ অনুসরণ করে আমরা বাড়ির পেছন দিকের একটা বাগানে এসে পৌঁছলাম। চারদিক ঢাকা নিচু ছাদওয়ালা বেশ বড় একটা ঘর। তালা খুলে উনি আমাদের ভেতরে প্রবেশ করতে বললেন।

সাদা চুনকাম করা সারা ঘর জুড়ে অসংখ্য যন্ত্রপাতি, সরু সরু তামার তার নেমেছে ছাদের ওপর থেকে, পাদানির ওপর বিরাট একটা চুম্বক। তার সামনে ফুট তিনেক লম্বা আর ফুটখানেক পরিধির ত্রিপার্শ্ব কাচের নতুন একটা যন্ত্র। এর ডান পাশে দস্তার বেদীর ওপর একটা আসন, তার মাথার ওপরে ঝকঝকে তামার আবরণ। আসন এবং আবরণ, উভয়েই অগণন তার দিয়ে সংযুক্ত। আসনের একপাশে সংখ্যাযুক্ত খাঁজকাটা খাঁজকাটা একটা চাকতি, তার সঙ্গে রবারের ঢাকনা লাগানো একটা হাতল। হাতলটা এখন রয়েছে শূন্যের ঘরে।

'এইটেই আমার বিঘটন যন্ত্র', চাপা ঠোঁটে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেসে মিস্টার নেমোর যন্ত্রটা দেখালেন। 'সামান্য এই নমুনা দিয়েই পৃথিবীর যে-কোনো দেশের শাসনক্ষমতাকে ওলোট-পালোট করে

দেওয়া যায়। আপনি কিন্তু এখনও মুচকি মুচকি হাসছেন অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার! এতে আমি নিজেকে যথেষ্ট অপমানিত বোধ করছি। বেশ আর একটাও কথা বলবো না···যদি সাহস থাকে এই আসনটায় এসে বসুন, আমার নতুন আবিষ্কৃত এই যন্ত্রের কতখানি শক্তি···'

আমি জানি অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের শুধু চেহারা বা শারীরিক শক্তি নয়, মনের শক্তিও অপরিসীম। মিস্টার নেমোরের অহমিকায় ক্রুদ্ধ সিংহের মতো তিনি ফুঁসে উঠলেন এবং ওঁর কথা শেষ হবার আগেই অধ্যাপক চকিতে যন্ত্রটার দিকে ছুটে গেলেন। আমি দ্রুত তাঁকে বাধা দিলাম।

'তা হয় না অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার, আপনার জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। আপনাকে যে আবার যথাযথভাবে ফিরিয়ে আনা যাবে তার সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতিই বা কোথায়!'

'প্রতিশ্রুতি আমি নিজে।' মিস্টার নেমোরের হাসিতে আবার ঝরে পড়লো সেই প্রচ্ছন্ন অহমিকা।

'তা হোক', আমিও গোঁ ছাড়লাম না। 'প্রথমে আমি বসবো। পরীক্ষা যদি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তখন না হয় আপনি বসবেন।'

অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করলেন। আমি জানি ব্যক্তিগত বিপদের ঝুঁকির জন্যে নয়, সম্ভবতঃ উনি তখন বৈজ্ঞানিক ত্রুটির কথাই ভাবছিলেন। উনি কিছু মন স্থির করে ওঠার আগেই আমি ছুটে গিয়ে আসনে বসলাম, আর মিস্টার নেমোরও এতটুকু দ্বিধা না করে হাতলটা ঘুরিয়ে দিলেন। ক্লিক করে সামান্য শুধু একটা শব্দ হলো, তারপরেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো একরাশ জমাটবাঁধা কুয়াশা। কতক্ষণের জন্যে জানি না, যখন কুয়াশা সরে গেলো দেখলাম বিজয়ীর হাসি নিয়ে মিস্টার নেমোর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আর অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের বিস্ফারিত চোখের মণিদুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, আপেলের মত টুকটুকে লাল চিবুক থেকে সমস্ত রক্ত কে যেন নিঃশেষে মুছে নিয়েছে।

'ঠিক আছে, আপনি এবার নেমে আসুন। সৎ-সাহসের জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মিস্টার মেলোন। এবার অধ্যাপকের চ্যালেঞ্জারের পালা।'

মুচকি মুচকি হেসে উনি স্তম্ভিত অধ্যাপকের দিকে তাকালেন।

সত্যি, জীবনে আমি কখনও অধ্যাপককে এমন ভীষণভাবে মুষড়ে পড়তে দেখিনি। বজ্রের মত কঠিন স্নায়ুতন্ত্রী ওঁর যেন সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গেছে। কাঁপা কাঁপা হাতে আমার কাঁধটা ধরে উনি ফিস ফিস করে বললেন, 'ব্যাপারটা সত্যি মেলোন! তুমি যে সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গিয়েছিলে সে সম্পর্কে সন্দেহের কোথাও কোনো অবকাশ নেই। মুহূর্তের জন্যে জমাটবাঁধা কুয়াশার সৃষ্টি হলেও, পরমুহূর্তেই তা আবার মিলিয়ে যায়।

'কতক্ষণের জন্যে আমি এখানে ছিলাম না?'

'তা প্রায় দু-তিন মিনিট। আমি নিঃসঙ্কোচেই স্বীকার করছি মেলোন, আতঙ্কে তখন আমার বুক দুর দুর করে কাঁপছিলো। এবং সত্যি যে তুমি আবার ফিরে আসবে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। হাতলটা ঘুরিয়ে দিতেই দেখলাম তুমি আবার চেয়ারে বসে রয়েছো। সত্যি, আমি যেন এখনও আমার নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না।'

অধ্যাপক রুমালে ঘাম মুছলেন।

'তাহলে, অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার, আপনি নিজেই স্বীকার করছেন।' মিস্টার নেমোর ঠোঁট চেপে হাসলেন। 'বেশ, নিজেকে যদি নিতান্ত দুর্বল না লাগে তাহলে কিন্তু এবার আপনার পালা।'

আমার প্রতিবাদ সত্ত্বেও অধ্যাপক ছুটে গিয়ে আসনে বসলেন। হাতলটাকে তিনে ঘোরানো হলো। সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক উধাও।

বিহ্বল আতঙ্কে মাথার চুল তখন আমার খাড়া হয়ে গেছে। মিস্টার নেমোর আমার দিকে তাকিয়ে সেই একই ভঙ্গিতে মুচকি মুচকি হাসলেন। 'ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে অভাবনীয়, তাই না মিস্টার

মেলোন ? নিজের চোখেই তো দেখলেন অধ্যাপকের অমন বিরাট শরীর কেমন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এখন ওঁকে ফিরিয়ে আনা না-আনা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। এবং এইভাবে ওকে যদি আমি বছরের পর বছর উধাও করে রাখি, পৃথিবীর এমন কোনো শক্তি নেই যে ওঁকে আবার ফিরিয়ে আনবে বা আমার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ করতে পারবে।'

'কিন্তু সাক্ষী হিসেবে আমি তো রয়েছি।'

'কোন সাহসে আপনি এ কথা বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।' অদ্ভুত ভঙ্গিতে মিস্টার নেমোর চিবিয়ে চিবিয়ে হাসলেন। 'সাক্ষী দেবার আগেই আমি আপনাকে উধাও করে দেবো। যদি রাজী থাকেন, বলুন···'

'না না থাক, আর তার কোনো দরকার হবে না।' আমি দ্রুত বাধা দিলাম।

'ঠিক আছে, আপনি যখন রাজী নন....' মিস্টার নেমোরের চোখের তারায় ঝিলিক খেলো গেলো। 'তবে কিন্তু একটা শর্ত, আপনাদের পত্রিকায় যা সত্যি, যা আপনি নিজে চোখে দেখেছেন, কেবল সেইটুকুই লিখবেন, বাড়াবাড়ি কিছু করবেন না। বড়জোর আমার নতুন একটা গবেষণা—জীবন্ত মানুষ বা পশুর দেহ থেকে সমস্ত লোম আমি নির্মূল করে দিতে পারি, কিংবা তাকে আবার যথাযথভাবে ফিরিয়ে আনতে পারি। যেমন ধরুন, বিরাট একটা লোমশ ভাল্লুককে হঠাৎ দেখলেন সারা গায়ে তার একটাও লোম নেই, ব্যাপারটা কেমন মজার হবে একবার কল্পনা করুন তো ?'

'দোহাই মিস্টার নেমোর, আপনি চুপ করুন।' আমি চিৎকার করে উঠলাম। দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এতক্ষণ ধরে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করা ধূর্তামি ভরা চোখের শয়তানি মাখা হাসিটাকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে···এই নিন আপনার অধ্যাপক।'

ক্লিক করে একটা শব্দ হলো। পরমুহূর্তেই দেখলাম অধ্যাপক তাঁর আসনে বসে রয়েছেন। কিন্তু এ কি! এ অধ্যাপককে তো আমি চিনি না! কোথায় গেল সিংহের মতো তাঁর ভয়ঙ্কর চেহারা? নবজাত শিশুর মতো মাথাটা চুলবিহীন, চিবুকটা মেয়েদের মতো মসৃণ। সারা মুখে দাড়ি-গোঁফের কোনো বালাই-ই নেই, বিরাট চোয়ালদুটো ঝুলে পড়েছে। সব মিলিয়ে তাঁকে এখন ঠিক রণক্লান্ত বিধ্বস্ত একটা গ্ল্যাডিয়েটরের মতো দেখাচ্ছে।

সম্ভবত আমার বিস্মিত চোখের ভাষা পড়তে পেরেই অধ্যাপক মাথায় হাত বোলালেন, তারপর চোখের পলক পড়ার আগেই ছিটকে লাফিয়ে উঠে মিস্টার নেমোরের গলাটা দুহাতে টিপে ধরলেন। টাল সামলাতে না পেরে দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন মেঝেতে। আমি জানি অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের গায়ে যে অমানুষিক শক্তি, তাতে হয়তো রোগা ল্যাকপ্যাকে চেহারার মানুষটা মারাই যাবেন।

'না অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার, না,' দৌড়ে এসে আমি বাধা দিলাম। 'উনি যদি সত্যই মারা যান, আপনাকে কিন্তু আগের অবস্থায় আর কিছুতেই ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অধ্যাপক চকিতে লাফিয়ে উঠলেন, তারপর মিস্টার নেমোরকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে তাঁর সঙ্গে নিয়ে এলেন।

'আমি আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম,' ভয়ঙ্কর গলায় অধ্যাপক গর্জন করে উঠলেন। 'এর মধ্যে যদি আমাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে না আনেন, তাহলে কিন্তু আপনার ভবলীলা আমি চিরদিনের মতো সাঙ্গ করে দেবো।'

মিস্টার নেমোরের মতো দুর্বল চেহারার মানুষ তো দূরের, এ পৃথিবীর অনেক দুঃসাহসী মানুষও অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের এই রুদ্রমূর্তি দখলে ভয়ে চুপসে যেতো। মিস্টার নেমোর কিন্তু দমলেন

না। ধুলো ঝেড়ে উঠে হাসতে হাসতে বললেন, 'সত্যিই কিন্তু এভাবে আমাকে আঘাত করার কোনো কারণ ছিলো না অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার। আমি এমনিই ঠাট্টা করছিলাম, আসলে আমার ইচ্ছে ছিলো বিভিন্ন পরীক্ষাগুলোকে বাস্তবে দেখানো। ঠিক আছে, আপনি যখন পছন্দ করছেন না, তখন অনুগ্রহ করে একবার চেয়ারটায় বসুন।'

কোনো জবাব না দিয়ে অধ্যাপক আবার চেয়ারে বসলেন। 'তুমি ওঁর ওপর কড়া নজর রেখো মেলোন, দেখো যেন কোনোরকম চালাকির সুযোগ না নেন।'

'নিশ্চয়ই আপনি কিছু ভাববেন না অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার।'

আবিষ্কারক এগিয়ে এসে হাতলটাকে অন্যদিকে ঘোরালেন আর তখনই দেখলাম—অধ্যাপক আবার তাঁর চেহারায় চেয়ারে বসে রয়েছেন, এলোমেলো কেশর ফোলানো ঠিক যেন একটা ক্রুদ্ধ সিংহ। কোমল সোহাগে দাড়ি-গোঁফে চুলে ভালো করে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখে তবেই অধ্যাপক আসন থেকে নেমে এলেন।

'সত্যি, মিস্টার নেমোর, আপনার এ আবিষ্কারের কোনো তুলনাই হয় না। ব্যক্তিগত ভাবে অন্তত আমি একেবারে বিমুগ্ধ হয়ে গেছি।' অধ্যাপকের কণ্ঠস্বর থেকে ক্রুদ্ধ ভাবটা এখন সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে। 'এবার আপনার এই আবিষ্কারের প্রসঙ্গে আমি সরাসরি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই, অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।'

'না না, কেমন করে এই যন্ত্রটা তৈরি করলাম, শুধু এ প্রশ্ন ছাড়া আমি আপনার যে-কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে রাজী আছি। কেননা ওইটেই আমার একমাত্র গোপনীয়তা।'

'তা তো বটেই। না, ও প্রশ্ন আপনাকে করবো না। আমি শুধু জানতে চাই—সত্যি করে বলুন তো, আপনি ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেউ এ যন্ত্রের গোপন রহস্য জানে কিনা?'

'না, আর কেউ জানে না।'

আপনার কোনো সহকারী?'

'না, আমার কোনো সহকারী নেই। ল্যাবোরেটরিতে আমি সম্পূর্ণ একাই কাজ করি।'

'সত্যি, আপনার এ যন্ত্রের ক্ষমতা সম্পর্কে যতই ভাবছি, বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছি!'

'আমার এ যন্ত্রের ক্ষমতা আর কতটুকু দেখলেন অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার। আমি তো আগেই বলেছি এটা একটা নমুনা। এ যখন বিশাল আকারে বাস্তবে রূপ দেওয়া হবে তখন যে এর শক্তি ভয়ঙ্কর হবে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। ইচ্ছে করলে জনবসতি নিয়ে বিশাল টেমস্ উপত্যকাটাকেও মহাশূন্যে মি দেওয়া যাবে!'

মিস্টার নেমোরের কথা শুনে আমি শিউরে উঠলাম।

অধ্যাপক যেন ওঁর কথায় কানই দিলেন না। 'আচ্ছা অ যখন সেই যন্ত্রটা বিক্রি করবেন কোনো সরকারকে, তখন নিশ্চয়ই সেটা একক ভাবে বিক্রি করতে চাইবেন, তাই না?'

'অবশ্যই। এ আবিষ্কারের সমস্ত অধিকার থাকবে একমাত্র সেই সরকারেরই। নইলে আবিষ্কারের দুর্লভ মূল্যটাই যাবে নষ্ট হয়ে।'

'নাঃ, আপনিই দেখছি এ পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি!' অধ্যাপক হাসতে হাসতে বললেন। 'আচ্ছা মিস্টার নেমোর, আপনার যন্ত্রটা যদি ওপর থেকে একটু চোখ বোলাই, আশা করি নিশ্চয়ই আপনি আপত্তি করবেন না?'

'না না, আপত্তির কি আছে। ওপর থেকে পরীক্ষা করে যন্ত্রটার রহস্য সম্পর্কে কিছুই জানা যাবে না।'

'ধন্যবাদ মিস্টার নেমোর।'

'বেশ মন দিয়ে অধ্যাপক খানিকক্ষণ যন্ত্রটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন, মাঝে-মধ্যে এখানে ওখানে হাতও বোলালেন। তারপর একসময়ে চেয়ারের ওপর উঠে ওবসলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার নেমে এলেন।

মিস্টার নেমোর হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন 'কি ব্যাপার

হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলেন কেন ?'

'না.ক ভয় নয়', অধ্যাপকের চোখ-মুখের অভিব্যক্তি সহসা করুণ হয় উঠলো, আসনটার কোথায় যেন সামান্য একটু কারেন্ট পাশ করছে। সম্ভবত আমিই বোধহয় ভুল করে কোথাও হাত দিয়ে তার-আগা করে ফেলেছি।'

'অদ্ভুব ! কই দেখি ?'

.ার নেমোর চেয়ারে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গেই ক্লিক করে একটা .া। তারপর ওঁর আর কোনো চিহ্নই খুঁজে পেলাম না।

তল বিস্ময়ে আমি অধ্যাপকের মুখের দিকে তাকালাম।

হটা কি আপনিই চালালেন, অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার ?'

রাটা ঘরের নিস্তব্ধতা কাঁপিয়ে অধ্যাপক হা-হা করে হেসে

হ্যাঁ, মেলোন।'

'তাড়াতাড়ি হাতলটাকে তিনে ঘুরিয়ে দিন, তাহলেই উনি আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবেন।'

'কি হবে আর ওঁকে মিছিমিছি বিব্রত করে, যেমন আছেন থাকুন না ঠিক তেমনি ভাবেই।'

'কিন্তু…'

'এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই মেলোন। বিজ্ঞানের কাজ গড়া, পৃথিবীকে নতুন নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলা, তাকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নয়। এ রকম ভয়ঙ্কর পৈশাচিক ক্ষমতা কোনো সরকারের হাতে থাকলে পৃথিবীর কি চেহারা হবে তুমি কি একবারও ভাবতে পারছো ? ভাবতে পারছো টেমস্‌টা যদি তার প্রকৃত জায়গায় না থাকে…না মেলোন, না ; মানুষ হিসেবে জীবনের প্রতি আমাদের নিজস্ব একটা কর্তব্য আছে এবং সত্যিকারের সৎ নাগরিক হিসেবে তুমি কোনো মতোই একজন খুনীকে সমর্থন করতে পারো না। আমার ধারণা, আমি সেই কর্তব্য সম্পন্ন করতে পেরেছি।'

'কিন্তু, অধ্যাপক···'সত্যিই তখন আমার মুখ দিয়ে যেন সরছে না।

অধ্যাপক আমার কনুই ধরে টান দিলেন। চলো হে, লা· হবে আর এখানে মিছিমিছি হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে। স্যাবে আমার আবার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে ডিম থেকে বেরনো উই ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ইতালিয়াম জীববিজ্ঞানী ম্যাজোত্তির স· ও জরুরী আলোচনা আছে।'

সমাপ্ত